ভাই-ভগ্নি

সামাজিক উপন্যাস।

"God helped the right, God spared the si
He brings the proud to shame :
He guards the weak, against the strong,
Praise to His holy name."

শ্রীকৈলাসচন্দ্র রায় দ্বারা

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

সানকিভাঙ্গা, ৫নং নীলমাধব সেনের লেন,

বণিক যন্ত্রে

এ, জি, সেন এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

১৮৮৫।

উৎসর্গ।

প্রিয়তম,

শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্র নারায়ণ রায়চৌধুরী,

জমিদার ; বাইশরসী।

ভ্রাতঃ! স্নেহ এবং ভালবাসার চক্ষে ছোট বড়, উচ্চ নীচ ভেদ জ্ঞান থাকে না। যে যাহাকে স্নেহ করে, ভালবাসে, সে তাহার দোষ বা কোন রূপ অভা ই বুঝিতে পারে না, ইহা স্বভাবের নিয়ম। সংসার তোমাকে যে চক্ষে দেখিতেছে, গ্রহণ করিতেছে, আমি যদি তোমাকে সেই চক্ষে দেখিতাম, গ্রহণ করিতাম, তবে কদাচ তোমাকে এরূপ সম্ভাষণ করিতে বা এই যৎসামান্য উপহার লইয়া তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইতে সাহসী হইতাম না। ভালবাসার মোহিনী শক্তিতে যখন সকলই সমান তখন আমার যত্নের এবং স্নেহের "ভাই-ভগ্নি"ও যে আমার নিকট সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর এবং দোষ স্পর্শ শূন্য বলিয়া প্রতীত হইবে, আশ্চর্য্য কি? বলিতে কি, তোমাকে যেরূপ স্নেহের চক্ষে দেখিয়া আসিতেছি, প্রাণের অধিক ভাল-বাসিতেছি, ইহাদের সম্বন্ধেও সেই কথা। তাই আজ স্নেহের সহিত ইহাদিগকে তোমার কোমল কর-কমলে অর্পণ করিলাম। আশা করি, আমার স্নেহের "ভাই-ভগ্নিকে" তুমি ততোধিক স্নেহের চক্ষে দেখিবে। তুমিই আমাদের এবং দেশের আশা ভরসার স্থল। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

তোমার সেই।

শ্রী

ভাই-ভগ্নি

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আত্ম-বৃত্তান্তে।

"I to the world am like a drop of water
That in the ocean seeks another drop
Who falling there, to find his fellow forth
Unseen, inquisitive, confounds himself."

—Shakespeare.

বিজয়পুর গ্রামের মেখলা সদৃশা রজত-সলিলা স্রোতস্বতী, প্রশান্তভাবে মৃদুল সমীরণোত্থিত অনুচ্চ তরঙ্গমালা সাদরে বক্ষে ধারণ করিয়া কলকল রবে প্রবাহিতা। বেলা অবসান—ভগবান মার্ত্তণ্ডদেব দুর্ব্বিসহ শরজাল বর্ষণে প্রাণীবর্গকে আকুলিত করিয়া শ্রান্ত কলেবরে পশ্চিমাচলে আরোহণ করিলেন। এই সময়ে তটিনী-তটে দ্বাবিংশ বর্ষীয় একটী যুবক ধরাসনে বসিয়া কি যেন চিন্তা করিতেছেন। ঘনীভূত স্বেদবারি নাসিকা ও ওষ্ঠপ্রান্তে মুক্তাফলের ন্যায় শোভা পাইতেছে। উপরিস্থিত দশনে নিম্নৌষ্ঠ চাপিয়া রাখিয়াছেন। বামহস্তের অঙ্গুলি দ্বারা লম্বিত শ্মশ্রুরাশি অল্পে অল্পে টানিতেছেন। দক্ষিণ হস্ত কপোল

সংলগ্ন। সুবিশাল নেত্র-যুগল পরপারস্থিত অনুচ্চ ধূসরবৎ তরুরাজিতে সংযত। মন দুঃসহ চিন্তাতরঙ্গে উদ্বেলিত। থাকিয়া থাকিয়া দুই একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস অপরাহ্ন সমীরণের সহিত মিশিয়া যাইতেছে।

যুবক নীরব নিস্তব্ধভাবে অনেকক্ষণ বসিয়া আপনার মনে আপনি ভাবিলেন—"সংসার-পথে যদি আপনার সুখ দুঃখ বুঝিয়া স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে না পারিলাম, তবে আমাতে আর পর-প্রত্যাশী নিগড়াবদ্ধ পশুতে পার্থক্য কি? সমাজের কতকগুলি নিয়ম এমন অযৌক্তিক এবং কষ্টকর যে তাহা প্রতিপালন করিতে হইলে, চিরকাল জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়—সমাজোৎপীড়ন-প্রপীড়িত মানবগণ জানে ইহা কি একটী ভীষণ অবস্থা, যদিও ভয়ে তাহা জিহ্বাগ্রে না আনুক।"

এই সময়ে পশ্চাদ্দিক হইতে আর একটী যুবক আসিয়া সহাস্যে বলিলেন—"এই যে বাঃ সুরেণ! তুমি ত বেশ লোক দেখিতেছি।

আগন্তুক যুবককে দেখিয়া, সুরেন্দ্রের চিন্তা-জাজ্বল্যমান মুখশ্রীতে, হাসি দেখা দিল, বলিলেন—"রমেশ! ভাই আমাকে মাপ কর। তোমায় না বলিয়া আসা অন্যায় হইয়াছে। আমি অন্যমনস্কভাবে এখানে আসিয়া পড়িয়াছি।

রমেশ হাসিয়া বলিলেন—"আচ্ছা তা মাপ পাইলে, কিন্তু তোমার চিন্তার বিষয়টা একবার বলিবে কি? বল দেখি?

সুরেন্দ্র। চিন্তার বিষয়—'সমাজ' ইহা ব্যতীত আমার আর কি আছে ভাই!"

রমেশ। সমাজ কি তোমার মনঃপুত হয় না ?

সুরেন্দ্র। সমাজে যদি ন্যায় অন্যায় বিচার থাকিত, সমাজে যদি প্রকৃত সামাজিকতা থাকিত, সমাজ যদি শিষ্টের পালন ও দুষ্টের শাসনে সমর্থ হইত; সমাজ যদি কতকগুলি প্রাচীন কুসংস্কারের পৃষ্ঠপোষক না হইয়া ন্যায় ও সত্যের অনুসরণ করিত, তবে সমাজ কে না চায় ? তাহা হইলে সমাজ কেনই বা না মনঃপূত হইবে ? এখানে পাপীর প্রশ্রয়, ধনীর আধিপত্য, অন্যায় ও অনাচারের রাজত্ব, রমেশ ! তুমিই বল দেখি ভাই। এই বিজয়পুর গ্রামে যতগুলি লোক সমাজ সমাজ বলিয়া চীৎকার করে তার মধ্যে কয়টী লোক সমাজের প্রকৃত নিয়ম পালন করিতেছে ? কয়টী লোক প্রকৃতপক্ষে সামাজিক ? গোপনে অভক্ষ্য ভক্ষণ, আর বাহিরে হরিভক্তি প্রদর্শন, মুখে ধার্ম্মিকের ভাণ অন্তরে কিসে স্বার্থসিদ্ধি হইবে, কিসে পরের সর্ব্বনাশ হইবে এই চিন্তা। ইহাই কি সমাজ ? কপটতা স্বেচ্ছাচারিতা প্রভৃতি কি পাপ কার্য্য নয় ? আমি যদি মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিলাম, তবে কি আমার পাপ হইবে না ?—ধন্য সমাজ !!

রমেশ। সুরেশ ! এসব এখন রেখে দাও। আজ মাসাবধি তোমার সহিত একত্র আছি, কিন্তু এর মধ্যে তোমার কোন আনুপূর্ব্বিক ঘটনা শুনিতে পাইলাম না। অনেক দিন বলিয়াছ যে বলিবে, কিন্তু বল নাই ; আজ আমাকে বলিবে কি ?

রমেশের কথা শুনিয়া সুরেন্দ্রনাথ একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—“ তা এ হতভাগার জীবনের ইতিহাস শুনিতে

যদি একান্ত বাসনা হইয়া থাকে, তবে শ্রবণ কর—আমার পিতার নাম কালীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বিজয়পুরে অতুলনীয় ধনাঢ্যব্যক্তি ছিলেন। আমার যখন দ্বাদশবর্ষ মাত্র বয়ঃক্রম, তখন তিনি পরলোক প্রাপ্ত হন। পিতার মৃত্যু ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর মাসার্দ্ধকাল অতীত হইতে না হইতেই, মাতাও আমাকে মাতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত করিলেন, ভগিণী সরলা ভিন্ন আর আমার এসংসারে কেহই রহিল না। পিতার বিষয় সম্পত্তি জ্ঞাতি কুটুম্বদিগের হস্তগত হইয়াছে; এখন আমি যৎসামান্য বিষয়ের উত্তরাধিকারী মাত্র। কিন্তু ভাই! বিধাতা নাকি আমার প্রতি বিমুখ, তাই সরলা পতি-হীনা হইয়াছে। বিপদ চতুর্দ্দিক হইতে এক সঙ্গেই আসে, একা আসে না এই সকল ঘটনা দুই বৎসরের মধ্যেই সংঘটিত হইয়াছিল। উঃ! সবে মাত্র সে সময় আট কি নয় বৎসর বয়স, ভগিনী আমার সংসার সুখ কিছুই অনুভব করিতে পারিল না। অকালচ্যুত কুসুমের ন্যায় বিশুষ্ক হইবে, তাহা কোন্ পাষাণ হৃদয় ভ্রাতার প্রাণে সয় ভাই? পিতার মৃত্যু, মাতার মৃত্যু, অতুল বিষয় সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত, ইত্যাদি কোন কিছুতেই আমার অটল হৃদয়কে বিচলিত করিতে পারিয়াছিল না। কিন্তু ভাই! যখনই আমি সরলার শুষ্ক মুখখানি মনে করি,—যখনই তাহার আলুলায়িত কেশাচ্ছাদিত বদন খানি দেখি, তখন রমেশ! তখন আর আমার মনে শান্তি থাকে না, ইচ্ছা হয়, এখনই এই সমাজ পরিত্যাগ করিয়া সকল দুঃখ বিমোচন করি।

সুরেন্দ্রের নয়ন হইতে অবিরল জল-ধারা পড়িতে

লাগিল। রমেশ নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, সুরেন্দ্র পুনরপি বলিলেন, "রমেশ! এই পৃথিবীতে আমার দুঃখে একবিন্দু অশ্রুবিসর্জ্জন করে এমন লোক অতি বিরল"।

ক্ষণেক চিন্তা করিয়া আবার বলিলেন—"রমেশ! তোমার যদি বলিতে কষ্ট না হয়, তাহা হইলে, তোমার ইতিহাসটী আমায় বলিতে পার, হয়ত তুমি মনে কষ্ট পাইবে এই ভয়ে এতদিন কিছুই জিজ্ঞাসা করি নাই, জিজ্ঞাসা করি নাই সত্য, কিন্তু জানিবার জন্য মন সর্ব্বদাই লালায়িত।"

রমেশ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন—"সুরেণ! আমি কে, সে সব আমি নিজেই অজ্ঞাত। এক দয়াদ্র মহোদয়ের আশ্রয়ে এতদিন বাস করিতাম, কালচক্রে আমার সেই আশ্রয়দাতা হরিহর মুখোপাধ্যায় সপরিবারে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছিলেন; তাহার পর আর প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না। অনেক অনুসন্ধান করিলাম কিন্তু কোন ফল হইল না, অবশেষে এস্থানে আসিয়া তোমার সহিত মিলিত হইলাম। তুমি যদি আমার দুঃখে দয়া না করিতে, জানিনা, কি দুর্নিবার কষ্টে দিনাতিপাৎ করিতে হইত। হরিহর মুখোপাধ্যায় অনেক দিন আমাকে আমার জীবন-বৃত্তান্তের রহস্য বলিবেন এরূপ বলিয়াছিলেন; কিন্তু আমার অদৃষ্ট দোষে তা আর হইল না।"

সুরেন্দ্র দেখিলেন রমেশের চক্ষুদ্বয় জলভারাক্রান্ত। উপস্থিত বিষয় স্থগিত রাখিবার জন্য বলিলেন—"রমেশ! চল এখন বাড়ী যাই; সরলা একাকিনী থাকিলে তার নিদা-

রুণ কষ্ট হয়; মুহুর্মুহু দীর্ঘনিশ্বাস তাহার উদ্বেলিত হৃদয়ের প্রমাণ দর্শায়।”

রমেশ। “তুচ্ছ সমাজের জন্য কি সরলা চিরকাল বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিবে?”

সুরেন্দ্র। “কখনই নয়, আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সরলাকে পুনর্ব্বার বিবাহ দিব।”

রমেশ। “একঘ’রে হবে যে?”

সুরেন্দ্র। “রেখেদাও তোমার একঘ’রে, তজ্জন্য ভয় কি?”

রমেশের মুখ প্রফুল্ল হইল। নিঃশব্দে সুরেন্দ্রনাথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দস্যু-হস্তে।

“———সবিস্ময়ে হেরিলা অদূরে,
ভীষণ দর্শন মূর্ত্তি———”

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

রামসুন্দর মুখোপাধ্যায় বেত্রাবতী গ্রামের একজন সম্পত্তিশালী ব্রাহ্মণ। বয়স চল্লিশ, পয়তাল্লিশ হইয়াছে; কিন্তু বাহ্যিক চেহারা দৃষ্টে ৩০।৩৫ বৎসরের অধিক বলিয়া অনুমিত হয় না। ইহার বুদ্ধিশক্তি অতি বিচক্ষণ,

স্বভাব কোমল ও নম্র। পৃথিবীশুদ্ধ সমস্ত লোককে তিনি আত্মবৎ সরল বিবেচনা করিতেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অন্তর্ব্বাটীতে একটী দ্বিতল অট্টালিকা, ও তিন খানি সজ্জীকৃত গৃহ। বহির্ব্বাটীতে বৈঠকখানা, তাহাও সুশৃঙ্খলরূপে সাজান; দুখানি কাছারীঘর ও একটী চণ্ডীমণ্ডপ। চণ্ডীমণ্ডপের পূর্ব্বপার্শ্বে সুবৃহৎ পুষ্করিণী, তায় প্রস্তর নির্ম্মিত সোপান। উত্তর ও পশ্চিমদিক একসঙ্গে নিয়া একখানি পুষ্পোদ্যান। পুষ্করিণীর পূর্ব্বপার্শ্বে বকুল, অশ্বত্থ ও তিন্তিড়ি ইত্যাদি বৃক্ষ। সুপ্রসস্ত রাস্তা বেত্রাবতী নদী পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। রাস্তার দুই পার্শ্বে ঝাউবৃক্ষের সাঁ সাঁ রব ও তদুপরিস্থিত পক্ষী সকলের কণ্ঠরব অনবরত শ্রুত হয়। এই বৃক্ষ সকল উন্নত মস্তকে দিবসে প্রভাকরের অসহনীয় কিরণজাল, নিশাগমে সুধাংশুর বিমল জ্যোতি, অথবা তারকাবৃন্দের মিট্‌মিটে আলো মস্তকে ধারণ করিয়া, রামসুন্দর মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী যেন বিশ্বস্তভাবে রক্ষা করিতেছে।

পথপর্য্যটনে পরিশ্রান্ত হইয়া মার্ত্তণ্ডদেব ক্ষীণতেজ ও হীনবলে অস্তাচলের অন্তরালে লুক্কাইত হইলেন, পতি বিয়োগ-বিধুরা পদ্মিনী মুখ আবৃত করিয়া মলিন বেশ ও ক্ষীণ দেহ ধারণে উদ্যত। অপর দিকে প্রকৃতি যেন কলঙ্কী শশাঙ্কের মুখাবলোকনে অনিচ্ছুক হইয়াই তিমিরাবরণে আপনার অঙ্গ ঢাকিয়া রাখিতে সচেষ্ট; কিন্তু পূর্ব্ব দিক হইতে শশধর মৃদু২ হাসি হাসিয়া প্রকৃতির তিমিরাবরণ ছিন্ন করিবার মানসে উকি ঝুকি মারিয়া নিরীক্ষণ করিতেছে। আকাশ মণ্ডল সত্রস্তভাবে অসংখ্য হীরকখণ্ড

বিনিন্দিত তারকাজালে আপনার নীলাম্বরাচ্ছাদিত বক্ষস্থল সুরম্য রাজ সিংহাসনোপযোগী করিয়া সুসজ্জিত করিল। দেখিতে ২ যামিনীনাথ সিংহাসনাসীন হইলেন। জগত হাসিময় ও লাবণ্যময় হইল; বিহঙ্গিনীগণ নিশানাথের শুভাগমনে সমস্বরে উলুধ্বনি করিয়া উঠিল। প্রিয়তমের সুধাময় করস্পর্শে কুমুদিনী আপনার রূপ যৌবনের ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়া যেন প্রাণবল্লভকে হৃদয়াসনে সমাসীন হইতে আহ্বান করিতে লাগিল। পাপীয়া প্রেমোন্মত্ত হইয়া ছুটিয়া ছুটিয়া সুধাপানে রত হইল।

এই সময়ে ঐ একাকিনী রমণী রামসুন্দর মুখোপাধ্যায়ের পুষ্পোদ্যানে বসিয়া ফুলের তোড়া নিয়া খেলিতেছেন ইনি কে? ইনি কি বনদেবী? না স্বর্গীয় নৃত্য গীতাভিনেত্রী, অপ্সরী কে এই নিশীথ সময়ে সৌন্দর্য্যছটা বিস্তার করিয়া পুষ্পোদ্যান আলোকিত করিয়া বসিয়া আছেন। পাঠক! যদি এই মোহিনীমুর্ত্তি হৃদয়পটে অঙ্কিত করিয়া রাখিতে ইচ্ছুক হন, তবে আসুন, একবার উকিঝুকি মারিয়া সুন্দরীর আরক্তিম রাগ-রঞ্জিত ওষ্ঠাধর, মনোহর বপু, সুপ্রসন্নললাট দর্শন করি। আর যদি নিশীথ ভ্রমণে সাধ না জন্মে, তবে আমার মুখের কথায়ই পরিতৃপ্ত হউন। দর্শনেচ্ছা মনেই থাকিয়া যাউক, কি জানি দেখিলে কি ঘটে, এ যুবতী ষোড়শী। যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়াছেন মাত্র। বালিকা-সুলভ চপলতা এখনও অপসারিত হয় নাই। ইনি আর কেহই নন, আমাদের মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একমাত্র তনয়া, শৈবলিনী।

শৈবলিনী ফুল নিয়া খেলিতেছেন ও আপনার ভাবে আপনি মজিয়া কত হাসিই হাসিতেছেন। প্রত্যেক পুষ্প তাঁহার সুকোমল করের স্পর্শ-সুখানুভব করিবার জন্যই যেন হেলিয়া দুলিয়া তাঁর দিকে আসিতেছে, তিনিও সকলেরই আশা মিটাইতেছেন। এক একটী করিয়া ফুলগুলি তুলিয়া তুলিয়া আঁচলে বান্ধিতেছেন আর বলিতেছেন, "আজ সাধ পূরাইয়া মালা গাঁথিব।"

সহসা একটা মনুষ্যের ছায়া শৈবলিনীর সম্মুখদেশে পড়িল। শৈবলিনী চমকিয়া উঠিলেন—দাঁড়াইলেন—চারিদিক চাহিলেন—কিন্তু কিছুই দেখিলেন না। অন্যদিকে একটী বিকশিত গোলাপ দেখিয়া তাহা আনয়ন করিতে সেই দিকে যাইলেন; তখন শুষ্ক পত্রের মর্ম্মর ধ্বনি কর্ণগোচর হইল—হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া আসিল। তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন; কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। এবার শৈবলিনীর হৃদয়ে আশঙ্কা জন্মিল, চতুর্দ্দিক চাহিয়া দেখিলেন—রাত্রি প্রহরোত্তীর্ণা।

এখানে আর থাকা হইবে না ভাবিয়া যতগুলি ফুল একত্র করিয়াছিলেন, তাহা আঁচলে তুলিয়া লইলেন। শরীর চন্ চন্ করিতে লাগিল। সমীরণালোড়িত বৃক্ষপত্র সকল যেন তাহাকে ইঙ্গিতে বলিয়া দিল "শৈবাল! কর কি? এই ভয়শঙ্কুল স্থানে থাকিও না—পালাও।" দুই একটী মৎস্য জলোপরি ভাসিয়া ভাসিয়া খেলিতে ছিল, সেগুলি সহসা জলমগ্ন হইয়া যেন বলিয়া দিল, "ভয়ের স্থানে আমরা থাকিব না—পালাই; শৈবাল! করকি?

তুমিও পালাও।” শৈবলিনীর মনও দুর্ দুর্ করিয়া বলিয়া দিতে লাগিল “ পালাও।”

শৈবলিনী বিষম বিপদ সঙ্কুলা ; সুতরাং সেখানে থাকিতে আর সাহস হইল না। সম্মুখে অগ্রসর হইলেন ; কিন্তু দুই পদ যেতে না যেতেই, একটী দীর্ঘাকার বিকট পুরুষ সহসা আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। আগন্তুক ব্যক্তির পিঙ্গলবর্ণ ঘনশ্মশ্রু আবক্ষ বিলম্বিত—চক্ষু রক্তবর্ণ—ঘূর্ণায়মান—ললাট উচ্চ—নাসিকা প্রসস্ত—মস্তকে লম্বিত কেশরাশি একত্রীভূত হইয়া সম্মুখদেশে খোপা বদ্ধ। পরিধানে রক্তবর্ণ বসন ; হস্তে লগুড়। দেখিলেই দ্বিতীয় কৃতান্ত বলিয়া প্রতীতি জন্মে—শোণিত শুষ্ক হয়।

ঐ ব্যক্তি সন্নিহিত বৃক্ষান্তরাল হইতে আসিয়া শৈবলিনীর সম্মুখদেশে দাঁড়াইয়া বলিল—“ সুন্দরি ! অপেক্ষা কর। তোমার নিকট বিশেষ আবশ্যক আছে।”

আগন্তুকের জলদগম্ভীর স্বর, শৈবলিনীর কর্ণরন্ধ্রে পশিল। তিনি বায়ুবিতাড়িত অশ্বত্থপত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন—শোণিত শুষ্ক হইল। সহসা এ ব্যক্তি কোথা হইতে আসিল—আর উদ্দেশ্যই বা কি ? তাহা বুঝিতে পারিলেন না। নিরুত্তরা ভূ-সংলগ্ন-দৃষ্টে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিলেন।

“ তোমার ভয় নাই।” আবার সেই ভীষণ স্বর ! !

স্বর যেন শৈবলিনীর অন্তস্তল ভেদ করিল ; কিন্তু তিনি সাহসে ভর করিয়া ভয় বিকম্পিত স্বরে বলিলেন—“তু—মি—কে—?”

আগন্তুক। আমি যে হই না কেন, আমার সহিত তোমার যাইতে হইবে।

শৈব। কোথায় যাইব? আমি এখন বাড়ী যাই।

ভীমমূর্ত্তি নিরুত্তর। কেবলমাত্র গতিপথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শৈবলিনী দেখিলেন, পরিত্রাণের উপায় নাই। বলিলেন—"তোমার নাম কি?"

আগন্তুক। তায় প্রয়োজন?

শৈবলিনী দেখিলেন, সম্মুখে ভয়ানক বিপদ। এখন কথাবার্ত্তায় যতটা সময় কাটান যায় ততই মঙ্গল। উত্তর করিলেন—"প্রয়োজন আছে। তোমার নামটী আমায় বল।"

আগন্তুক। আমার নাম বীরবল।

শৈব। আমাকে নিয়া কি করিবে?

আগ। পরে জানিতে পারিবে। এখন আমাকে অনুসরণ কর। এই কথা বলিয়া আগন্তুক ইতস্ততঃ দৃষ্টি-সঞ্চালন করিতে লাগিল।

শৈব। হে অনাথবন্ধো! এই বিপদ সময় তুমি কোথায়, আমি ঘোর সঙ্কটে পতিতা। আমায় রক্ষা কর। পিতঃ! দুর্ব্বল অবলার তুমিই সহায়।

আগন্তুক অন্য দিকে চাহিয়া কি দেখিতেছিল, সহসা দৌড়িয়া পালাইল। শৈবলিনী সেইদিকে চাহিয়া দেখি-লেন, তাহার বাল্য-সহচরী সুশীলা আসিতেছে। দিনের বেলা অনেক লোকের সমাগম বলিয়া রাতারাতি জল তুলিতে আসিতেছে।

সুশীলা নিকটবর্ত্তিনী হইয়া দেখিল, শৈবলিনী চিত্র-

পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মানা। বিস্ময় সহকারে জিজ্ঞাসা করিল—"ও কিলো? তুই এখানে এরূপ ভাবে দাঁড়াইয়া আছিস্ কেনেলো?"

শৈবলিনী নিরুত্তর।

সুশীলা। হেঁগা বেশত—পুরুষ পরিতে পেল বুঝি?

শৈবলিনীর চমক ভাঙ্গিল। সুশীলার হাত ধরিয়া বলিলেন—"শীঘ্র আমাকে নিয়া বাড়ী চল, বড় ভয় পাচ্ছে।"

সুশীলা। তাইত, সৈকে যে সত্য সত্যই পুরুষ পরীতে পেয়েছে।

শৈব। পরিহাসের সময় নয়, শীঘ্র আয়।

সুশীলা। কেনে লা?

শৈব। চল, বাড়ী যাইয়া সব বলিব, আমার এখানে দাঁড়াইয়া কথা বলিতেও সাহস হয়না; শীঘ্র চল।

সুশীলা তাড়াতাড়ি জল তুলিয়া শৈবলিনীর হাত ধরিয়া চলিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যুবতি-সন্নিধানে।

"সুব্যক্তং রাজপুত্রিত্বং যথা কল্যাণি ভাষসে
ভার্য্যামে ভব সুশ্রোণি ব্রুহি কিং করবাণি তে॥"

মহাভারতম্।

শৈবলিনী সুশীলার সহিত বাড়ী আসিলেন, সেদিনকার রাত্রি কাটিয়া গেল, তারপর এক দিন দুই দিন তিন দিন

করিয়া মাসার্দ্ধ কাল ক্রমে চলিয়া গেল; শৈবলিনী আর কখন একাকিনী উদ্যানে যান না।

শৈবলিনী শয়ন কক্ষে অর্দ্ধ শায়িতাবস্থায় শায়িতা, হস্তে একখানি পুস্তক, মন তাহাতেই দৃঢ় সংযত। পুস্তকে একাগ্র মনা। শৈবলিনীর সুচিক্কণ কেশদামে সুবিমল ললাটের অর্দ্ধাধিক আবরিত করিয়া রাখিয়াছে।

এই সময় একটী যুবক আসিয়া ধীর পদনিক্ষেপে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। যুবকের বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশ বৎসরের অধিক হয় নাই, দেখিতে বেশ সুশ্রী। যুবকের পদশব্দ শুনিয়া শৈবলিনী সেই দিকে চাহিলেন, অমনি উঠিয়া শৈথিল্য বশতঃ যে যে অঙ্গ বসন-ভ্রষ্ট হইয়াছিল, তথায় বসনাবরণ দিয়া সহসা বলিলেন—"পণ্ডিত মহাশয় আসুন, বসুন।"

পণ্ডিত মহাশয় বসিলে, শৈবলিনী বলিলেন—"এই পুস্তকের যতদূর শিখিতে বলিয়াছিলেন, তাহা শিখিয়াছি; কিন্তু আজ তিন দিবস যাবৎ আপনি আর আসেন নাই, কাজেই নূতন শিক্ষা বন্ধ। ভাল! পণ্ডিত মহাশয়! একয়েক দিবস আসেন নাই কেন?"

পণ্ডিত মহাশয় নিরুত্তর, কেবল মস্তক উত্তোলন করিয়া শৈবলিনীর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেন, আবার অন্য-দিকে ফিরিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সরল হৃদয়া শৈবলিনী পণ্ডিত মহাশয়ের এইরূপ ভাব দেখিয়া বড়ই ভীতা হইলেন, মনে ভাবিলেন হয়ত কোন দোষই বা করিয়াছি। আগ্রহ সহকারে বলিলেন—"পণ্ডিত

মহাশয়! আমি কি কোন অপরাধ করিয়াছি যে, আপনি চুপ করিয়া রহিলেন? যদিবা কোনরূপ অপরাধ করিয়া থাকি, তা আপনি বলিয়া দিলেই তো সংশোধন হইতে পারে, তার উপায় চেষ্টা করি? তার জন্য কেন পণ্ডিত মহাশয়! আমার প্রতি রাগ করে কথা বলেন্ না?”

পণ্ডিত মহাশয় শৈবলিনীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—“শৈবলে! তুমি কোন অপরাধ কর নাই, বরং এই হতভাগা তোমার পণ্ডিত মহাশয়ই অপরাধী। সরল হৃদয়ে তুমি আমাকে মার্জ্জনা করিও। আর আমি তোমার পণ্ডিত নামের যোগ্য নই।”

শৈবলিনী সমধিক আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া বলিলেন—“পণ্ডিত মহাশয়! কি হয়েছে সত্য করিয়া বলুন, কিসে আপনি অপরাধী? আর কেনইবা আপনি পণ্ডিত নামের যোগ্য নন? আমার হৃদয় বড় ব্যাকুল হইতেছে, আপনি দয়া করে সব আমায় বলুন।”

দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—“সকল কথাই তোমাকে বলিব, এবং তাহা বলিবার জন্যই আজ আমার এখানে আসা। কিন্তু শৈবলে! প্রথমত তুমি একটী প্রতিজ্ঞা পালনে প্রতিশ্রুত হও, এইটী আমার ইচ্ছা।”

শৈবা। কি প্রতিজ্ঞা?

পণ্ডিত। আমি যাহা বলিব, তাহা যদি তোমার ইচ্ছানুযায়ী নাও হয়, তাহা হইলেও স্পষ্টভাবে তার উত্তর আমাকে দিবে। এ জীবনে কাহাকেও এবিষয় বলিবেনা,

যদি এই প্রতিজ্ঞাটী রক্ষা কর, তবে মনের কথা তোমাকে বলিতে আসিয়াছি, বলি।

কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া শৈবলিনী বলিলেন—আপনি যেরূপ বলিলেন তদ্রূপ প্রতিজ্ঞা আমি করিলাম, এখন বলিয়া আমার উৎকণ্ঠা বিদূরিত করুন।

পণ্ডিত মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে শৈবলিনীকে কতক সময় দেখিয়া একটু কি চিন্তা করিলেন, তারপরই বসন মধ্য হইতে একখানি লিপি বাহির করিয়া বলিলেন—"শৈবলে! এই নেও, ইহা পড়িলে সমস্ত অবগত হইতে পারিবে, কিন্তু দেখিও নিজ প্রতিজ্ঞা যেন স্মরণ থাকে আমি এখন বিদায় হই"

কক্ষ হইতে চলিয়া যাইবার সময় কুহকিনী আশার কুহক জালে জড়িত হইয়া মনে মনে বলিলেন—"হয়ত আমার মনাভিলাষ এই চিটিতে পূর্ণ হইবে।" আবার নিরাশা-সঙ্কুল হৃদয়ে চিন্তা করিলেন—"হয়তো এই শেষ—এই শেষ বিদায়!! এই শেষ দেখা।" এইরূপ কত কি ভাবিতে ভাবিতে পণ্ডিত মহাশয় চলিয়া গেলেন। শৈবলিনী চিটি খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন।

"শৈবলিনি! আজি তোমার উন্মত্ত প্রগলভ্ পণ্ডিত মহাশয়, বাহ্যজ্ঞান বিরহিত হইয়া, মনের অদম্যবেগ হৃদয়ের দারুণ জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া হৃদয়গত একটি কথা তোমার নিকটপ্রকাশ করিবার আশায় লেখনী ধরিল এখন এইমাত্র প্রার্থনা যে স্বগুণে ধৃষ্টতা মাপ করিও।

উন্মত্তের ন্যায়, অপরিনামদর্শীর ন্যায়, যে দুরন্ত

সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছি, তার প্রচণ্ড তুফানে প্রাণ ওষ্ঠাগত। অসহনীয় যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। সহ্য হয়না বলিয়াই আজ হৃদয়-কপাট তোমার সম্মুখে উন্মোচিত হইল। আমি যাহা লিখিতেছি, তাহা দেখিয়া হয়ত—আর হয়তই বা বলি কেন, নিশ্চয়ই আমাকে পাগল বলিবে, কিন্তু তা আর অধিক কি? আমি প্রকৃত দুষ্প্রাপ্য রত্ন লাভের আশে এই বিপদ শঙ্কুল সমুদ্র জলে অবগাহন করিব কেন? আর কেনই বা এই প্রবল বায়ু আলোড়িত তরঙ্গাঘাতে জর্জ্জরিত কলেবর হইব?

সরলে! যখন দাবানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া হুস্ হুস্ শব্দে জ্বলিতে থাকে, তখন কার সাধ্য সেই অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে সমর্থ হয়? যে দাবানল সদৃশ প্রেমানল আমার হৃদয় কাননে পশিয়াছে, তাহার দাহিকা শক্তিতে অন্তর দহিয়া ভস্মসাৎ হইতেছে। এতদিন দেখিলাম সহজে এ অনল নির্ব্বাপিত হয় কি না; কিন্তু কিছুতেই ত হইল না—ক্রমেই যে বৃদ্ধি। তাই অনেক চিন্তা করিয়া আজ তোমার কাছে দণ্ডায়মান।

শৈবলিনি! প্রথমতঃ আমি ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারি নাই, সর্ব্বদা তোমার নিকটে থাকিয়া তোমার মধুর স্বর শুনিয়া, সুখানুভব করিতাম। ভাবিতাম ইহা অন্যরূপ ভালবাসা। তখনও ইহার কিছু অনুধাবন করিতে পারি নাই। যদি জানিতাম যে এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গই কালে ভীষণ দাবানলে পরিণত হইবে, তবে কি আর এই দুর্নিবার অনলে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরি? শৈবলে! কি বলিব, তোমার

আকটি বিলম্বিত নিবিড় ঘন কৃষ্ণ চিকুরদাম, আলুলায়িত
কুন্তলাবৃত সুবিমল ললাটদেশ, সুবঙ্কিম ভ্রূযুগল, তাম্বুল
রাগ রঞ্জিত সুধামাখা অধর খানি, তোমার নবনীত-বিনিন্দিত
মৃণাল ভুজ যুগল, আলক্ত চর্চ্চিত পা দুখানি, তোমার সচঞ্চল
নেত্র দ্বয় ও তাহার স্নিগ্ধকর স্থির কটাক্ষ, যখনই আমি
এই সকল ভাবিতে থাকি, তখনই আমার ধৈর্য্য বিলুপ্ত হয়
তখনই পাগল হই।"

"চারুশীলে! কত সময় যে আমি কত কি চিন্তা করি
তার অবধি নাই, এই সামান্য লিপিদ্বারা তোমায় কত
জানাইব? কিন্তু হতভাগ্য জানে না যে, শূন্যে দুর্গ
নির্ম্মাণের চেষ্টা, বামন হয়ে চাঁদে হাত দেওয়ার ইচ্ছা
অথবা বীর্য্য শৌর্য্য বিহীন হইয়া প্রমত্ত করি বন্ধনে
প্রয়াস পাওয়া অপেক্ষাও এটী অধিকতর দুরাশা।
দুর্ব্বল মানব হিমাদ্রির অভ্রভেদী শৃঙ্গ উৎপাটিত করিতে
ইচ্ছুক হইলে যেরূপ বিফল প্রযত্ন হয়, প্রমত্ত যুবক যে তাহা
হইতেও দুষ্কর কার্য্য সম্পাদনার্থে অগ্রসর, তাহা তুমি বুঝিতে
পারিতেছ না। শিশু যেরূপ সুধাংশুর চক্‌মকি দেখিয়া
তাহা ধরিবার মানসে হস্ত প্রসারণ করে, এই বিবেক রহিত
যুবকও তাহাই করিতেছে। উঃ শৈবলিনি! তোমার দে
দুর্লভ পবিত্র প্রেম, আমি নরকের কীট হইতে নিকৃষ্ট
হইয়াও আশা করিতেছি, আমার আশা নিতান্ত দুরাশা;
হতে ধৃষ্টতা আর কি সম্ভবে?"

"ধৈর্য্যশীলে! যখন নিশাগমে প্রকৃতি নিস্তব্ধ, মানবগণ
সুখপ্রদায়িনী নিদ্রাদেবীর কোমল কোলে গা ঢালিয়া সুখে

বিশ্রাম লাভ করে, সমস্ত জগৎ সুপ্ত, কেবলমাত্র নিশা-চরগণের কণ্ঠরব ও ঝিল্লিগণের ঝিঁ ঝিঁ রব প্রকৃতির নিস্তব্ধ-তার ব্যাঘাত জন্মায় তখনও এ হতভাগার শান্তি নাই। তোমার পবিত্র মূর্ত্তি ভাবিয়া রজনী যাপন করি। অধিক কি—শৈবলিনি! অধিক কি বলিব, শান্তি যেন অভাগার নিকট হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। তবে যদি অনুকম্পা-বিতরণে তুমি প্রেমবারি সিঞ্চন কর, তাহা হইলে হৃদয়ের দাবানল নিবিবে, শান্তি পুনরায় এ হৃদয়ে বিরাজ করিবে, নতুবা জীবনে আর না; যতদিন বাঁচিব, তোমার সুন্দর চিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া বনে বনে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে, কন্দরে কন্দরে ভ্রমণ করিব, আর তোমারই নাম করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইব, ইহাই জীবনের সার ও শেষ গতি।”

“শৈবলিনি! হৃদয় খুলিয়া সকল কথাই বলিলাম; হয়ত তুমি হাসিবে, পাগল বলিবে, অথবা রাগে অধীরা হইবে, কিন্তু কি করি, প্রকাশ না করিলে চলে কৈ? এ আগুণ হৃদয়ে পুষিয়া কে বাঁচিতে পারে? তাই আজ হৃদয় কপাট খুলিয়া দিলাম। আমাকে মাপ করিও।”

তোমার হতভাগ্য

“পণ্ডিত মহাশয়।”

পত্র পাঠ সমাপ্ত হইলে, শৈবলিনী কর-শির সংযতা হইয়া বসিয়া রহিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রেমিকা-পার্শ্বে।

"Society friend-ship and love
Divinely bestowed upon man."—COWPER.

প্রণয় বয়সের অপেক্ষা রাখেনা, জাতি কুল চায়না, মনের গতি যে দিকে ধাবিত হয় সেইদিগে চলিয়া যায়, কাহারও ক্ষমতা নাই যে বাধা দিয়া ইহার গতি রোধ করে। এই-সংসারে আমি কে আর তুমিইবা কে? তবে আমি তোমাকে ভাল বাসি কেন? কেন তোমায় দেখিবার জন্য মন ব্যাকুল হয়? তুমি সুন্দর অথবা সুন্দরী, বিদ্বান অথবা বিদুষী, তজ্জন্য কি তোমাকে ভালবাসি? তোমার মনোহর কটাক্ষ বড় স্নিগ্ধকর তাই কি তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা হয়? ভাল যদি তাহাই হইবে, যদি তোমার অতুলনীয় সৌন্দর্য্যরাশি আমার মন হরণ করিয়া তোমাকে মনে মনে প্রাণে প্রাণে ভাল বাসিতে শিক্ষা দিবে, তাহা হইলে যে রমণী কুৎসিতা, যাহাকে দেখিলে তুমি আমি ঘৃণা করি সেই রমণী কি প্রকারে অন্যের মন আকর্ষণ করিল? একবার দেখ দেখি উহাতে কি গুণ বর্ত্তমান রহিয়াছে, যাহা প্রশংসনীয়? কি গুণে সে অন্যের ভালবাসা পাইল? কেন উহাকে দেখিবার জন্য, অন্য একজনের মন ব্যাকুলিত হয়? যদি বল ইহা নিতান্ত অসম্ভব। উহাকে কি আর কাহারও ভাল বাসিতে ইচ্ছা হয়? নির্গুণ ও কুৎসিতা রমণী ভালবাসা পাওয়ার উপ-

যুক্তা পাত্রী কখনই নয়। ভ্রান্তি মদে প্রমত্ত তোমার চক্ষে তুমি সুন্দর না দেখিতে পার, তুমি উহাকে হৃদয়ের সহিত ঘৃণা করিতে পার, কিন্তু ঈশ্বর এমন দুটী চক্ষু সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, যার নিকট মিরাণ্ডাই বল অথবা জুলিয়েটই বল, হেলেনাই বল অথবা তিলোত্তমাই বল, কাহারও সৌন্দর্য্য শোভা পাইবেনা। আয়েষা পরাজিতা হইবে, অমলা অথবা কমলা কুৎসিতাগণের মধ্যে পরিগণিতা হইবে, বিমলাকে জয় মঙ্গলের মা হ'তেও কুৎসিতা ভাবিবে। তবে কেন ভাল-বাসা নিয়া তর্ক কর! এযে ঈশ্বরের কি এক অদ্ভুত কাণ্ড, তাহা কে বলিবে? যে যাহাকে ভাল বাসে, তার নিকট সেই সুন্দর, তোমার আমার সে বিষয় নিয়া আবশ্যক কি? ক্ষান্ত হও।

ঐ যে বিজয়পুর গ্রামের একটী দ্বিতল অট্টালিকার অর্দ্ধোন্মুক্ত গবাক্ষ ভেদ করিয়া আলো বাহির হইতেছে, এখন চল একবার দেখি, সরলা একাকিনী তথায় কি করিতেছেন, সরলা পালঙ্কোপরি পুস্তক হস্তে উপবিষ্টা, রাত্রি দেড় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিপ্রহর হইতে চলিল, তথাপি সরলা পুস্তক লইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। বাড়ীর সকলে নিদ্রিত, কোন দিকে কোন সাড়া শব্দটী নাই, জগৎ নিস্তব্ধ, যেন প্রকাণ্ড শ্মশান। একটী বায়স গৃহ-পার্শ্বস্থ আম্র বৃক্ষের কুলায় হইতে নির্গত হইয়া চন্দ্রালোকে কতক্ষণ বসিল— আবার কি ভাবিয়া যেন কা কা রবে নীড়ে প্রবিষ্ট হইল। বায়স-পদ-বিকম্পিত বৃক্ষ শাখার ঝন্ ঝন্ শব্দে বাড়ীর কুকুর জাগ্রত হইল, এবং চীৎকার করিয়া আম্র বৃক্ষের

তল-দেশে আসিল। ভয়-ত্রস্ত পাখিগণ চতুর্দ্দিক হইতে কলরব করিয়া উঠিল—চতুর্দ্দিক হইতে শৃগালবৃন্দের শ্রুতি-কঠোর কণ্ঠরব সমুত্থিত হইয়া কিছু সময়ের জন্য প্রকৃতির নৈশ নিস্তব্ধতা একেবারে ভঙ্গ করিয়াদিল। সরলা অন্য মনস্কা হইলেন;—আবার প্রকৃতি নিস্তব্ধ—সরলা আবার পুস্তক নিয়া বসিলেন।

এই সময় বহির্দ্দেশে 'কটাশ্ ঝনাৎ—খট্ খট্ করিয়া শব্দ হইতে হইতে দরজায় ধাক্ করিয়া আঘাত পড়িল। অমনি রমেশচন্দ্র আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন, সরলা পুস্তক রাখিয়া সহাস্য বদনে বলিলেন— "রমেশ বাবু! আসুন। এই অসময় কি মনে করিয়া?

রমেশ। 'না—মনে বিশেষ কিছুই নয়—আজ দিনের বেলা তোমার দাদার সহিত অনেক কথা বার্ত্তায় কাটাইলাম, তোমাকে এক বারও দেখিলাম না। এখন গ্রীষ্মাতিশয্য বশতঃ সমীরণ সেবনার্থ তোমার শয়নকক্ষের নিকট-বর্ত্তী হইয়া, দীপালোক দর্শনে জানিলাম তুমি এখনও জাগিয়া আছ—তাই একবার তোমাকে দেখিতে আসিলাম।"

সরলা। বসুন;—কিন্তু গভীরা রজনীতে যুবতী-গৃহে অন্য যুবকের আগমন যে অবিধেয়।

রমেশ। তা অবিধেয়ই বটে; সরলার রাজ্য মধ্যে রমেশচন্দ্র অপরাধী সাব্যস্ত হইলে, বিচারকর্ত্রী যেরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা করিবেন, রমেশকে অবনত মস্তকে তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। এই বলিয়া রমেশ পালঙ্কোপরি উপবেশন করিলেন।

সরলা ভূমি-সংলগ্ন দৃষ্টিতে বিষাদিনীর ন্যায় উত্তর করিলেন—রমেশ! সরলার আবার রাজ্য কোথায়?

রমেশ। কেন? সরলার সুকোমল কমল বিনিন্দিত হৃদয়ই রাজ্য?

সরলা। কে বলে সরলার হৃদয় সুকোমল এবং তাহা রাজ্য রূপে অভিহিত হইবার যোগ্য। যদি এই জগৎ সংসারে হতভাগিনী সরলার হৃদয়ই সুকোমল কমল বিনিন্দিত হইবে, তবে লৌহবৎ কঠিন হৃদয় হইবে কার? এত অশান্তি, এত দুঃখ, এত মর্ম্মপীড়া এতাধিক অন্তর্দাহই বা কার হৃদয় সহ্য করিবে? রমেশ! আমার হৃদয় আশা-শূন্য, সুখ-শূন্য, রস-শূন্য—ভয়ানক মরুভূমি, অথবা তা অপেক্ষাও ভীষণতর পদার্থ, মরীচিকাময় মরুভূমিতেও প্রভাকরের কিরণমালা, সুধাংশুর বিমল জ্যোতিঃ, বরষার ধারা এবং শীতের হীমানি পতিত হইয়া এক এক সময় এক এক রূপ শোভা ধারণ করে, কিন্তু আমার হৃদয় মরুভূমে অশ্রুজলই একমাত্র শোভা ও সম্বল।"

এই কথা বলিয়া সরলা বাম করে কপোল সংলগ্ন করিয়া অধোবদনে রহিলেন। নয়নাসারে দুই এক বিন্দু অশ্রুজল দেখা দিল, রমেশ সরলার ঈদৃশ কষ্টকর ভাব অবলোকন করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন—"অকস্মাৎ সরলার প্রতি ঐ রূপ ভাবের কথা বলা আমার যুক্তিসঙ্গত হয় নাই; কেন সরলার সরল হৃদয়ে বেদনা দিলাম, না বুঝিয়া—চিন্তা না করিয়া সহসা এরূপ চপলতা প্রকাশ করা ভাল হয় নাই। এই রূপে আত্মগ্লানি করিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন,

সরলা! আমার চপলতা এবং প্রগল্‌ভতা মাপ কর; আমি অন্যায় করিয়াছি, আর কখনও তোমার সহিত এই ভাবের কোন কথা বলিব না। আজ তোমার দুঃখের কথায় আমার প্রাণে বড় আঘাত লাগিয়াছে, তোমার এক একবিন্দু অশ্রুজলে আমার বক্ষ যেন শতধা বিদীর্ণ হইতেছে। সরলে! তুমি কাঁদিও না।

সরলা রমেশের কথায় আরও ব্যথিতা হইয়া বলিলেন— "রমেশ! সংসারে কাঁদিতে আসিয়াছি, আজীবন কাঁদিব, কাঁদিয়াই অশ্রুজলে দাবানল নির্ব্বাণ করিব। সম্বরণ করিব কি রূপে?"

রমেশ। সরলা! বারবার বলিতেছি ক্রন্দন সম্বরণ কর, তুমি আমাকে দেখিয়া এক দিনও ত কাঁদ না; আজ আমিই কি তোমার ক্রন্দনের মূল হেতু?

সরলা। না রমেশ! তুমি কেন ক্রন্দনের মূল কারণ হইবে? আজ আমার জীবনের সমস্ত দুঃখের কথা এক কালীন স্মরণ হইতেছে। রমেশ! আমি যদি তোমার কথাতেই কাঁদিব তবে আর হৃদয় খুলিয়া দুঃখ কাহিনী ব্যক্ত করিব কেন? তুমি যদি আমার যন্ত্রণারই মূলাধার হইবে, তবে সুখের মূলাধার কে? জগতে সরলার যদি কিছু সুখের সামগ্রী থাকে, তবে সে তোমার সরলতাময় স্নেহ, যদি কিছু হৃদয়-আনন্দ-কর থাকে, তবে সে তোমার লাবণ্যপূর্ণ মুখ-কমল, যদি কিছু প্রাণের শান্তিদায়ক থাকে, তবে তাহা তোমার হৃদয়ের ভালবাসা; কিন্তু রমেশ! আমার আশা মিটিবার নয়, তোমার স্নেহ, তোমার প্রীতি, তোমার মমতা

এবং উদারতার প্রতিদান এ সংসারে থাকিয়া আমা হইতে সম্ভবপর হইবে না। আমি পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিনী, যদি স্বাধীনভাবে উড়িতে পারিতাম তবে আশা মিটিত, কিন্তু—

রমেশ। "কিন্তু" কি সরলা? তবে কি এত দিন নিরাশা-সলিলে ভাসিতেছি? মনের আশা কি তবে মনেই বিলীন হইবে?

সরলা। রমেশ! কেমন করিয়া আশা মিটাইব? পাপ-ময় সংসারে, সমাজ চক্রের দৃঢ় নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত সংসারে কেমন করিয়া আশা মিটিবে? আমরা এক উদ্যানে এক বৃক্ষে একত্র বিকশিত হইয়া শোভা পাই, ঈশ্বরের যেন এরূপ ইচ্ছা নয়, যদি তাই হ'বে, তবে কার সাধ্য তাঁর ইচ্ছায় বাধা দেয়? রমেশ! আশা মিটাইবার আন্দোলন নির্জ্জনে অনেক সময় করিয়াছি, কিন্তু নিরাশা বই স্থির কিছুই হয় নাই। যে দিবস হইতে ভালবাসার সূত্রপাত সেই দিবস হইতে আমার চিন্তারও সঞ্চার। এ পাপ সমাজে থাকিয়া, এ জীবনে আর দাম্পত্যসুখে সুখী হইতে পারিব না—পারিব না বলিয়াই মনকে লৌহবৎ দৃঢ় করিয়াছি। যে দিন একদেশদর্শী হিন্দুসমাজের সুদৃঢ় বন্ধন যাতনা হইতে বিলুপ্ত হইব, অথবা যে দিন এ দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইবে, যে দিন সেই শিবদাতার শিবময় রাজ্যে যাইয়া মিলিব, সেই দিন হয়ত পবিত্র প্রণয়-তরু-শাখে কপোত কপোতিনী সাজিয়া প্রফুল্ল মনে একাসনে বসিব, সেই দিন আশা মিটিবে। নতুবা——"

সরলা আর কথা কহিতে পারিলেন না, রমেশও ধৈর্য্য-

চ্যুত হইলেন। অশ্রুজল দুই একবিন্দু করিয়া ক্রমে বক্ষ-স্থল প্লাবিত করিল, রুমালে অশ্রুজল মোচন করিয়া বলিলেন—সরলে! তুমি যে সমাজ পথের অনুবর্ত্তিনী এত দিন তা স্বপ্নেও ভাবি নাই, সরলা, তুমি পাপ সমাজকে এত ভয় কর কেন?

সরলা। সমাজের ভয় করিতেই ঈশ্বর আমাকে সংসারে রাখিয়াছেন, না করিয়া পরিত্রাণ কিসে? সাধ করিয়া কি ভয় করি? রমেশ! অবলা জাতির নিজের ইচ্ছায় কি পায়? তাতে আবার আমি হত-ভাগিনী অবলা শ্রেণী হ'তে পৃথক দলভুক্তা, সম্পূর্ণরূপে সমাজের পদতলে;যদি তাই না হইবে,তবে মনের আশা না মিটাইয়া যন্ত্রণানলে দগ্ধ হইব কেন? তুমি আমি সমাজকে ভয় না করিতে পারি, কিন্তু আত্মীয় স্বজন কেমন করিয়া সমাজ-বন্ধন ছিন্ন করিবে? যদিও এ সংসারে দাদাই আমার একমাত্র আশ্রয় ও সহায় তবু ভাবিয়া পাই না, দাদা কিরূপে ইহাতে সম্মত হইবেন? কি প্রকারে সমাজের নিদারুণ অত্যাচার সহ্য করিবেন? সমাজ-পীড়ন ভয়ে তিনি কদাচ আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হইবেন না। বিশেষ আমার সুখ সুবিধার জন্য দাদা সমাজের পদতলে দলিত হন, ইহা আমার অভিপ্রেত নহে, সুতরাং কষ্টই এখন হৃদয়ের সার করিয়াছি, কষ্টেই সুখ,—কষ্ট নিয়াই মরিব। আমার আবার সুখের আশা? রমেশ! তোমাকে প্রাণের সহিত বলিতেছি, তুমি এবৃথা আশা পরিত্যাগ কর, কেন ভাবি-আশায় জীবনের সমস্ত সুখ বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইয়াছ?

রমেশ। সরলে! তোমার দাদার অনুমতি পাইলেই ত তোমার সকল আশঙ্কা বিদূরিত হয়? দাদার মত হয়, কি না হয়, এইত তোমার চিন্তার মূলীভূত কারণ? তবে চিন্তা করিও না, নিশ্চিন্ত মনে মঙ্গলময়ের মঙ্গলইচ্ছার বশবর্ত্তিনী হও; সর্ব্বদা সৎ পুস্তক পাঠ কর। দেখি শিবময়ের শিবময় বিশ্বে মনের আশা মিটে কি না। তোমার দাদার মত যতদূর জানি, তোমার সুখের জন্য তিনি সমাজ-চ্যুত হইতে এখনি প্রস্তত। এই বলিয়া রমেশ প্রস্থান করিলেন।

মার্ত্তণ্ড-কর-প্রপীড়িত পিপাসিত পথিক প্রকাণ্ড মরুভূমিতে চলিতে চলিতে জীবন রক্ষক জীবন দর্শনে এবং পথভ্রান্ত পথিক মেঘাচ্ছন্ন রজনীতে বিদ্যুতের ছটা এবং তদালোকে লোকালয় দর্শনে যতদূর না সুখানুভব করে, সরলা রমেশের শেষোক্ত কয়েকটী কথায় তদপেক্ষা অধিকতর প্রীতিলাভ করিলেন; এবং আশা-উৎফুল্ল হৃদয়ে বিরাম-দায়িনী চিন্তাহারিণী নিদ্রাদেবীর কোমল ক্রোড়ে অঙ্গ ঢালিয়া নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। ক্ষণেকের তরে হৃদয়ের সমস্ত যন্ত্রণা সমস্ত পরিতাপ বিস্মৃতিনীরে ডুবিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পাপী সমক্ষে।

'————Bear welcome in your eyes, your hand your tongue look like the innocent flower.
But be the Serpent under it."

—Shakspear.

সুরেন্দ্রনাথ বারাণ্ডায় বসিয়া সমীরণ সেবন করিতেছিল, তাঁহার মূর্ত্তি গম্ভীর অথচ চিন্তা-ব্যঞ্জক। সম্মুখে পৃথক আসনে রমেশ আসীন, রমেশের মূর্ত্তি শান্ত, সুবিশাল নেত্রদ্বয় নীড়ান্বেষণ কারী আকাশ বিহারী বিহঙ্গমগণের ত্রস্তভাব নিরীক্ষণে রত। সময় সময় সুরেন্দ্রনাথের মুখের দিকে তাকাইতেছেন। তাঁহার গম্ভীর ভাব দেখিয়া যেন কিছু বলিতে সাহস পাইতেছেন না, উভয়েই নীরব, কাহারও মুখে কোন কথা নাই, যেন বাক্‌শক্তি হীন, অথবা ভাষানভিজ্ঞ। রমেশ মনে মনে কত কি ভাবিতেছেন, কখনও প্রেমময়ী সরলার শরদিন্দু বিনিন্দিত সুন্দর মুখকমল মানস নেত্রে পুনঃ পুনঃ অবলোকন করিতেছেন, কখনও বা সরলার, সুধামাখা বীণাবিনিন্দিত স্বর, অকৃত্রিম ভালবাসা, কাপট্য রহিত কোমল হৃদয় পট, তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইয়া, অতুলনীয় আনন্দরসে তাঁহাকে ভাসাইতেছে। এদিকে সুরেন্দ্র কি ভাবিতেছেন?—তিনি সংসারের বিচিত্র গতি, আত্মীয় স্বজনের অমানুষিক ক্রিয়াকলাপ, নিজের বর্ত্তমান

অবস্থা, ও ভবিষ্যতে কি ফল হইয়া দাঁড়াইবে, এই সকল আলোচনা করিয়া ঘোর চিন্তা সাগরে নিমগ্ন হইতেছেন।

এই সময় রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক জন প্রৌঢ় বয়স্ক ব্যক্তি যষ্ঠি ঠুকিয়া ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে বারাণ্ডায় প্রবেশ করিলেন।

অভ্যাগত ব্যক্তিকে দেখিবা মাত্র সুরেন্দ্রের মুখে বিরক্তি ভাব পরিলক্ষিত হইল। তিনি স্বীয় মনের ভাব গোপন করিয়া, রামদাসকে যথোচিত অভ্যার্থনা করিয়া বসাইলেন। রামদাস অধিক সময় সেখানে থাকেন, ইহা সুরেন্দ্রের অভিপ্রেত নয়, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাকা! কি জন্য আসিয়াছেন? কোন বিশেষ দরকার আছে কি?"

রামদাস। বাপু সুরেন্দ্র! কিসে তোমার হিতসাধন হইবে তৎপ্রতি আমার সতত বিশেষ দৃষ্টি। হয় ত তুমি না জানিতেও পার, কালীশঙ্কর দাদার সহিত আমার অকপট প্রণয় ছিল। তুমি ছেলে মানুষ তাহার কি বুঝিবে? আহা! দাদা আমাকে প্রাণর তুল্য ভালবাসিতেন, কোন একটী জিনিষ পাইলে অর্দ্ধেক আমাকে পাঠাইয়া দিতেন, তাঁর পরলোক প্রাপ্তিতে আমি মৃতবৎ হইয়া আছি। (সবিষাদে) ও প্রভো! সকলই তোমার ইচ্ছা? তা না হইলে——"

সুরেন্দ্র এই ভূমিকাতে যারপর নাই বিরক্ত হইলেন। এতক্ষণ সহ্য করিয়াছিলেন, আর সহ্য হইল না; কথায় আকস্মিক বাধা জন্মাইয়া বলিলেন—"আঃ—অত বক্‌চেন কেন? আপনার কি প্রয়োজন তাই বলুন, সুদীর্ঘ মুখবন্ধ শুনিতে আমার নিতান্ত অনিচ্ছা। আপনার ন্যায়

হিতৈষী অকৃত্রিম বন্ধু আমার আর ইহ জগতে নাই, ঈশ্বর করুন, আর যেন না হয়——”

রামদাস তৈলাগুনবৎ জ্বলিয়া উঠিলেন, বলিলেন—“কাল্‌কার ছেলে তার মুখে মুখে উত্তর ? বটে ! আমি তোকে কতদূর স্নেহ করি, তাহা তুই কি বুঝিবিরে ? আমি তোর শত্রু ? ভ্রান্ত ! এই পাপে তুই নিশ্চয়ই মজিবি।”

সুরেন্দ্রনাথের আপাদ মস্তক যেন এক কালে শত বৃশ্চিকে দংশন করিতে লাগিল ; কারণ পূর্ব্বের সকল কথা তাঁহার স্মরণ হইল, এই রামদাসই যে তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে, নানা চক্রান্ত জাল বিস্তার করিয়া বিষয় সম্পত্তি স্বায়ত্ত করিয়াছে, একে একে সকল কথা মনে পড়িল। তাই তাহার শূন্যগর্ত্ত কথা শুনিয়া, তিনি আর সম্মান রাখিয়া কথা বলিতে পারিলেন না। আসন হইতে উঠিয়া বলিলেন—“আপনি আমার উপকারী খুল্লতাতই বটে। যিনি আমার পিতার মৃত্যু ঘটনা সংঘটিত হইলেই সর্ব্বস্ব স্বায়ত্ত করিলেন, যিনি আমাদিগকে নিঃসম্বল করিয়া অবশেষে গোপনে জীবনের প্রতি পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, বলিতে কি, যিনি চিকিৎসকের সহিত এক পরামর্শ-বদ্ধ হইয়া আমার জননীর নিধন সাধন করিলেন, সেই অর্থ লিপ্সু নীচাশয় পাষণ্ড রামদাস—আমার মহামান্য খুল্লতাত !—আমার পিতার অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন এবং তাঁহার অবর্ত্তমানে, আমার হিতৈষী সুহৃদই বটে ! শুনুন, যদিও সে সময় তত বুঝিতাম না, কিন্তু আমার কিছুই জানিতে বাকি নাই ; আপনার ন্যায় হিতাকঙ্ক্ষী খুল্ল-

তাত যদি আমার বাড়ীর সীমায় পদার্পণ না করেন, তাহা হইলে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ হই—”

এই বলিয়া সুরেন্দ্রনাথ স্থানান্তরে যাওয়ার উপক্রম করিলে, রামদাস সুরেন্দ্রনাথের বসনাগ্র ধরিয়া বলিলেন, “আমাকে আজ তুই যে অপমানী করিলি, এর সমুচিত প্রতিফল পাইবি। ওরে নির্ব্বোধ উদ্ধত বালক! আমার কি কিছু জানিতে বাকি আছে? অচিরাৎ, তুই, সমাজ চ্যুত হবি, তোকে দূরে থাক, কেহ তোর ছায়া মাত্র স্পর্শ করিবে না, শুনিয়াছি তুই তোর বিধবা ভগ্নিকে পুনর্ব্বার বিবাহ দিবার মনস্থ করিয়াছিস্। দেখ! তোর গোপন বিষয় কিছুই জানিতে বাকি নাই।

সুরেন্দ্রনাথ দৃঢ় ভাবে বলিলেন—“কি ক’রে জানলেন?”

রামদাস। জানিলাম কি ক’রে, অতদূর প্রশ্ন ক’রে আবশ্যক নাই, এই যে তোর সমশ্রেণীভুক্ত ছোকরাটা;—এই না তোর বারবিলাসিনী ভগিনীর ত্রাণ কর্ত্তা?”

ক্রোধানলে সুরেন্দ্রের আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। শিরায়২, ধমনীতে ধমনীতে যেন রক্ত প্রবাহ দ্বিগুণবেগে বহিতে লাগিল। হস্তদ্বয় দৃঢ় মুষ্টি ধারণ করিল। রাগ প্রশমিত করিবার নিমিত্ত, বারংবার অধর দংশন করিতে লাগিলেন। বিন্যস্ত কেশরাশি হস্তে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। আর সহ্য করিতে না পারিয়া জলদ গম্ভীরস্বরে, আকাশমার্গ বিদীর্ণ করিয়া, রামদাসকে বলিতে লাগিলেন—“আমি কাপুরুষ নই যে মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিব। আমার বালবিধবা ভগ্নীকে পুনর্ব্বার বিবাহ দিব, তাহা আমার ইচ্ছা, কাহারও

ক্ষমতা নাই আমার মতের বিরুদ্ধে দ্বিরুক্তি করে। আপনি আমাকে সমাজ-ভয় দেখাইলেন, সমাজ আপনার ন্যায় বিবেক শূন্য হতমূর্খের উপাস্য দেবতা, কিন্তু আমার নিকট তুচ্ছ ক্রীড়া সামগ্রী, যে সমাজের ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, যাহার অনুসরণ করিলে পদে পদে বিপদের আশঙ্কা, এবং যে সমাজের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা আপনার ন্যায় ধর্ম্মদ্বেষী পাষণ্ড, সে সমাজকে আমি তৃণবৎ কি তদপেক্ষাও ক্ষীণতর বিবেচনা করি, তাহার মস্তকে শত সহস্র বার পদাঘাত করি—আর যে কুসংস্কারী, স্বার্থপর দুরাচার, অন্যকে এই সমাজ ভয় দেখাইয়া বশীভূত করিতে চায়, তাহার—উঃ! কি বলিব, তাহার—সেই পর নিন্দুক পাপাশয়ের মস্তকেও আমি সেইরূপ।”

এই বলিয়া সুরেন্দ্রনাথ ভূতলে ভীম পদাঘাত করিলেন, সমস্ত বাড়ী যেন তাঁহার পদভরে কম্পিত হইল। আর অপেক্ষা না করিয়া রামদাসের নিকট হইতে দূরে চলিয়া গেলেন।

রমেশ স্তম্ভীত, নির্ব্বাক!!

রামদাস যখন দেখিল, সুরেন্দ্র তথায় নাই, তখন এই বলিতে বলিতে চলিয়া গেল;—থাক্! এর সমুচিত প্রতিফল আমা হইতেই ফলিবে।

পাঠক! রামদাস শর্ম্মা যে সমাজের অধিনায়ক, সে সমাজকে কি আমরা প্রকৃত সমাজ বলিব? সেই সমাজকি যথার্থ সমাজ পদবাচ্য? যাঁহার ইচ্ছা হয় বলুন, কিন্তু আমার মত সম্পূর্ণ বিপরীত; আমি তদ্রূপ সমাজ পরিত্যাগ করিয়া

অরণ্যবাসী হইতেও প্রস্তুত। সমাজের উদ্দেশ্য কি? ন্যায়ের রাজত্ব বিস্তার করা, সাম্য ও শান্তি বিরাজিত করান, তাই যদি না হইল, যে সমাজে নরহত্যা, ভ্রূণ হত্যা, মিথ্যা প্রবঞ্চনা, পাশব বৃত্তি ইত্যাদি নিত্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত সে সমাজ হইতে দূরে থাকা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। আজ সুরেন্দ্র নাথ রামদাসের সমাজের উপর পদাঘাত করিতে উদ্যত, ইহা দেখিয়া হয়ত কত জনে কত ভাবে, কত কি বলিবেন, কিন্তু একবার যদি ন্যায় চক্ষু বিস্তার করিয়া লক্ষ্য করেন, তবে দেখিবেন রামদাসের সমাজকে কার না পদাঘাত করিতে ইচ্ছা যায়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রতিজ্ঞা।

"সাধিতে প্রতিজ্ঞা যদি হয় প্রয়োজন
উপাড়িব একা নভো নক্ষত্র মণ্ডল"

পলাশির যুদ্ধ।

বেত্রাবতী নদীর পূর্ব্বতট হইতে প্রায় ৩।৪ ক্রোশ দূরে একটী নিবিড় অরণ্য, তথায় সূর্য্যালোক প্রায়ই প্রবেশ পথ পায় না। কেবল মধ্যাহ্ন সময় বনরাজি ভেদ করিয়া দিবাকর অল্পে২ প্রবেশ করে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সময়, কি পূর্ব্বাহ্ণে

কি অপরাহ্ণে, মেটে মেটে যৎসামান্য আলো, যদি কেহ পথভ্রান্ত হইয়া এই দুর্গম অরণ্যে প্রবেশ করে, তবে তাহার পক্ষে ভয়ানক বিপদের আশঙ্কা। কোথাও উন্নত তরুরাজি চির-প্রণয়িনী লতা-বধুর সহিত দৃঢ় প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া হীমাচল সম অচল ভাবে দণ্ডায়মান। কোথাও বা ক্ষুদ্রতম তরুরাজি বায়ুভরে বিকম্পিত। পরাক্রমশালী দিগের উৎপীড়ন আশঙ্কা করিয়াই যেন ভয়ে ম্রিয়মান এবং সতত মস্তক আন্দোলন করিয়া, 'আমি প্রতি যোগী নই' ইহা জ্ঞাপন করিতেছে। হিংস্র জন্তুরও অভাব নাই, মাংসাসী রক্তপিপাসু জন্তুগণ অনবরত পরিভ্রমণ করিতেছে, কখনও বা তাহাদের ভীষণ নাদ অরণ্য বিকম্পিত করিয়া আকাশমার্গে বায়ুর সহিত বিলীন হইয়া যাইতেছে। কোথাও বা শৃগালে শৃগালে, সিংহে সিংহে অথবা সিংহে ব্যাঘ্রে সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া নিঃসহায় তরুলতাকে পদ দলিত করিতেছে। তাহাদের কণ্ঠ নিঃসৃত, ক্রোধ-কম্পিত, গগণ স্পর্শী ভীষণ গর্জ্জন, অরণ্যস্থিত অন্যান্য পশু পক্ষীদিগকে ত্রাসিত করিতেছে। এক স্থানে একটী শৃগাল অরণ্য হইতে বহির্গত হইয়া আমীলিতনেত্রে আকাশ পানে মিটি মিটি চাহিয়া রহিয়াছে, কখনও দশনে গাত্র কণ্ডূয়ন করিতেছে, কখনও লাঙ্গুল দ্বারা মশক তাড়াইতেছে। তাহার সম্মুখেই বৃক্ষোপরি একটী কাক উপবিষ্ট, শৃগালকে উর্দ্ধদৃষ্ট দেখিয়া কা কা রবে যেন বলিল "পৃথিবীতে আর জ্যোতির্ব্বেত্তার (astronomers) অন্ন মিলিবে না, সব মারা পড়িল; যেহেতু এই শিবা পর্য্যন্ত অন্তরীক্ষ পর্য্যবেক্ষণ করি-

তেছে! কি পরিতাপ! কি পরিতাপ!!” শৃগাল কাকের কণ্ঠস্বর শুনিয়া গা ঝাড়া দিয়া উঠিল, বায়স কণ্ঠ-নির্গত পরিহাস বুঝিতে পারিয়াই যেন তার স্বরে চীৎকার আরম্ভ করিল। কাক ভয় পাইয়া শূন্যমার্গে সাঁতার দিল।

সন্ধ্যা আগত প্রায়, এই অপ্রাপ্তসূর্য্যালোক নিবিড় অরণ্য অন্ধকার হইতে অন্ধকারতর হইয়া আসিল। এই সময় অপেক্ষাকৃত একটী পরিষ্কৃত স্থানে, এক খানি কুটীরের সম্মুখদেশে বসিয়া তিনটী লোক কি যেন পরামর্শ করিতেছে, ইহার মধ্যে একটী জটাজুট বিলম্বিত শ্বেত শ্মশ্রুধারী বৃদ্ধ। পরিধানে গেরুয়া বসন, ব্রাহ্মণের যজ্ঞসূত্রের ন্যায়, এক খানি রক্তবর্ণ বস্ত্র লম্বিত রহিয়াছে।

অপর দুই ব্যক্তিও গেরুয়া বসন ধারী, কিন্তু তাহাদের শ্মশ্রু অপক্ক, আবক্ষ লম্বিত, মস্তকে জটা নাই, তার পরিবর্ত্তে, লম্বিত কেশরাশি একত্রীভূত হইয়া সম্মুখদেশে খোপা বান্ধা রহিয়াছে, চক্ষু রক্তবর্ণ দেখিলেই ভয়ের সঞ্চার হয়, নাসিকা প্রশস্ত, ললাটে কুঞ্চিত রেখা।

পাঠক! উক্ত জটাজুট বিলম্বিত বৃদ্ধ, এই ভীষণ অরণ্যে সন্ন্যাসী বলিয়া পরিচিত। আর অপর দুই ব্যক্তি তাহার অনুগত ভৃত্য। একের নাম বীরবল, অপরের নাম নদের চাঁদ।

সন্ন্যাসী বলিতেছেন—“বীরবল! তোমাদের ন্যায় অকর্ম্মণ্য লোক, আমি আর কখনও দেখি নাই; খেয়ে খেয়ে কেবল শরীরটাকেই পুষ্ট কর, কিন্তু কাজের বেলা একটী কার্য্যও সুসাধিত হয় না।

বীরবল গল-লগ্নী-কৃতবাসে বলিল—"দেব! কিজন্য আমাদের প্রতি আজ এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন? আমরা যে প্রাণপণে আপনারই আদেশ পালনে রত।

সন্ন্যাসী। প্রাণপণে আমার আদেশ পালনে তোমরা যে রত, আমি অজ্ঞাত নই এবং তোমাদের বুদ্ধি কৌশল, অথবা শারীরিক বলবীর্য্যও যে বেশ আছে, তাহাও আমি জানি, প্রমাণও অনেক সময় অনেকটা পাইয়াছি, কিন্তু—"

বীরবল। কিন্তু কি দেব? শরীরে সামর্থ্য অদ্যাপি যতদূর বর্ত্তমান আছে তাহার সাহয্যে, আর আপনার অই চরণ প্রসাদে, এ দাস আজও অসাধ্য সাধন করিতে পারে।

সন্ন্যাসী। বীরবল! আমার কথায় দুঃখিত হইও না। বিবেচনা করিয়া দেখ, আজ বৎসরাবধি এই অরণ্যে বাস করিতেছি; আশুতোষ-তোষিণী ত্রিমুণ্ডমালিনী শুম্ভনিশুম্ভ ঘাতিনী অধিষ্ঠাত্রী করাল বদনী আমাকে একটী ষোড়শী যুবতীর সংসর্গে যোগ সাধনা এবং পঞ্চবিংশ বর্ষীয় একটী যুবককে মায়ের সম্মুখে বলিদান করিয়া সেই উত্তপ্ত রুধির-দ্বারা ভবানীর সন্তোষ সাধন করিতে যে আদেশ করিয়াছিলেন, আজও তা আমার অদৃষ্টগুণে সুসম্পন্ন হইল না। এই পাপ-কলুষিত অন্তরাত্মা লইয়া কতকাল নিবিড় অরণ্যে বাস করিব। তোমাদের দ্বারা আমার এই অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না, এইটী বড় কষ্টকর।

বীরবল। প্রভো! স্থির হউন, আমি এই প্রতিজ্ঞা করিলাম, ত্রিপক্ষ মধ্যে এ সকল সংঘটন করিব, আর যদি না পারি, প্রতিজ্ঞাভ্রংশ অপরাধে আত্ম মুণ্ড মা দেবীর

সম্মুখে চ্ছেদন করিতেও কুণ্ঠিত হইব না। তবে ভৃত্যদিগের প্রতি অনুমতি করুন। একবার পদরেণু মস্তকে ধারণ করিয়া কার্য্যসাধনে গমন করি।

সন্ন্যাসী। বীরবল! তোমরাই আমার একমাত্র সহায়, আশীর্ব্বাদ করি, যেন অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

বীরবল সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া নদেরচাঁদকে নিয়া গন্তব্য পথের অনুবর্ত্তী হইল। নদেরচাঁদ পশ্চিমাভিমুখে চলিল, বীরবল বেত্রাবতী গ্রামের অনুসরণে দ্রুতপদবিক্ষেপে চলিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

"Dear Valentine adiu!—"

SHAKSPEAR,

অপরাহ্ণ কালে মরীচিমালী ক্লান্ত কলেবরে ধীরে২ গৃহে ফিরিয়া যাইতেছেন, পতিবিরহ-বিধুরা পদ্মিনী ক্রমেই অভিমান ভরে মস্তক অবনত করিয়া মান করিতে বসিলেন; মীন-গতিবিকম্পিত কুমুদিনী ব্যঙ্গ করিয়া যেন বলিল, 'ও মান কতক্ষণ?' বলি, তিনি দেখা দিতে না দিতেই আবার দেখিব ঐ মুখ খানি প্রফুল্ল।" যে খানে

অকৃত্রিম প্রণয়, সেখানে অবর্ত্তমানেই মান, আর দেখামাত্রেই মানচ্যুতি—হাস্য মুখ।

এই অপরাহ্ণ সময়, বিজয় পুরের স্রোতস্বিনী তটে দুইটী যুবক এবং একটী যুবতী দাঁড়াইয়া কি যেন কথোপ-কথন করিতেছেন, নদী কিনারায় এক খানা তরী সংলগ্ন। মাঝি মাল্লাগণ কেহ দাঁড় বাঁধিতেছে, কেহ পাল সমান করিতেছে, কেহ বা ধুম পান করিতেছে—আর যাহার গাঁজা অভ্যাস আছে, সে দাঁত মুখ খিম্‌টি করিয়া জোরে দম দিতেছে, দমের চোটে কাঁসের বাক্‌স যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। যে আফিন খোর, তার আর কথা নাই, সে হাসি এবং কাসের ধার ধারে না; গুলি পাকাচ্ছে আর টপ্‌ করিয়া গিলিতেছে।

পাঠক! যুবক দ্বয় সুরেন্দ্র নাথ এবং রমেশ, যুবতী সরলা। সুরেন্দ্র নাথ আজ কোন বিশেষ আবশ্যক কার্য্য নিবন্ধন কাঞ্চীপুর যাইতে উদ্যত। সুরেন্দ্র রমেশের হাত ধরিয়া বলিলেন, "ভাই রমেশ! আমি কাঞ্চীপুরে চলিলাম—দেখিও শত্রুর কিন্তু অভাব নাই। পদে পদে বিপদের আশঙ্কা।

রমেশ। কাঞ্চীপুর যাওয়া কতদূর যুক্তি সঙ্গত, একবার বিবেচনা করিয়া দেখিলে ভাল হইত। কারণ যে চিঠি তোমার নিকট আসিয়াছে, তাহা শত্রুর চক্রান্ত বলিয়া আমার বোধ হয়, যদি তাই না হবে, তবে কাঞ্চীপুরে এমন কে আছে যে তোমায় ঐরূপ করিয়া চিঠি লিখিবে? দেখি সুরেণ! চিঠিখানি আমায় আর একবার দেখিতে দাও।"

সুরেন্দ্র পকেট হইতে চিঠি খানি বাহির করিয়া রমেশকে দিলেন। রমেশ পড়িলেন,—

" সুরেণ! পত্র পাওয়া মাত্র এখানে চলিয়া আসিও অন্যথা করিও না, আসিলে তোমার মহদুপকার, না আসিলে তোমারই ক্ষতি—ব্যস্ততা প্রযুক্ত অধিক কিছু লিখিতে পারিলাম না, ইতি।

তোমার কুশলার্থী

কাঞ্চীপুর। অজ্ঞাত বন্ধু।

পত্র পাঠ করিয়া রমেশ বলিলেন;—

" এ চিঠিতে বিশেষ সন্দেহের বিষয় আছে—সুরেণ! তুমি ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখ যাওয়া কর্ত্তব্য কি না—আমার যেন আশুই বিপদ বলিয়া মনে হইতেছে।"—

সুরেন্দ্র। রমেশ! বৃথা বিপদের আশঙ্কা করিয়া কোন কার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকা কর্ত্তব্য নয়। ঈশ্বর যখন যে ভাবে রাখেন সেই ভাবে থাকাই উচিত—বিপদই বা কি হইতে পারে? তোমার কোন আশঙ্কা নাই—

এই সময় নৌকার মধ্য হইতে মাঝি ডাকিয়া বলিল, "বাবু জোয়ার আসিয়াছে।"

সুরেন্দ্র রমেশকে বলিলেন;—

ভাই, আর বিলম্ব করিব না—আমি চলিলাম, তুমি সরলাকে দেখিও।

সরলা ভগ্ন স্বরে বলিলেন;—

দাদা! এরূপ সন্দিগ্ধ স্থলে কি যাওয়া কর্ত্তব্য? সরলা

আর কিছু বলিতে পারিল না। অজস্র অশ্রুবারি তাঁহার গণ্ডে, কণ্ঠে পড়িয়া আবক্ষ প্লাবিত করিল।

সুরেন্দ্র বস্ত্রাগ্রে সরলার চক্ষু মুছিয়া দিয়া বলিলেন ;—

ছি সর! তুমি কাঁদ্‌ছ? আমার জন্য চিন্তা কি? অতি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব—রমেশ রইল, তোমার কোন ভয় নাই, আমি জানি রমেশ তোমাকে প্রাণাধিক ভাল বাসে। পরে রমেশকে বলিলেন ;—

রমেশ! প্রিয়তম! আমি চলিলাম, সরলাকে তুমি স্নেহের চক্ষে দেখিও, সর্ব্বদা সরলার তত্ত্বাবধান করিও—সংসারে সরলা সরলা বলিয়াই আমর দুর্ব্বিসহ চিন্তা, এ চিন্তার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, অনবরত বিদ্যমান। ভাই, নিশাগমে যখন জীবজগৎ নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে অঙ্গ ঢালিয়া সুষুপ্ত হয়, তখনও আমার শান্তি নাই, আমি শান্তি পাই না—স্বর্গীয় শান্তি-রসে মন অভিষিক্ত হয় না। গভীর ত্রিযামায় আমার দুঃখ প্রাণীজগতে কেহই দেখে না, কিন্তু গগণ বিহারী চন্দ্র, অসংখ্য তারকারাজি, মস্তকোপরি থাকিয়া সকলই দেখিতেছে, এ জগতে আমাকে আমার বলিতে কেহই নাই—আমি নিরাশ্রয়, রমেশ! সরলা আমার বড় আদরের ভগ্নি, শৈশবে মাতৃহীনা, মাতৃস্নেহ যে জগতে কত সুখের সামগ্রী, তা আমার স্নেহের সরলা জানিতে পারিল না, সংসারে আসিয়া আমার যত্নেই প্রতিপালিতা ; আহা! কত যত্নে,কত আনন্দে,কত প্রমোদ-প্রমত্ত হইয়া সরলাকে সৎপাত্রস্থ করিয়াছিলাম ; কিন্তু বিধি বিড়ম্বনায়,সরলার অকালে সকল সুখই ফুরাইল। রমেশ! সরলা এখন সকলই

বুঝিতে পারে; সরলা যত দিন বাল-স্বভাবের চপলতা জলে ভাসমান ছিল, ততদিন সেই জলেই ভাসিয়া আনন্দে কত কেলি করিত, সংসারের ধার ধারিত না, ধুলা খেলায়ই দিন কাটাইত। এখন ত সরলা সব বোঝে, ভাই! সরলার যে মনোহর বপু বিচিত্র স্বর্ণাভরণে বিভুষিত থাকিত, সেই অঙ্গ আজ সামান্য তৈল বিহীন, ধুলা ধুসরিত, বিশাল কটাক্ষ, স্বর্গীয় শান্তি উদ্দীপক ছিল, আজ তাহা মাধুর্য্য হীন, যে নয়ন ইন্দিবর তুল্য শোভা পাইত, আজ তাহা অশ্রুজলে ভাসমান। যে আকটিলম্বিত ঘন কৃষ্ণ চিকুরদাম ঋজুভাবে শ্রেণীবদ্ধ থাকিয়া গণ্ড ও কপোলের শোভা সংবর্দ্ধন করিত, আজ তাহা অযত্নে রুক্ষ ভাবাপন্ন। যে সরলার বহুমুল্য বস্ত্রেও তুষ্টি সম্পাদন করিত না, আজ সেই সরলা সামান্য বস্ত্র পরিহিতা—ভিখারিণী—উঃ—ভাইরে! মনে করিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়, ভাগ্যে মা নাই, মা থাকিলে সরলার এই কাঙ্গালিনীর বেশ দর্শন করিয়া নিশ্চয়ই আত্মঘাতিনী হইতেন। আমার কঠিন প্রাণ, তাই এখনও আছে। রমেশ! সরলা যে সংসার পরিত্যক্তা, সরলার সুখরবি যে সমাজ রূপ ভীষণ গিরি-গহ্বরে চিরদিনের তরে অস্তমিত হইয়াছে, এসব সরলার হৃদয়ে যেন সর্ব্বদা জাগরিত। সরলা গৃহের বাহির হয় না, বিরলে বসিয়া থাকে, আজ সরলাকে তোমার হাতে সমর্পণ করিয়া চলিলাম, দেখিও সরলা যেন সারাদিন অশ্রুজলে ভাসে না, আমি এসংসারে সকলই সইতে পারি, শত সহস্র বৃশ্চিক দংশন যাতনাও সহ্য করিতে পারি; কিন্তু সরলার এক বিন্দু অশ্রুজলে, আমি একেবারেই ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়ি;”

এই বলিয়া আবার সরলার প্রতি চাহিলেন, দেখিলেন, সরলা কাঁদিতেছে। চ'খের জল মুছিয়া দিয়া বলিলেন ;—"ভগ্নি ! কাঁদিও না—আমি সত্বরই আসিব। সরলে ! আমি এক মাত্র তোমারই সুখরত্নের অন্বেষণে এত উৎপীড়ন অম্লান বদনে সহ্য করিতেছি। আজ কাল সমাজে আমি একটী কীট সদৃশ। সমাজের ঘৃণা বিষ সাদরে গলাধকরণ করিতেছি, কিন্তু তথাপি আমার এ হৃদয় ক্ষণকালের জন্য বিচলিত নয়, ভগ্নি ! দেখি, সুখ-রত্ন পাই কিনা—তুমি সর্ব্বদা পাঠাভ্যাসে রত থাকিও, জীবনের সার মন্ত্র ভুলিও না, প্রাতে সায়ংকালে, একবার ন্যায়বান পরম পিতা পরমেশ্বরকে হৃদয় খুলিয়া ডাকিও, তাহাতে তোমার যন্ত্রণার অনেক লাঘব হইবে। তিনি মঙ্গলদাতা, তাঁহার ন্যায় দণ্ড নিখিল সংসারে চিরবিদ্যমান।

এই শেষ কথা বলিয়া সরলার চক্ষের জল আবার বসনাঞ্চলে মুছিয়া দিলেন।

মাঝিরা বারংবার চীৎকার করিতে লাগিল, সুরেন্দ্র আর বিলম্ব না করিয়া নৌকারোহণ করিলেন। তরণী ভাসিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বেশ প্রতিহিংসা।

"Vice is a monster of so frightful mien
As to be hated——————"

POPE.

সুরেন্দ্রনাথকে নিয়া নৌকা তীরবেগে ছুটিল, এই সময় সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। এক দণ্ড, দুই দণ্ড, চারি দণ্ড করিয়া, রাত্রি প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াগেল, বিজয়পুর গ্রাম ছাড়িয়া নৌকা অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছে, নদীর দুকুলে প্রকাণ্ড ময়দান, তাহার মধ্যে মধ্যে অনুচ্চঝোপ খদ্যোৎপুঞ্জে সজ্জীকৃত, শৃগালবৃন্দ ময়দানে ছুটা ছুটি করিয়া বেড়াইতেছে, সুরেন্দ্র নৌকায় বসিয়া, আকাশ ও নক্ষত্রাদি দেখিতে লাগিলেন, তটস্থ দুই একটি বৃক্ষ নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান, মৃদু বায়ু-কম্পিত পত্র সকল চন্দ্রের বিমলালোকে এ পাশ ও পাশ করিয়া গড়াইতেছে, চন্দ্ররশ্মি প্রদত্ত জলরাশি ঢেউ খেলিয়া ধাইতেছে, স্রোতস্বিনী যেন, সুধাংশুকে বক্ষে করিয়া প্রেমগীতি গাইতে গাইতে কল কল রবে প্রবাহিত হইতেছে। সুরেন্দ্রনাথের নৌকা শ্বেত পক্ষ বিস্তার করিয়া দ্রুতবেগে চলিতেছে।

সুরেন্দ্রনাথ মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মাঝি! আজ রাতা রাতি কতদূর যেতে পারিবে?

মাঝি উত্তর করিল;—"তা খোদার ইচ্ছা, আমরা

কি করিয়া কহিব ? তখন জানালা বন্দ করিয়া সুরেন্দ্র ভিতরে শয়ন করিলেন।

নৌকা অবিশ্রান্ত চলিতে চলিতে এক বাঁক দুই বাঁক করিয়া অনেক বাঁক চলিয়া আসিলে, মাঝি মাল্লারা দেখিল, দুই খানা ছিপ নৌকা যেন চুপে চুপে সেই দিকে আসিতেছে। তখন একজন মাঝি আর একজনকে জিজ্ঞাসা করিল "ওরে চাচা! ঐ যে দুই খানি নৌকা দ্রুতবেগে এদিকে আসিতেছে, উহারা কে ? এমন চুপে চুপে আসিতেছে কেন ?"

২য়-মা। বোধ হয়, ওরা মাছ ধরিতে আসিয়াছে।

১ম-মা। না চাচা! তুমি যা কেন বলনা, এদের আকার ইঙ্গিত বড় ভাল নয়।

মাঝিরা এইরূপ বাক বিতণ্ডা করিতেছে, এই সময় উক্ত নৌকাদ্বয় তীরবেগে তাহাদের সমীপবর্ত্তী হইলে, নৌকা মধ্যস্থিত একটী লোক জিজ্ঞাসা করিল ;—

"মাঝি! তোদের নৌকা কতদূর যাইবে ?"

"কাঞ্চীপুর"

"নৌকায় কে আছে ?"

"বিজয়পুরের সুরেন্দ্র বাবু"

নৌকাদ্বয়ের মধ্য হইতে আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইল। একজন আর একজনকে বলিল "আর অপেক্ষা কেন ? কার্য্য সমাধা কর"। অমনি প্রায় পঁচিশ জন সশস্ত্র লাঠিয়াল সুরেন্দ্রের নৌকার উপর উঠিল। এখন মাঝিরা বুঝিতে পারিল যে তাহারা ডাকাতের হাতে পড়িয়াছে, আর

রক্ষা নাই! তুই এক জন বিক্রম প্রকাশ করিতে যাইয়া ছিন্ন দেহে নদী গর্ভে নিক্ষিপ্ত হইল। দস্যুগণ একে একে মাঝি মাল্লার হস্ত পদ বন্ধন করিয়া এক পার্শ্বে ফেলিয়া রাখিল; তাহারা ফাঁসী কাষ্ঠারোহী অপরাধীর ন্যায়, থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল এবং চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, 'আল্লা আল্লা' রবে আত্মনাদ করিতে ছিল। সে রোদনধ্বনি বায়ুর সহিত মিশিয়া যেন উর্দ্ধে চলিয়া গেল।

সুরেন্দ্র নাথ সহসা গোলযোগে জাগরিত হইয়া দেখিলেন, সর্ব্বনাশ—ডাকাত পড়িয়াছে, সসব্যস্তে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া বহির্দ্দেশে আসিলেন, অমনি চতুর্দ্দিক হইতে দস্যুগণ ভীমনাদে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। সুরেন্দ্র দেখিলেন, তিনি পঁচিশ জন দস্যু কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত। প্রত্যেকের হস্তে উলঙ্গ কৃপাণ, যমদূত সদৃশ সর্দ্দারগণ তাহাকে ঘেরিয়া ফেলিয়াছে, আর রক্ষানাই এই ভাবিয়া গাত্রাবরণ কোট উন্মুক্ত করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। এই সময় তাহার দৃষ্টি দস্যু দলের মধ্যে একটীর উপর পড়িল, অমনি শিহরিয়া উঠিলেন, দেখিলেন সেই পাপাত্মা রামদাস! ক্রোধবিকম্পিত স্বরে বলিলেন;" রামদাস! তুইনা খুল্লতাত? প্রতিহিংসাকি এই রূপ! সর্ব্বস্বান্ত করিয়াও কি তোর মনের আশা মিটে নাই?

রামদাস বিকট হাস্য করিয়া বলিল, "আজ আর খুড়া, জেঠা, মামায় কাটে না, ভাবিওনা আজ তুমি তোমার বাড়ীতে; তোমার জীবন মৃত্যু আজ এই রামদাস শর্ম্মার ইচ্ছার উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে—আজ দেখিব,

কেমন্ ভীমপদে তরণী বিদীর্ণ করিতে পার—দাম্ভিক যুবক! দুরাত্মন্! এবার আর নিস্তার নাই—এইবার তোর বিধবা ভগ্নিকে আর তার ত্রাণ কর্ত্তা রমেশ ছোকরাটাকে জন্মের মত ভেবে নে, সময় আগত—অধিক বিলম্ব নাই।

পাঠক! সিংহ যেরূপ ব্যাধের শরজালে বদ্ধ হইয়া শক্তি সত্তেও নিঃশক্তি, চেষ্টা সত্তেও নিশ্চেষ্ট হইয়া কেবল আরক্তিম চক্ষে গর্জ্জন করিতে থাকে, সুরেন্দ্র ও আজ সেই-রূপ ভীম গর্জ্জনে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন;

"রামদাস! নৃশংস! আজ এই নিঃসহায় অবস্থায় পড়ি-য়াছি বলিয়া, আমার জীবন মৃত্যু তোর পৈশাচিক ইচ্ছার পরে নির্ভর করিতেছে; আমি মরি, তায় আক্ষেপ নাই—কিন্তু পাপি! একবার নরকের বিভীষিকাময় পাপ মূর্ত্তি স্মরণ কর—ভাবিয়া দেখ দেখি, তোর জীবনে, তুই কোন্ পাপ কার্য্য না করিয়াছিস্, জানিস্ নরাধম! যাঁহার ন্যায় দণ্ড পাপীর মস্তক চুর্ণ করিতে উত্তোলিত, যাঁহার চক্ষু সংসারের নিভৃত স্থানেও প্রদীপ্ত তাঁহার হস্তে একদিন তোর উপ-যুক্ত দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। একবার সেই দিন স্মরণ কর—যে দিন ঈশ্বরের ন্যায় বিচারে, অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া, তুই পূতিগন্ধময় নরকে শাস্তি ভোগ করিবি, আর প্রত্যেক ব্যক্তি তোর দুর্দ্দশা দেখিয়া করতালি দিয়া হাস্য করিবে; রামদাস! সেই দিন কোথা থাকিবে তোর ছলনা—কোথা থাকিবে তোর পর দ্রব্য হরণ, কোথা থাকিবে তোর পৈশা-চিক আচরণ? সেই শেষের দিনে তোর কিছুই থাকিবেনা। নরকুল কলঙ্ক! একবার সেই ভীষণ দৃশ্য স্মরণ কর। আজ

তোর হস্তে আমার মৃত্যু, তজ্জন্য কুণ্ঠিত হইব না, তুই বাহু প্রসারণ করিয়া সাদরে মৃত্যুরাজকে আলিঙ্গন করিব, তোর এই ঘৃণিত কার্য্যের সাক্ষী ঐ গগণ বিহারী শশধর, কোটী কোটী নক্ষত্রপুঞ্জ বিদ্যমান থাকিবে। তাহারা দর্পহারী ন্যায়-বানের ন্যায় বিচার সময়ে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিবে, ঐ রামদাস, ভ্রাতষ্পুত্র বধের অপরাধী। তাই বলি পামর! একবার তুই নিজের পরিণাম মনে কর—”

এই বলিয়া সুরেন্দ্র অচল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, রামদাস উন্মত্ত ভাবে বলিয়া উঠিলেন; সর্দ্দারগণ! সমুচিত শাস্তি বিধান কর, এখনও চাও—”

অমনি পশ্চাৎ দিক হইতে এক ব্যক্তি সুরেন্দ্রনাথের স্কন্ধদেশে আঘাত করিল, শোণিত স্রোত ছুটিল; সুরেন্দ্র স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না; নৌকার উপরি পড়িয়া গেলেন।

রামদাস সুরেন্দ্রের বক্ষোপরি উপবেশন করিয়া বলিল;—

“কেমন? রামদাস শর্ম্মা যেমন কথায় তেম্নি কাজে কি না একবার দেখে লও—”

সুরেন্দ্রনাথ চীৎকার করিয়া বলিলেন;—

“হে অন্তরীক্ষ বাসি! তোমরা একবার দৃষ্টিপাত কর, আমার বিশ্বাস, পাপাত্মার দুষ্কর্ম্মের বিচারের সময় তোমরা সাক্ষ্য প্রদান করিবে—সর্ব্বেশ! দয়াধার! তোমার সৃষ্টি-মধ্যে দুরাচার নৃশংসদিগের এত প্রশ্রয় কেন? বজ্র কাহার জন্য সৃজিত? মেঘে কি আর বজ্র নাই? না পাপীর পাপ

মস্তক স্পর্শ করিতে তাহারাও অশুচি বিবেচনা করে? দয়াময়! উঃ—তুমি কোথায়? তবে না তুমি সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছ? তোমার হস্ত না সর্ব্বদা আমাদের জন্য প্রসারিত? তবে এ সময় কোথা রইলে? একবার দেখা দেও, পাপাত্মার হস্ত হইতে আমায় রক্ষা কর, উঃ! রমেশ! প্রিয়তম! যা বলিয়াছিলে যথার্থই তাই হইল। তোমার কথা কেন শুনিলাম না? তুমি ত বারংবারই নিষেধ করিয়াছিলে, তবে কেন ইচ্ছা পূর্ব্বক বিপদকে আলিঙ্গন করিলাম। সরলে! ভ্রাতৃ বৎসলে! তোমার দাদা আজ অনন্ত কালের জন্য তোমার নিকট বিদায় হয়। আর দেখা হইল না, এ পাপময় সংসারে আর তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইল না। আজ দুরাত্মা রামদাসের হস্তে সকল আশা ফুরাইল; কিন্তু ভগিনি!—সর্ব্বদা মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছার বশবর্ত্তিনী হইয়া সংসারে চলিও—তিনি আমাদের সুখের জন্য—এমন একটী রমণীয় স্থান নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন—যেখানে—বিবাদ, বিসম্বাদ—হিংসা—জিঘাংসা—কিছুই—নাই—যেখানে—রামদাদের ন্যায়—নরাধমের স্থান—হয় না। সেই নিত্যধামে—সেই চিরবসন্ত বিরাজিত স্থানে—আমরা সুখে বাস—করিব—এ স্থানে—হইলনা—চলি—লাম—উঃ—।

ক্রমে সুরেন্দ্রনাথের চৈতন্য লোপ হইয়া আসিল। তিনি অজ্ঞান হইয়া যেন অনন্তকালের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

রামদাস খট্ খট্ করিয়া হাসিয়া বলিল—'সর্দ্দারগণ! আর চাও কি? অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে, আজ টাকা মুট ভরে দেব, এখন দেহটাকে নদীগর্ভে ফেলিয়া দেও।

একজন সর্দ্দার বলিল—"যদি না মরিয়া থাকে ?"

তবে একেবারে দ্বিখণ্ড কর—"

আজ্ঞা প্রাপ্ত মাত্র সর্দ্দার সুরেন্দ্র নাথের দেহ দ্বিখণ্ড করিবার নিমিত্ত তরবারী উত্তোলন করিল, এই সময় 'গুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম, করিয়া পুলিষের নৌকায় ডঙ্কা পড়িল, উত্থিত তরবারি সর্দ্দারের হস্ত স্খলিত হইয়া পড়িল, রামদাস তাড়াতাড়ি সুরেন্দ্রের দেহ জলে ফেলিয়া দ্রুত বেগে পলাইল। সুরেন্দ্রনাথের অচেতন দেহ ভাসিতে ভাসিতে উত্তরাভিমূখে চলিল।

পুলিষের নৌকা আসিয়া চলিয়াগেল—তাহারা এ সকল ব্যাপার কিছুই জানিতে পারিল না।

রামদাস! ধন্য তোমার শিক্ষা!! বেশ প্রতিহিংসা গ্রহণ করিলে—জানিনা তোমার মত প্রতিহিংসাপরবশ কত শত রামদাস এ সংসারে লুকাইত আছে। সুরেন্দ্রনাথ তোমার ভ্রাতষ্পুত্র, এই কি তোমার স্নেহ? এই কি তোমার মমতা? তোমার হৃদয় কি পাশব বৃত্তিদ্বারা গঠিত—উঃ—কি ভয়ানক পাপাচারী, একবার নয়, দুইবার নয়, তোমার চরণে কোটী কোটী বার নমস্কার. ধন্য তুমি !

নবম পরিচ্ছেদ।

হতাশ্বাসে।

"If her chill heart, I can not move,
Why, I will enjoy the very love——"

COWLY.

আজ তিন দিবস হইল পণ্ডিত মহাশয় শৈবলিনীর প্রেম লাভাশায়, নিজের হৃদয়-দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছেন। মনে আশা ও নিরাশার তুমুল সংগ্রামে হৃদয়-ক্ষেত্র ছিন্ন বিছিন্ন হইতেছে। শৈবলিনী আজও কোন উত্তর দিল না, পণ্ডিত মহাশয় এই ভাবিয়া অস্থির হইতেছেন, কখনও আশার মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া শৈবলিনীর পবিত্র প্রণয় লাভ করিতেছেন, আবার পরক্ষণেই অভিলষিত বিষয় দুষ্প্রাপ্য—আশার অতীত বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন। পণ্ডিত মহাশয় একেবারে অধীর হইয়া উঠিলেন, কতরূপ জ্বালা যে তাঁহাকে জ্বালাতন করিতে লাগিল, তার আর ইয়ত্তা নাই, কিন্তু এইবার কি ভাবিয়া যেন তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল, দুই হস্তে চক্ষু চাপিয়া, যাহা হইবে না—তাহাই সম্ভবপর বিবেচনা করিয়া মনে মনে বলিতেছেন।

"আমি যেরূপ শৈবলিনীর জন্য পাগল, শৈবলিনীও আমার জন্য তদপেক্ষা অধিক পাগলিনী, সে সর্ব্বদাই আমাকে দেখিয়া, সর্ব্বদা আমার কথা শুনিয়া, পরিতৃপ্ত

যাহাতে আপনার পত্রের অনুবর্ত্তিনী হইতে পারি। আমি আপনাকে ওরূপ ভালবাসা দান করিতে পারি না, আপনার প্রতি আমার অচলা ভক্তি এবং ভালবাসা আছে, কিন্তু তাহা পিতৃস্থানীয়, সে ভালবাসা তনয়ার ভালবাসা; তনয়া কি কখনও———।"

"আর লিখিতে পারিলাম না; লেখনী বন্ধ হইয়া আসিল, আপনার সহিত আমার শেষ দেখা—গুরুদেব বলিয়া পত্র-খানি স্বহস্তে ছিন্ন করিয়া ভস্মসাৎ করিলাম; নতুবা——"

আপনার কন্যাস্বরূপা

শৈবলিনী।

পত্র পড়িয়া পণ্ডিত মহাশয় বজ্রাহতের ন্যায় বসিয়া রহিলেন, এত আশা এত কল্পনা সমস্ত বিলুপ্ত হইল। ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "শৈবলিনি! আজ তোমার হতভাগ্য পণ্ডিত গৃহত্যাগী বনবাসী হইল—যতদিন বাঁচিবে, তোমাকেই হৃদয়ে অঙ্কিত রাখিবে। এই সংকল্প যদি তুমি কোন দিন আমাকে ভাল নাও বাস, যদি ইহ জীবনে আর দেখা নাও হয়, তথাপি আমি তোমাকে ভাল বাসিব, এবং তোমার সুখের কথা শুনিয়া সুখী হইব। অগাধ বারিধিজলে নিমগ্ন হইয়াও যদি তোমার সুখের কথা শুনি তাহলেও আমার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিবে। আমি চলিলাম—তুমি সুখে থাকিও——"

এই বলিয়া পণ্ডিত মহাশয় গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পণ্ডিত মহাশয়ের ন্যায় প্রেম-প্রমত্ত যুবকদের ঐ দশাই

ঘটে বটে; কিন্তু পণ্ডিত মহাশয়ের প্রণয়-লাভের আশা বড়ই চমৎকার! আর তাও বলি, এই জগৎসংসারে কয় জনের মনের কথা কয় জনে জানে এবং বুঝিতে সক্ষম? আমার মনের কথা আমি বুঝি, আপনার মনের কথা আপনি বুঝেন, পণ্ডিতের মন কিরূপ প্রেমে গঠিত হইয়াছে তাহা কে বুঝিবে। হতে পারে পণ্ডিতের হৃদয় নিঃস্বার্থ প্রেম সলিলে ভাসমান। সংসারে প্রেমধন একরূপ নয়।

দশম পরিচ্ছেদ।

দেবী না মানবী?

> " Com'st thou from heaven, where
> Bliss and solace dwell ?
> Or from the airie cold engendering cost ?"
>
> ——*Singer.*

দিবা দ্বি প্রহর। যৌবনোন্মত্ত সূর্য্যদেব আজ যেন সৃষ্টি নাশ করিতে উদ্যত, তাহার অসহনীয় শরজাল প্রাণীবর্গকে দুর্ব্বার সমরে ঘোরতর রূপে আক্রমণ করিয়াছে, গাভীগণ বৃক্ষ ছায়ায় বিশ্রাম লাভ করিয়া মুখে ফেন উদ্গীরণ করিতেছে, পাখীগণ চঞ্চুপুট পালক মধ্যে লুকাইত করিয়া বসিয়া রহিয়াছে, পতঙ্গশ্রেণী সূর্য্যকিরণে উড়িতেছে, পড়িতেছে, আবার উড়িতেছে, এই রূপ কতই খেলা খেলি-

তেছে, কোথাও মনুষ্যের গমনাগমন নাই, সকলেই ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম লাভ করিতেছে।

সুবর্ণবতী নদীর পশ্চিম তটে মধুপুর নামে গ্রাম আছে। ঐ গ্রামের উত্তর প্রান্তে বৃক্ষ লতার অভ্যন্তরে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একখানি কুটীর দৃষ্ট হয়। কুটীর খানি দেখিলেই যেন ভক্তি রসের আবির্ভাব হইতে থাকে, শান্তি যেন তথায় চিরবিরাজিত; বিচিত্র রাজপ্রাসাদ তুচ্ছ বিবেচনা করিয়া এই কুটীরে বাস করিতেই সাধ জন্মে। কুটীরের অভ্যন্তরে এক খানি পরিষ্কৃত শয্যায় একটী যুবক শায়িত। তাঁহার চক্ষু মুদ্রিত, মুখশ্রীতে কষ্টব্যঞ্জক চিহ্ন পরিলক্ষিত, পার্শ্ব-দেশে একটী পঞ্চদশ বর্ষীয়া যুবতী পাখা হস্তে বাতাস করিতেছেন। যুবতীর অনিন্দ্য বদনে চিন্তারেখা প্রকাশিত, বিশাল নয়নদ্বয়ের স্থির কটাক্ষ যুবকের মুখ মণ্ডলে সংলগ্ন; ঘন কৃষ্ণ অলক-দাম অংশোপরি নিপতিত, কপোল-সংলগ্ন দুই দিকের দুইটী কেশগুচ্ছ দ্বারা পরিণত বক্ষস্থল সমাবৃত। পরিধানে সামান্য বসন। দেহভার বহুমূল্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত নয়, বর্ণ গৌর। শরীর কান্তি কমনীয়, সর্ব্বশরীর পূর্ণ প্রাপ্ত।

কিছু কাল পরে যুবক চক্ষু উন্মীলন করিলেন, এক বার, দুই বার যুবতীর দিকে চাহিলেন, গৃহের চতুর্দ্দিক দেখিলেন, সকলই যেন নূতন!

যুবক আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, তাঁহার মুখমণ্ডলে বিস্ময়ের চিহ্ন প্রকাশ পাইল। যুবকের স্কন্ধদেশে একটী ক্ষত চিহ্ন লক্ষিত হইল, যুবতী একটী ঔষধ সেই স্থানে লেপন

করিয়া দিতেছেন। এই সময় যুবক আবার চক্ষু মেলিলেন—আবার সেই মনোহর দৃশ্য !! একি স্বপ্ন ? না কোন বনদেবীর মায়া জাল ?” যুবক উদাস দৃষ্টি যুবতীর মুখপানে ন্যস্ত করিয়া রাখিলেন, যেন পলক পড়িল না।

যুবকের চেতনা হইয়াছে দেখিয়া যুবতীর মুখ প্রফুল্ল হইল। তিনি একটু সরিয়া লজ্জাবনত মুখে উপবেশন করিলেন।

যুবকের মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন। তিনি অনিমেষ লোচনে যুবতীর দিকেই চাহিয়া রহিয়াছেন, ভাবিতেছেন, ইনি দেবী, না মানবী, না আমার স্বপ্ন ?”

এদিগে যুবতী অবনত মস্তকে উপবিষ্টা। তাহার ইন্দি-বর নেত্রদ্বয় যুবকের মুখপানে ধাইতে চায়, কিন্তু লজ্জা তাহার গতিরোধ করে। ঘোর বিষম সমস্যা !!

উভয়েই নীরব। কাহারও মুখে কোন কথা নাই। কিছু কাল পরে যুবক প্রথম কথা বলিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

“আমি কোথায় ?

যুবতী অতি ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন ঃ—“মধুপুরে”

যুবক একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন ; “মধুপুরে কি করিয়া আসিলাম ?”

যুবতী ভূসংলগ্ন দৃষ্টে বলিলেন, “এক দিন আমার পিতা মহাদেব স্বামী প্রাতঃস্নান করিতে সন্নিহিত সুবর্ণবতী নদীতে গিয়াছিলেন, তথায় আপনাকে চর-দেশে নিপতিত ও মুমূর্ষা-বস্থা প্রাপ্ত দেখিতে পাইয়া, নানা রূপ পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন, তখনও আপনার জীবনের আশা আছে, ভালরূপ

চিকিৎসা করিলে আপনি বাঁচিতে পারিবেন, এই বিবেচনা করিয়া আপনাকে নিয়া আসিলেন। পাঁচ দিবস পর্য্যন্ত আপনি এখানে আছেন, ক্ষত স্থান প্রায় শুষ্ক হইয়াছে, আর ভাবনা নাই —”

যুবতী নীরব হইলেন।

তখন যুবক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, “উঃ—রামদাস! হতভাগ্য! পাষণ্ড রামদাস!!”

যুবতী আগ্রহ সহকারে বলিলেন, “আপনি এখন অন্য কোন চিন্তা হৃদয়ে স্থান দিবেন না।”

যুবক বলিলেন, “আপনি নরদেহধারিণী দেবী?”

যুবতী সলজ্জভাবে নিরুত্তরা।

যুবক। আপনি কি নিয়তই এখানে আছেন?

যুবতী। হাঁ।

যুবক। আপনার এই অমানুষিক স্নেহ, অসীম উদারতার প্রতিদান এই হতভাগ্য হইতে কোন দিন হইবে না।

এই সময় মহাদেব স্বামী আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। মহাদেব স্বামী বৃদ্ধ, বয়স প্রায় সত্তর বৎসর। মস্তকের কেশ, শ্মশ্রু প্রভৃতি পক্ক; দেখিলেই ভক্তির উদ্রেক হয়।

মহাদেব স্বামী যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—“লীলা! যুবক কেমন আছে?”

লীলা। চেতনা হইয়াছে, আজ আর ক্ষতস্থান হইতে রক্ত স্খলিত হয় নাই।

মহাদেব স্বামী যুবকের সন্নিহিত হইয়া শয্যার একপার্শ্বে

বসিলেন। যুবক উঠিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিলেন। মহাদেব স্বামী তাঁহাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন ;—"বৎস! তোমার উঠিবার আবশ্যক করে না। তুমি শয়ন কর।"

যুবক শয়ন করিলেন।

মহা। তোমার নাম কি?

যুবক। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহা। নিবাস?

যুবক। বিজয়পুর।

মহাদেব স্বামী একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন ;—

"যদি তোমার বলিতে কষ্ট বোধ না হয়, তা হ'লে কি রূপে ইদৃশ দুরবস্থায় পতিত হইলে তাহা আমাকে বল।"

সুরেন্দ্রনাথ আদ্যন্ত সকল বৃত্তান্ত মহাদেব স্বামীকে বলিলেন, মহাদেব স্বামী শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আর শুনিতে চাইনা, তুমি এখন ওসব চিন্তা করিয়া মনকে কষ্ট দিও না।" এই বলিয়া মহাদেব স্বামী চলিয়া গেলেন।

সুরেন্দ্রনাথ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া লীলাবতী দেবী কি মানবী, ইহাই চিন্তা করিতে থাকিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

যুবক-যুবতী।

"Doubt thou, the stars are fire;
Doubt that the sun doth move;
Doubt truth to be a liar;
But never doubt I love."

——SHAKESPEARE.

সুরেন্দ্রনাথ, মহাদেব স্বামীর আশ্রমে আজ প্রায় মাসার্দ্ধ কাল বাস করিতেছেন; তাঁহার শরীর সম্পূর্ণরূপে সুস্থ ও সবল হইয়াছে। মহাদেব স্বামী তাঁহাকে নিজের পুত্রবৎ স্নেহ করেন। সর্ব্বদা লীলাবতীর সহিত একত্র থাকাতে তাহাদের উভয়ের মধ্যে অকপট প্রণয় জন্মিয়াছে। সুরেন্দ্র যুবক, লীলাবতী যুবতী, উভয়ই অবিবাহিত। সুরেন্দ্র নাথকে দেখিয়া লীলাবতীর হৃদয়ে প্রণয়-বীজ অঙ্কুরিত হইল। সুরেন্দ্রনাথও এর পূর্ব্বে আর কাহাকেও আত্ম সমর্পণ করেন নাই, এখন লীলাবতীর অসামান্য সৌন্দর্য্য রাশি অবলোকন করিয়া, তাঁহার হৃদয়ের উচ্চভাব ও অসীম ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া, নিজের মন প্রাণ লীলার কোমল করে সমর্পণ করিলেন। যখন মহাদেব স্বামী কুটীর হইতে অন্যত্র গমন করেন, তখন সুরেন্দ্র নাথ ও লীলাবতী একত্রে উপবেশন করিয়া নিজ নিজ মনোভাব বলিতে থাকেন—উভয়েই সুখী।

মহাদেব স্বামী কুটীরে নাই। সুরেন্দ্র নাথ ও লীলাবতী কুটীরের সম্মুখ দেশে উপবিষ্ট, লীলাবতীর দক্ষিণ হস্ত সুরেন্দ্রের হস্ত-বদ্ধ। উভয়ের স্থির সুস্নিগ্ধ কটাক্ষ সংমিলিত। বেলা অবসান হইয়াছে, মলয় মারুত লীলাবতীর সুচিক্কণ কেশদাম নিয়া উড়াইতেছে—অবিন্যস্ত কেশ তাহার ললাট আবরিত করিতেছে, সস্নেহে সুরেন্দ্র নাথ আবার তাহা যথা স্থানে রক্ষা করিতেছেন।

লীলাবতী অনেক ক্ষণ পরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন।

"সুরেণ! তুমি শুনিতে চাও, কিন্তু আজ আমি যাহা বলিব, তাহা বলা দূরে থাকুক, মনে ভাবিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়! ভাবিয়াছিলাম না যে, কোন দিন এমুখ হইতে তোমাকে ঐরূপ কথা বলিতে হইবে, কিন্তু ঈশ্বরের নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন করিবে? সুরেণ! তুমি দুঃখিত হইও না।"

সুরেণ। লীলা! তুমি বল, শুনিবার জন্য আমার বড়ই কৌতুহল জন্মিয়াছে।

লীলা। প্রিয়তম! আজ যাহা বলিব, তাহা সুখদায়ক হইবে না, শুনিলে, তুমি কষ্ট পাইবে, তাই বলিতে, ইচ্ছা হইতেছে না; কিন্তু না বলিয়াও উপায় নাই।

সুরেন্দ্র নাথ লীলাবতীর হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া বলিলেন। "লীলা! যতক্ষণ ওকথা না শুনিব ততক্ষণ আর কিছুতেই শান্তি নাই, আমার বড়ই কষ্ট হইতেছে শীঘ্র বল।

লীলা। শুনিলে হয়ত চিরকালের নিমিত্ত শান্তি বিনষ্ট হইবে, অতএব শুনিয়া কাজ নাই; আমার প্রাণ

থাকিতে আমি কখনও ওরূপ কথা তোমাকে বলিতে পরিব না; তুমি আমাকে মাপকর।

সুরেণ। তোমার হাতে ধরি, লীলা! আমায় বল, আমার মাথা খাও।

লীলা। সুরেণ! তবে হৃদয় প্রস্তুত কর, আমার যাহা বলিবার আছে, তাহা বলিতেছি। এতদিনের এত আশা, এত ভরসা, সব লোপ হইল। আজ পিতা আমাকে প্রাতঃকালে—বেলা প্রায় চারিদণ্ডের সময় ডাকিয়া বলিলেন, "বৎসে। পিতার কথার অবাধ্য হওয়া যে সন্তানের অন্যায় কার্য্য তাহা জান?" আমি কর-যোড়ে বলিলাম,—"তাহা আপনার নিকটই শিক্ষা করিয়াছি। আজ ওকথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন?" পিতা বলিলেন 'কেবলমাত্র যে বলিতেছি তাহা নয়, যদি তুমি কর্ত্তব্য পরায়ণা হও, যদি পিতৃবাক্য অবহেলা করিতে ইচ্ছা না থাকে, তবে আজ আমার একটী কথা শুনিতে হইবে। তিনি বলিলেন।

"লীলা! আমি জানি, তুমি সুরেন্দ্রকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাস, তাহাকে এক দণ্ড না দেখিলে তোমার কষ্ট হয় কিন্তু আজ হইতে তোমাকে—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া লীলাবতী নীরব হইলেন।

সুরেন্দ্র নাথ কম্পিত-স্বরে বলিলেন, "বল, আজ হইতে তোমাকে কি আদেশ করিয়াছেন।"

লীলাবতী পুনর্ব্বার বলিলেন, "তিনি বলিলেন, আজ হইতে তোমার একটী কাজ করিতে হইবে, সুরেন্দ্রকে যাহাতে বিস্মৃত হইতে পার, তার চেষ্টা করিও; কারণ

তাহার সহিত তোমার বিবাহ কোন ক্রমেই হইতে পারে না, আমি বলিলাম 'কেন? সুরেন্দ্র এমন কি অপরাধ করিয়াছে যে এরূপ নিষ্ঠুর আদেশ করিতেছেন?' পিতা কুপিত হইয়া বলিলেন, 'তাহা জানিয়া তোমার কোন আবশ্যক করে না; আমি যাহা আদেশ করিলাম, তাহা তোমায় পালন করিতে হইবে। তোমার জন্য একটী পাত্র সুস্থির করা হইয়াছে, আগামী চতুর্দ্দশীর দিবস তোমাদের বিবাহ হইবে, অতএব তুমি সুরেন্দ্রকে বিস্মৃত হও। তার পর সুরেণ!"—লীলাবতী আবার নীরব।

সুরেন্দ্রনাথের ধৈর্য্যশক্তি লোপ হইয়াছে, বলিলেন;—"লীলা! বল, তারপর কি? এতদুর শুনিয়াছি, আর অবশিষ্টাংশও শুনিব, তার পর এই পাপময় পৃথিবীতে হতভাগার নাম যাহাতে না থাকিতে পারে, তার উপায় বিধান করিব; অতএব শীঘ্র বল।"

লীলা। "তার পর সুরেণ! আমি কি করিয়া আর পিতার কথার অবমাননা করিব? সুতরাং তাহাতেই সম্মতা হইয়াছি; অতএব সুরেণ! আর যেন আমাদের গত বিষয় স্মরণ না থাকে, এ পাপ পৃথিবী আমাদের পবিত্র প্রণয়ের স্থান নহে; তাই আমি হৃদয়কে লৌহবৎ কঠিন করিয়াছি; তাই বলি, সুরেণ! আমাকে বিস্মৃত হইতে চেষ্টা কর, আমি হৃদয়কে অনাসক্ত করিয়াছি, তুমিও তাহা কর;—আরও বলি, আমাদের এখন হইতে এক স্থানে এরূপ বসিয়া থাকা ভাল দেখায় না, অতএব আমার হস্ত পরিত্যাগ কর।"

সুরেন্দ্র লীলাবতীর হস্ত পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন;—

"লীলা! তবে আমি চলিলাম, প্রথমে তোমার পিতার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিব, অমি কিসে তোমাকে লাভ করিবার অনুপযুক্ত; যদি কোন যুক্তি সঙ্গত প্রমাণ তিনি দেখাইতে পারেন, তবে এ দেহ আজ শূন্য হইবে, ইহা আর বৃথা বহন করিব না, অমনি বিনাশ সাধন করিব, আর যদি কোন সন্তোষজনক প্রমাণ না দর্শাইতে পারেন, তবে—লীলা!—তবে কি হইবে বলিতে পারি না—আমি চলিলাম আর বিলম্ব সহ্য হয় না।" এই বলিয়া সুরেন্দ্র নাথ চলিলেন।

লীলা তাহার হস্ত ধারণ করিয়া সহাস্যে বলিলেন—"সুরেণ! স্থির হও, এতক্ষণ কেবল তোমাকে পরীক্ষা করিতে ছিলাম, দেখিলাম, তুমি কি বল, পিতা কখনও ওরূপ আদেশ করিবেন না; আর করিলেও কি আমি তাঁহাতে সম্মতা হইতে পারি? প্রিয়তম! জগৎ শুদ্ধ সমস্ত লোক বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হউক, তথাপি আমাদের অবিচ্ছেদ্য ভালবাসার বিচ্ছেদ-সাধন সম্ভবে না; তবে সুরেণ! কেন কাতর হইতেছ?"

সুরেন্দ্রনাথ চকিতের ন্যায় তাহার মুখের দিকে চাহিলেন, চতুর্দ্দিক অন্ধকার বলিয়া বোধ হইতেছিল, এখন তাহা যেন হাস্যময় হইল, যে পৃথিবীকে পাপময় মনে করিতেছিলেন, তাহা যেন আনন্দ নিকেতন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; বলিলেন;—

"তবে এতটা সময় আমার সঙ্গে কি তামাসা হ'তে ছিল? বেশ শিক্ষা করিয়াছ, তুমি কৌতুক করিতেছিলে, কিন্তু আমার প্রাণ কণ্ঠাগত হইতেছিল।"

লীলাবতী পূর্ব্ববৎ গম্ভীরাকৃতি ধারণ করিয়া বলিলেন, "তোমাকে শান্তনা করিলাম মাত্র; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আমার অন্য একজনকে বিবাহ করিতে হইবে।"

সুরেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন— "আর না, আর কি আমি তোমার ঐ মুখ দেখে ভুলি?

"তা তুমি বিশ্বাস কর আর না কর, তায় আমার কি? আমি কিন্তু আজ হতে—"

সুরেন্দ্রনাথ সহাস্যে লীলাবতীর কপোল চুম্বন করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি লীলাবতী পশ্চাৎ সরিয়া বলিলেন;—"ছি! সুরেণ! এখনও আমাদের বিবাহ হয় নাই, এখন পর্য্যন্ত তোমার ওরূপ কোন অধিকার হয় নাই।"

সুরেন্দ্রনাথ অন্যায় বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—"অবশ্য অন্যায় হইয়াছে।"

এই সময় তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, মহাদেবস্বামী সেই দিকে আসিতেছেন, তখন লীলাবতী কুটিরে প্রবেশ করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

মুক্ত-কণ্ঠে।

" As there comes light from heaven, and words from breath
As there is sense in truth, and truth in virtue,
I am affianc'd this man's wife as strongly ;
As words could make up vows ."

——SHAKSPEARE.

সুরেন্দ্রনাথ অপরাহ্লসময় ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছেন, কুটীরে মহাদেব স্বামী ও লীলাবতী বসিয়া আছেন, মহাদেব-স্বামী বেদ পাঠ করিতেছিলেন, সহসা কি মনে পড়িল, অমনি পুস্তক রাখিয়া বলিলেন ;—

"বৎসে! আজ তোমাকে একটী বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি, যদি মুক্তকণ্ঠে উত্তর দেও, তবে জিজ্ঞাসা করি।"

লীলা। অবশ্য বলিব, আপনি যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করুন।"

মহা। বল, লজ্জা করিব না ?

লীলা। না।

মহা। তুমি সুরেন্দ্রনাথকে ভালবাস ?

লীলাবতী নিরুত্তরা, মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন।

মহা। তবে না লজ্জা করিবেনা ? ছি! তোমার এ সব বিষয় লজ্জা করা উচিত নয়, ইহাতে লজ্জা দেখিয়া আমি বড় দুঃখিত হইলাম।

লীলাবতী অতি ধীরস্বরে বলিলেন; "হাঁ—"

মহাদেবস্বামী এইরূপ উত্তরে পরিতৃপ্ত হইলেন না, বলিলেন, "ওরূপ বলিলে আমি সন্তুষ্ট হইবনা, স্পষ্ট করিয়া তোমার মনোগত ভাব আমাকে বলিতে হইবে, আমার নিকট তোমার কোন প্রকার লজ্জা করিবার কারণ নাই; আজ যদি তুমি লজ্জা বশতঃ কিছু না বল, তবে এত কাল কি শিক্ষা করিলে ?"

লীলাবতী মস্তক উত্তোলন করিয়া বলিল, "পিতঃ! সুরেন্দ্রনাথকে আমি ভালবাসি, যেদিন আপনি তাহাকে পাইয়া এখানে আনয়ন করিলেন, সেই দিন, সেই মুহূর্ত্তেই আমার তাহাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা হইয়াছে, সর্ব্বদা তাহার নিকটেই বসিয়া থাকিতে আমার সাধ জন্মিত, ক্রমে ক্রমে সেই ভালবাসা বর্দ্ধিত হইয়া এখন এমন বদ্ধমূল হইয়াছে, যে, যদি উৎপাটন করিতে চাই, তবে হৃদয় বিদীর্ণ হইবে তথাপি উৎপাটিত হইবে না।"

লীলাবতী এই পর্য্যন্ত বলিয়া নীরব হইলেন।

এই সময় সুরেন্দ্রনাথ আসিয়া কুটীরে প্রবেশ করিলেন। লীলাবতী তথা হইতে চলিয়া যাওয়ার উপক্রম করিতেছেন, দেখিয়া মহাদেবস্বামী বলিলেন—"যাইয়া আবশ্যক করে না, তুমি এখানেই বস।"

সুরেন্দ্রনাথ বিশ্রাম লাভ করিলে, মহাদেবস্বামী বলিলেন; "সুরেণ! আমি শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, তোমাদের মধ্যে অকপট ভালবাসা জন্মিয়াছে, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তোমাদের ভালবাসা চিরস্থায়ী হউক। আজ আমার একটী

চিন্তা দূর হইবার উপক্রম হইয়াছে, এতদিন চিন্তা করিতাম কিরূপে লীলাবতীকে সৎপাত্রস্থ করিব। তাহা ঈশ্বরের অনুকম্পায় এতদিনে ঘটিয়াছে, যদি তোমার কোন আপত্তি না থাকে, তবে আগামী পূর্ণিমার দিবস তোমাদের বিবাহ হয়, এই আমার অভিপ্রায়।”

সুরেন্দ্রনাথ সহসা মহাদেব স্বামীর উক্তরূপ কথা শুনিয়া এককালে চমকিত হইলেন। এতদিনের যত আশা, যত ভরসা, আজ বুঝি সফল হইল, এই ভাবিয়া তাঁহার মনে মনে কত যে আনন্দের সঞ্চার হইল, তাহা বর্ণনাতীত। পাঠক যদি কখনও ঐরূপ অবস্থার আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন, তবেই সুরেন্দ্রের বর্ত্তমান মনের অবস্থা বুঝিতে সক্ষম হইবেন; সুরেন্দ্রের কপাল মন্দ নয়, তিনি লীলাবতীকে ভালবাসিয়া তার প্রতিদান পাইলেন। মহাদেব স্বামী যদি লীলাবতীকে প্রদান না করেন, এই আশঙ্কা ছিল, তাহা আর রহিল না, সুরেণ! তুমি কি শুভক্ষণেই বিজয়পুর পরিত্যাগ করিয়াছিলে! রামদাসকে তুমি শত্রু বিবেচনা করিতে পার, কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, সে তোমার উপকারী বন্ধু কি না? যদি তুমি তৎকর্ত্তৃক আহত হইয়া জলে না পড়িতে, তবে আজকার এত আনন্দ তোমার জীবনে ঘটিত কি না সন্দেহ। তবে, সুরেণ! রামদাস তোমার শত্রু কিসে? তুমি হয়ত রামদাসকে শত্রু বিবেচনা করিবে, কিন্তু পাঠকগণের মধ্যে কেহ হয়ত আবার রামদাসের ন্যায় শত্রু পাইতে ইচ্ছা করিতেছেন।

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন ;—"আমার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু আমাকে একটী অনুমতি করিতে হইবে।"

মহা। কি?

সুরেন্দ্র। ইতিমধ্যে আমি একবার বিজয়পুর যাইতে চাই।

মহা। তা যাও—কিন্তু সময় মত আসা চাই।

সুরেন্দ্র। অবশ্য।

মহাদেব স্বামী লীলাবতীকে বলিলেন,—"সন্ধ্যা হইয়াছে, আমি এখন দেবার্চ্চনায় গমন করি, তুমি কুটীরে প্রদীপ দাও—"

মহাদেব স্বামী প্রস্থান করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

তুমি কে?

"কাত্বং কস্যাঽসি সুশ্রোণি কিমর্থঞ্চাগতা বনম্
এবং রূপ গুণোপেতা কুতস্ত্বমসি শোভনে।"

—মহাভারত।

মহাদেব স্বামী ও লীলাবতীর নিকট বিদায় হইয়া সুরেন্দ্রনাথ বিজয়পুর যাত্রা করিলেন, তাহার মন আনন্দ ও উৎসাহে পরিপূর্ণ। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সুরেন্দ্র চলিতে লাগিলেন। সহসা আকাশ

কোণে একটু মেঘ দেখা দিল এবং অত্যল্প সময় মধ্যেই সমস্ত গগণ ঘোর ঘন-ঘটায় সমাচ্ছন্ন হইল; উকি ঝুকি মারিয়া বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল, মুহুর্মুহু বজ্র নিনাদে সুরেন্দ্রনাথের কর্ণ বধির হইতে লাগিল। বায়ু একেবারে বন্ধ—ঝটিকার পূর্ব্ব লক্ষণ।

সুরেন্দ্রনাথ দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন, রজনী সমাগতা। আশ্রয় স্থানও নিকটে নাই—শীঘ্রই ঝটিকা বহিতে লাগিল, বুঝি আজ আর রক্ষা নাই। এক মনে দ্রুত পদে চলিতে লাগিলেন, পদে পদে বাধা পাইতে লাগিলেন, কিন্তু ভ্রুক্ষেপ নাই।

এই সময় সম্মুখদেশে একটা আলো দৃষ্ট হইল, হয়ত আশ্রয় পাইতে পারিবেন আশায় মন শান্ত হইল। আলোক লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন একটা প্রকাণ্ড আম্র বৃক্ষের তলদেশে এক ভীমাকৃতি পুরুষ দণ্ডায়মান, তার সম্মুখে একটা আলো জ্বলিতেছে, সেখানে আশ্রয় স্থান নাই, তথাপি বিজন পথে মনুষ্য দৃষ্টে তাহার মনে সাহস হইল। তিনি অগ্রসর হইলেন।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া সুরেন্দ্রনাথ যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার বিস্ময়ের উদ্রেক হইল, হৃদয় চমকিয়া উঠিল,— দেখিলেন একটী যুবতী ধরা বিলুণ্ঠিতা হইয়া রোদন করিতেছে, আর এক বিকট পুরুষ সেই কোমলাঙ্গ প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, মৃণাল ভুজ যুগল রজ্জু বদ্ধ করিতেছে।

সুরেন্দ্রনাথ পার্শ্ব ঘুরিয়া আম্র বৃক্ষের অন্তরালে যাইলেন, তখন সেই দস্যু ও যুবতীর মধ্যে যেরূপ কথা হইতে ছিল তাহা শুনিতে লাগিলেন।

যুবতী বলিতেছেন;—"একবার ঈশ্বরকে স্মরণ কর, ভাবিয়া দেখ্ একদিন তোর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে; অতএব আমাকে পরিত্যাগ কর।"

দস্যু পরুষ বচনে বলিল—"তোমার নিকট ধর্ম্মোপদেশ শুনিব বলিয়া তোমাকে আনি নাই, যদি আত্ম মঙ্গলার্থিনী হও, তবে চুপ কর, নতুবা মুখ পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া নিতে বাধ্য হইব।"

যুবতী। পাষণ্ড! নিঃসহায় অবলার প্রতি অত্যাচার!! এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? যদি ভাল চাও তবে পাপি আমাকে পরিত্যাগ কর।

দস্যু। পুনঃ পুনঃ বলিতেছি চুপ কর, নতুবা অমঙ্গল ঘটিবে। আমার নিকট রোদন করা আর ঐ আম্র বৃক্ষের নিকট রোদন করা একই ফল; আমায় বিরক্ত না করিয়া, বরং ঐ বৃক্ষের নিকট রোদন কর, দেখ, উহা দ্বারা কি সাহায্য পাইতে পার।

"রে নর-পিশাচ! পাষণ্ড! অবলা রমণীর প্রতি অত্যাচার? স্বকীয় বাহুবল কি দুর্ব্বলার প্রতি প্রকাশ করিবার জন্য ধারণ কর? এই আম্র বৃক্ষই নিঃসহায়া রমণীর সাহায্য করিবে; এই বলিয়া সুরেন্দ্রনাথ দৌড়িয়া আসিয়া দৃঢ় ভাবে সেই দস্যুর বক্ষস্থলে মুষ্ঠাঘাত করিলেন, সে

চীৎকার করিয়া ভূমিতে পতিত হইলে সুরেন্দ্রনাথ তাহার বক্ষোপরি আরোহণ করিয়া বলিলেন ;—

"দুরাচার! সতী রমণীর প্রতি বল প্রকাশ? এখন তার সমুচিত শাস্তি ভোগ কর।" ভীম মুষ্টিতে দস্যুর একটী দন্ত ভগ্ন হইল।

দস্যু চীৎকার করিয়া বলিল, "আমাকে মাপ কর, প্রাণ যায়, মরিলাম যে—"

সুরেন্দ্র। তোমার মত পাপীষ্ঠকে ক্ষমা করা অবিধেয়, মুহুর্ত্ত মধ্যেই প্রাণ হারাইবে, তোমাকে ক্ষমা করিব না, মরিতে প্রস্তুত হও।

দস্যু। তোমার পায় পড়ি।

সুরেন্দ্র। ক্ষমা করিতে পারি যদি সত্য করিয়া বলিতে পার যে, কেন এই ঘৃণিত কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলে।

দস্যু। অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে।

সুরেন্দ্র। তোমার নাম কি?

দস্যু। বীরবল।

সুরেন্দ্র। এবার পরিত্রাণ পাইলে, কিন্তু সাবধান, আর কখনও পাপকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিও না।

সুরেন্দ্রনাথ দস্যুকে পরিত্যাগ করিলেন। দস্যু একবার দুইবার সুরেন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া দৌড়িয়া পলাইল।

দস্যু পলায়ন করিল, সুরেন্দ্রনাথ যুবতীর নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, তিনি বায়ুবিকম্পিত বৃক্ষপত্রের ন্যায় কাঁপিতেছেন। সুরেন্দ্রনাথকে আসিতে দেখিয়া লজ্জায় মুখ নত করিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুন্দরি! যদিও পরিচয় জিজ্ঞাসা করা ভদ্রতার বিরুদ্ধ, যদিও নিতান্ত অন্যায় জানি, তথাপি না জিজ্ঞাসা করিলে চলিবেনা, অতএব আপানার পরিচয় প্রদান করুন। নিরাপদে বাড়ী পৌছিয়া দিয়া আসি।"

যুবতী ধীর স্বরে, বলিলেন, "আপনার নিকট পরিচয় প্রদান করিতে আমার কোনই বাধা নাই, আমার নাম শৈবলিনী, আমি এই বেত্রাবতী গ্রামস্থ রামসুন্দর মুখোপাধ্যায়ের দুহিতা।"

সুরেন্দ্র। এই পাপীষ্ঠের হস্তে কি প্রকারে পাতিতা হইলেন ? পামর যে বিষম দুবৃত্ত।

শৈব। আমি সন্ধ্যার পরে পুষ্করিণী হইতে স্নান করিয়া বাড়ী যাইতে ছিলাম, পথে এই পামর কর্ত্তৃক অবরুদ্ধা হইয়াছি।

সুরেন্দ্র। আপনাকে যে সময় ধরিল, তখন আপনি চীৎকার করিলেন না কেন ?

শৈব। পুষ্করিণীর নিকটে লোক জন কিছু ছিলনা, বিশেষতঃ ভয় হেতু আমার কণ্ঠরোধ হইয়াছিল।

সুরেন্দ্র। উঃ—কি ভয়ানক মেঘ !! শীঘ্র চলুন আপনাকে বাড়ী রাখিয়া আসি, সত্বরই ঝড় আরম্ভ হইবে।

সুরেন্দ্রনাথ রামসুন্দর মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী কোন দিন দেখেন নাই কি প্রকারে চিনিবেন ; শৈবলিনী পথ দেখাইয়া চলিতে লাগিলেন।

ক্রমে অন্ধকারে তাহাদের চলা দুষ্কর হইল, যুবতী প্রতি পদে আঘাত পাইতে লাগিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন "যদি আপত্তি না থাকে, তবে আমার হস্ত ধরিয়া চলুন, নতুবা যাইতে পারিবেন না।"

শৈবলিনী কি প্রকারে অপরিচিত যুবকের হস্ত ধরিয়া চলিবেন? তিনি তাহা পারিলেন না।

খটা খট্, খটা খট্, খটা খট্, ঘড়্-ড়্-অ মেঘ গর্জ্জন, হুস্ হুস্ শব্দে বায়ু বহিতে লাগিল, ভয়ে শৈবলিনীর লজ্জা দূর হইল, তখন তিনি সুরেন্দ্রনাথের হস্ত ধরিয়া চলিতে বাধ্য হইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বিদ্যুচ্ছটা।

"গগণ-গবাক্ষ যেন চকিতে খুলিয়া
অমনি সিরাজ ভয়ে করিছে বন্ধন"

পলাশী যুদ্ধ।

"বাবা! দাদা বাবুকে দিদি ডা'কছে।"

"যা, বানর! দিদি ডা'কছে বুঝি, বল যে মা ডা'কছেন।"

"বাবা! দিদি না, মা।"

রামসুন্দর মুখোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথ বারাণ্ডায় বসিয়া অপরাহ্নে নানাবিধ কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন, এমন সময়

নেপথ্যে ঐরূপ কথা শুনিতে পাইয়া রামসুন্দর মুখোপাধ্যায় সুরেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "তোমাকে বাড়ীর মধ্যে কিজন্য ডাকিতেছে, শুনিয়া আইস।"

সুরেন্দ্রনাথ তথা হইতে উঠিয়া আসিলেন।

এইস্থানে বলা আবশ্যক হইতেছে যে, আজ তিন দিবস পর্য্যন্ত সুরেন্দ্রনাথ রামসুন্দর মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে আছেন। রামসুন্দর মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীর সকলেই তাহাকে যার পর নাই স্নেহ করেন। এই তিন দিবস মধ্যেই তিনি সকলের ভালবাসা পাইয়াছেন, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের অজ্ঞাত সারে এমন একটী কার্য্য হইয়াছে, যাহা তিনি অদ্যাপিও জানিতে পারেন নাই, শৈবলিনী তাঁহার হৃদয় মন মনে মনে সুরেন্দ্রকে বিতরণ করিয়া বসিয়াছেন। সুরেন্দ্রের নিকটে যাইতে তাঁহার লজ্জা করে, সুরেন্দ্রের সাক্ষাতে দাঁড়াইয়া একটী কথাও বলিতে পারেন না, কণ্ঠ আপনা আপনি রুদ্ধ হইয়া আসে, অথচ সর্ব্বদা তাঁহার সুরেন্দ্রকে দেখিতে ইচ্ছা করে, সুরেন্দ্রের কথা শুনিতে ভালবাসেন। কি সর্ব্বনাশ! সুরেন্দ্রনাথ যে আত্ম-হৃদয় লীলাবতীকে দান করিয়া আসিয়াছেন। তিনি কি প্রকারে আর শৈবলিনীকে সন্তুষ্ট করিবেন ? তাহা পারিবেন কি ? কে জানে শৈবলিনীর অদৃষ্টে কি আছে !

সুরেন্দ্রনাথ বাড়ীর মধ্যে আসিলেন, তথায় রামসুন্দর মুখোপাধ্যায়ের সপ্তম বর্ষীয় পুত্র দ্বিজেন্দ্র একটা বিড়ালের সহিত খেলা করিতেছিল। সুরেন্দ্র তথায় যাওয়া মাত্র দ্বিজেন্দ্র দৌড়িয়া আসিয়া বলিল, "দাদা বাবু! দাদা বাবু! তোমাকে দিদি বলিল মা ডাকে।"

সুরেন্দ্র দ্বিজেন্দ্রের হস্ত দুখানি ধরিয়া বলিলেন, "কৈ তোমার দিদি কোথা ?"

দ্বিজেন্দ্র। তুমি আসিতেছ দেখিয়া পলাইয়াছে, তুমি তাহাকে কি রাগ কর, দাদা বাবু ?

সুরেন্দ্র। কৈ আমি ত তোমার দিদিকে কোন দিন রাগ করি নাই।

দ্বিজেন্দ্র। তবে সে তোমাকে ভয় করে কেন ? তুমি তাহাকে অবশ্য রাগ কর।

সুরেন্দ্র। কৈ, না, আমিত কোন দিন তোমার দিদিকে রাগ করি নাই।

দ্বিজেন্দ্র। তোমাকে মা ডাকিতেছে, শীঘ্র শুনিয়া আস, যদি না যাও, তাহা হইলে মা মারিবে।

এই বলিয়া দ্বিজেন্দ্র দৌড়িয়া গেল। সুরেন্দ্র নাথ দেখিলেন গৃহকর্ত্রী তথায় আসিতেছেন। শৈবলিনীর মা সুরেণের নিকটে আসিয়া বলিলেন—"আজ সমস্ত দিনেও তোমাকে একবার দেখিলাম না, সেই সকাল বেলা কখন একবার খেয়েছ, তোমার ক্ষুধা পায় নাই ? তুমি যে আমাদিগকে লজ্জা কর, তাহাতে বড় কষ্ট হয়, আমি ভাবি তোমার যখন ক্ষুধা পাইবে, তখন তুমি চাহিয়া খাইবে, তা তুমি লজ্জায়ই বাঁচনা।"

সুরেন্দ্র কিছু লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "আর লজ্জা করিব না।"

শৈ-মা। তবে কিছু খাও, তোমার ক্ষুধা পেয়েছে।

সুরেন্দ্র। দিন।

গৃহিণী ডাকিয়া বলিলেন "শৈবলিনি! ওখানে যে খাবার রহিয়াছে, তাহা নিয়া আয় মা!"

কিয়ৎকাল পরে শৈবলিনী খাদ্যসামগ্রী আনিয়া মাতার সম্মুখে রাখিলেন। মাতা বলিলেন—"জল কোথা? এক গ্লাস জল নিয়া আয়।"

শৈবলিনী তথা হইতে চলিয়া যাইয়া কতক্ষণ পরে এক গ্লাস জল নিয়া আসিলেন।

শৈ-মা। সুরেণকে দেও।

শৈবলিনী সুরেণের সম্মুখে জল রাখিতে যাইলেন, কিন্তু তাঁহার সম্মুখে যাইতে না যাইতেই হস্ত কম্পিত হইল, গ্লাস হস্ত-চ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল, জল ছড়িয়া পড়িল শৈবলিনী ধীরে ধীরে অপসৃতা হইলেন।

দ্বিজেন্দ্র করতালি দিয়া বলিল, "কেমন দাদাবাবু! বেশ! বেশ! যেমন দিদিকে রাগ কর, তেমন শাস্তি। দিদি পারে নাই, আমি হইলে গ্লাস তোমার মাথায় ফেলিয়া দিতাম, মা! আমি জল আনি?"

সুরেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, তুমি জল আন।"

দ্বিজেন্দ্র দৌড়িয়া জল আনিতে চলিল।

সুরেন্দ্র খাবার খাইয়া, কতক দ্বিজেন্দ্রের জন্য রাখিয়া দিলেন।

এই সময় দ্বিজেন্দ্র দৌড়িয়া আসিয়া বলিল—"মা! দিদি গ্লাস দিলনা।

সুরেন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রের হস্তে খাবার দিয়া বলিলেন—"এখন এই খাও, আমার জল লাগিবে না।"

দ্বিজেন্দ্র আহ্লাদে নাচিয়া নাচিয়া খাবার খাইতে লাগিল।

সুরেন্দ্রনাথ পশ্চাতে দেখিলেন গবাক্ষদিয়া উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় দুইটী চক্ষু জ্বলিতেছে।

চারি চক্ষু মিলিল, নক্ষত্রদ্বয় অদৃশ্য হইল, উন্মুক্ত গবাক্ষ রুদ্ধ হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

দাসী-পদতলে।

"I dare not say I take you, but I give
Me and my service, ever while I live
Into your guiding power———".
———SHAKESPEARE.

সন্ধ্যার প্রাক্‌কাল, সুরেন্দ্রনাথ ভ্রমণ করিতে করিতে, উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। তথায় শৈবলিনী বসিয়া একটী ফুল নখাগ্রে ছিন্ন ছিন্ন করিয়া সরোবরে ভাসাইতেছেন। ফুল সমুদয় ছিন্ন হইল,আর একটী লইলেন, তাহাও ছিঁড়িতে লাগিলেন।

যখন শৈবলিনী এইভাবে বসিয়া আছেন, তখন সুরেন্দ্র তাহার পশ্চাদিক হইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "শৈব-লিনি! একলাটী বসে এখানে কি হচ্ছে?"

শৈবলিনী সহসা সুরেন্দ্রের স্বর শুনিতে পাইয়া শিহরিয়া উঠিলেন, ফিরিয়া চাহিলেন, আনন্দাতিশর্য্যে হৃদয় নাচিয়া

উঠিল, লজ্জায় বদন বিনত হইল। ভাবিলেন "আর এ কষ্ট কতকাল সহ্য করিব? আজ সব বলিয়া ফেলি, সুরেণ কি আমাকে ভাল বাসেনা?" এই ভাবিয়া সুরেন্দ্রকে অবনত মস্তকে বলিলেন, "ঐ বৃক্ষোপরি দুইটী পাপিয়া বসিয়া কত কি কথা বলিতেছিল, তাহাই শুনিতেছিলাম।"

সুরেন্দ্র হাসিলেন, কোন উত্তর করিলেন না।

শৈবলিনী একদৃষ্টে সুরেণকে দেখিতে লাগিলেন; তাহা দেখিয়া সুরেন্দ্র বলিল, "কি দেখিতেছ?"

"তোমাকেই দেখিতেছি।"

"আমাতে কি আজ কোন নূতনত্ব আছে?"

"না।"

"তবে কি জন্য?"

"জানিনা।"

এই সময় সুরেন্দ্র দেখিলেন শৈবলিনীর কপোলদেশে একবিন্দু অশ্রু বারি গড়াইয়া পড়িল, অমনি সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন "একি, তুমি কাঁদছ?"

শৈবলিনী নিরুত্তরা; বসনাঞ্চলে নেত্র পরিমার্জ্জন করিলেন।

সুরেন্দ্র। কেন, শৈবলিনি। তুমি কাঁদছ কেন?

শৈব। কৈ—না।

শৈবলিনী বলিলেন 'কৈ—না' কিন্তু এক ফোটা, দুই ফোটা করিয়া অশ্রুবারি পড়িতে লাগিল, ক্রমে বৃদ্ধি, অজস্র অশ্রুবারি,—শৈবলিনীর বদন কমল ভিজিয়া গেল।

সুরেন্দ্রনাথ যার পর নাই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বলি-

লেন—"তুমি কাঁদনা, কিন্তু এই যে দেখি সব ভিজিয়া গেল, তুমি স্পষ্ট করিয়া বল, কাঁদ কেন?"

শৈবলিনী ভাবিলেন আর চাপিয়া চাপিয়া রাখা যায় না, সব বলিয়া ফেলি, এই ভাবিয়া বলিলেন, "সুরেণ! শুন্‌বে? যদি রাগ কর?"

সুরেন্দ্র। তোমাকে রাগ করিব? এ তোমার নিতান্ত ভ্রম। আমি কি কখনও তোমায় কিছু বলিয়াছি? নির্ভয়ে বল।

শৈবল। তোমার নিকট বলিলে কি আমার হৃদয়ের আগুন নিভিবে?

সুরেন্দ্র। যদি সাধ্যের অতীত না হয়, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

শৈবলিনী কিছু আশ্বস্তা হইয়া বলিলেন; "সুরেণ! যদি কোন ব্যক্তি কাহাকেও ভালবাসে, তবে স্পষ্টভাবে তাহাকে বলা উচিত কি না?"

সুরেন্দ্র। আমার মতে কর্ত্তব্য।

শৈব। সে ব্যক্তি ভালবাসে কিনা তাহা যদি না জানে তবে?

সুরেন্দ্রনাথ ভাবিলেন, শৈবলিনী হয়ত কাহাকেও ভালবাসিয়াছেন, কিন্তু লজ্জা বশতঃ তাহাকে বলিতে পারিতেছে না! বলিলেন—"তবু বলা কর্ত্তব্য, জানিনা আর কাহার কি মত, কিন্তু আমি যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে বলাই ভাল।"

শৈব। যদি সেব্যক্তি ঘৃণা করে, রাগ করে, তবে উপায় সুরেণ! তবে কি হইবে?

সুরেন্দ্র। বোধ করি ইহাতে ঘৃণা অথবা রাগের সঞ্চার হয় না, আর সেই ভয়ে কি মনের কথা চাপিয়া রাখা কর্ত্তব্য? কখন না, হয়ত তাহারও ঐরূপ ভাব হইতে পারে।

শৈবলিনী অধিকতর আশ্বাস পাইলেন; কিন্তু তথাপি বলিতে সাহস হইতেছে না, নীরবে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সুরেন্দ্র। শৈবলিনি! আমাকে উহা জিজ্ঞাসা করিলে কেন?"

শৈবলিনী আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না, সুরেন্দ্র নাথের পদযুগল ধারণ করিয়া বলিলেন—"সুরেণ! হতভাগিণী শৈবলিনীকে তুমি ক্ষমা কর, তোমার পদসেবাকাঙ্ক্ষিণী দাসীর অনুপযুক্তা হইয়া তোমার পবিত্র প্রণয়লাভের আশা করিয়াছি, মনে মনে তোমাকেই হৃদয় মন সমর্পণ করিয়াছি, যাবজ্জীবন তোমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী দাসী হইয়া রহিব, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এ জীবনে আর কাহারও মূর্ত্তি ভাবিব না। কেহ আমার হৃদয়েশ্বর হইতে পারিবে না। সুরেণ! ভাবিয়াছিলাম, এ কথা মনেই রাখিব, কারণ তোমার প্রেমলাভের আমি উপযুক্তা নই, কিন্তু তা আর পারিলাম না, মনের অদম্য জ্বালা নিতান্ত অসহ্য হইয়াছে, তাই আর সহ্য করিতে পারিলাম না। আজ তুমি শুনিতে পাইলে। নিশ্চয় জানিতেছি তুমি আমাকে ঘৃণা করিবে, কিন্তু এইমাত্র তুমি বলিয়াছ যে মুক্তকণ্ঠে বলাই ভাল, তাই আমি সাহসে বুক বাঁধিয়া বলিলাম; নতুবা আমার অন্তরের কথা অন্তরেই রহিয়া যাইত, তুমি জানিতেও পারিতে না।"

শৈবলিনী নীরব হইলেন; অশ্রুজল সুরেন্দ্রের পদযুগল সিক্ত করিতে লাগিল।

সুরেন্দ্রনাথ নির্ব্বাক! চক্ষুদ্বয় স্থির!! মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন, ধীরে ধীরে আপনা আপনি বলিলেন, "একি প্রকৃত ঘটনা!! না স্বপ্ন?"

শৈব। না সুরেণ! স্বপ্ন নয়; এ প্রকৃত ঘটনা; শৈবলিনী—হতভাগিনী, শৈবলিনী তোমার পদতলে—তোমারই প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া উন্মাদিনীর ন্যায় তোমার পদপ্রান্তে লুণ্ঠিতা। সুরেণ! তোমার প্রণয় যাহা দেবী বাঞ্ছিত, তাহা আমি সামান্যা রমণী হইয়া আকাঙ্ক্ষা করিতেছি; তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমি হতভাগিনী, আমার আশা দুরাশা।"

শৈবলিনী সুরেন্দ্রের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া অশ্রুজলে পদদ্বয় সিক্ত করিতে লাগিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

অবরুদ্ধ।

"আমার মাঝারে বাঘে, পাইলে কি কভু,
ছাড়েরে কিরাত তারে? বধিব এখনি,—
অবোধ তেমতি তোরে——————"

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

শৈবলিনী সুরেন্দ্রনাথের পদ যুগল নয়ন জলে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন, সুরেন্দ্রনাথ পদদ্বয় টানিয়া বলিলেন;—

"শৈবলিনি! তুমি অপাত্রে প্রণয় স্থাপন করিয়াছ, আমা হইতে প্রতিদান অসম্ভব।"

শৈব। আমি জানি যে এতদিন দুরাশাকে হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছি, পূর্ব্বেই জানিতাম তোমাকে ইহা বলিলে তুমি হতভাগিনীকে ঘৃণা করিবে, পায় ঠেলিবে, আমি দুর্ভাগিনী, তুমি আমাকে ক্ষমা কর; সুরেণ! একটী ভিক্ষা—ক্ষমা কর, ইহা ব্যতীত অভাগিনী আর কিছুই প্রত্যাশা করে না।"

সুরেন্দ্র। শৈবলিনি! তোমার সহিত আমার দেখা-শুনার এই শেষ, আর কোন দিন দেখা হইবে না; যদি কোন দিন দেখা হয়, তবে তাহা সুখজনক হইবেনা, তাহা অশান্তির নিদান হইবে, তবে দেখা হইবে, যদি কোন দিন আমাকে ভগ্নির চক্ষে দেখিতে পার, যেদিন বুঝিব আর তোমার মনের বর্ত্তমান অবস্থা নাই, যদি ঈশ্বর করেন, তবে সেই দিন দেখা হইবে, আমি এখন বিদায় হই, তুমি আমাকে ভুলিয়া সুখী হইতে চেষ্টা করিও—আমি চলিলাম।

সুরেন্দ্রনাথ চলিলে শৈবলিনী ডাকিয়া বলিলেন—"সুরেণ! একটী কথা—"

সুরেন্দ্র ফিরিলেন, বলিলেন—"কি বলিবে বল—"

শৈব। যখন মৃত্যু আসিয়া আমাকে গ্রহণ করিবে, তার পূর্ব্বে—সুরেণ! তার পূর্ব্বে একবার—

সুরেন্দ্র। যদি তখন আমাকে ভ্রাতার ন্যায় দেখিতে পার তবেই—নতুবা কখনই না।

সুরেন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন। শৈবলিনীর আশা-লতা

ছিন্ন করিয়া সেই রাত্রে—সেই মুহূর্ত্তেই সুরেন্দ্রনাথ বিজয়-পুরে চলিলেন, মনে কত যে কি ভাবিতে লাগিলেন, তার আর অবধি নাই, একবার ভাবিলেন, শৈবলিনীর জনক জননী ত আমাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করেন, তবে তাঁহাদের না বলিয়া যাইব না, আমি ফিরিয়া যাই, আবার ভাবিলেন, সেখানে শৈবলিনীর সহিত অবশ্য সাক্ষাৎ হইবে, অস্থির মনুষ্য-মন, যদি বা পরিবর্ত্তন হয়। তবে কি ফিরিয়া যাইব? না, তাহা হইবে না, আমি এখনই চলিয়া যাইব, আপনার মনে আপনি উদ্দেশ্য পথ অবলম্বন করিয়া চলিলেন।

ক্রমে রজনী অবসান হইয়া আসিল; এক একটী করিয়া নক্ষত্ররাজি আকাশ তলে ডুবিল। পূর্ব্বাকাশ লাল হইয়া উঠিল—পাপীয়া 'পাপ কপাল' বলিয়া ডাকিল। সুরেন্দ্রনাথ ক্লান্ত হইয়া একটী বৃক্ষতলে বসিলেন, প্রভাত সমীরণ আসিয়া তাঁহার শরীর স্পর্শ করিতে লাগিল, সুরেন্দ্রনাথ নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

নিদ্রাবেশে সুরেন্দ্রনাথ স্বপ্ন দেখিতেছেন, যেন, তিনি কোন রমণীয় স্থানে ভ্রমণ করিতেছেন, সম্মুখে এক প্রকাণ্ড পর্ব্বত দণ্ডায়মান, নির্ঝরিণী হইতে কল কল রবে জল স্রোত বহিতেছে, সুরেন্দ্রনাথ তথায় উপবেশন করিলেন। এই সময় তিনি দেখিতে পাইলেন একদল পার্ব্বতীয় উলঙ্গ অসভ্য জাতী লীলাবতীর কেশাকর্ষণ করিয়া নিয়া যাইতেছে, রোরুদ্য-মানা লীলাবতীর সর্ব্বাঙ্গে রুধির ধারা বহিতেছে, সেই শোণিত স্রোত নির্ঝরিণীর সহিত মিশিয়া যেন এক রক্ত নদীর সৃষ্টি করিল, অসভ্যগণ লীলাবতীকে তাহার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া

চলিয়া গেল, সুরেন্দ্রনাথ অমনি সেই নদীতে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন, আর লীলাবতীকে দেখিতে পাইলেন না, এই সময় শৈবলিনী আসিয়া তাঁহাকে নদী হইতে তটদেশে আনিলেন, সুরেন্দ্রনাথ চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন, আর শৈবলিনী নাই কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, নদীর দিকে চাহিলেন, লীলাবতী নাই, অমনি "লীলা! লীলা!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সুরেন্দ্রনাথের নিদ্রা ভাঙ্গিল, চক্ষু উন্মীলন করিলেন। সম্মুখেই মহাদেবস্বামী হেঁট মুখে উপবিষ্ট।

সহসা এই সময় মহাদেব স্বামীকে, তথায় দেখিয়া সুরেন্দ্র চমকিত হইলেন, উঠিয়া বসিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—"পিতঃ! আপনি এখানে?"

মহাদেব স্বামী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, বৎস! ভয়ানক বিপদ উপস্থিত, আজ দুই দিন হইল আর আমার লীলাবতীকে পাই না। অনুসন্ধানে ক্রুটী করি নাই—"

সুরেন্দ্র। কি? লীলাকে পাওয়া যায় না?

মহা। না।

সুরেন্দ্র। উপায়? এখনি পার্ব্বতীয় অসভ্যগণকে সমূলে বিনষ্ট করিব।

মহা। বৎস! ক্ষণেক এই স্থানে অপেক্ষা কর, আমি আসিতেছি।

মহাদেব স্বামী চলিয়া গেলেন, সুরেন্দ্র গভীর চিন্তামগ্ন হইয়া বসিয়া পড়িলেন।

এই সময় পশ্চাদিক হইতে এক বিকট পুরুষ আসিয়া সুরেন্দ্রকে রুদ্ধ করিল, সুরেন্দ্র আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সেই দিকে চাহিলেন, দেখিলেন সেই বীরবল !!

বীরবল ভ্রূকুটী করিয়া বলিল, "কি মহাত্মন! আজ কে রক্ষা করে? সে দিনকার কথা স্মরণ হয় কি?"

সুরেন্দ্র। "দেখ বীরবল! আমার মৃত্যুই শ্রেয়স্কর; কিন্তু আমার প্রাণসমা লীলাবতীকে পাই না, তুমি আমাকে পরিত্যাগ কর, লীলাবতীকে পাইলে, তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করিব, আজ ক্ষমা কর।

বীর। ক্ষমা! তোমাকে ক্ষমা !! হইবেনা, মনে সে আশা করিওনা। আনায় বদ্ধ ব্যাঘ্রকে কে কবে পরিত্যাগ করে? তুমি আমার শত্রু; আজ হাতে পাইয়াছি অবশ্য বিনাশ করিব; তোমাকে ক্ষমা নাই।"

বীরবল সুরেন্দ্রনাথকে বদ্ধ করিয়া লইয়া চলিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

পলায়নে।

"দ্বিরদ রদ নির্ম্মিত গৃহ-দ্বার দিয়া
বাহিরিলা, সুহাসিণী———"

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

সুরেন্দ্র চলিয়া গেলেন। শৈবলিনী একাকিনী বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন—"সংসারের সকল আশা, সকল ভরসার

ত শেষ হইল, তবে আর সংসারে থাকিয়া ফল কি? চির কাল কি এক স্থানে আবদ্ধ থাকিয়া এই আগুনে পুড়িয়া মরিব? সংসার কি আমার নিকট সুখপ্রদ? আমার মত হতভাগিনীর নিকট সংসার বিষময়। তবে আর সংসারে রহিব কেন? বরং একাকিনী বিজন অরণ্যে, পর্ব্বতে, সুরেন্দ্র নাথের নাম করিয়া বেড়াইব, তাহাতেই সুখী হইব; পর্ব্বত বাসী পশু পক্ষীদিগকে আমার দুঃখের কথা কহিব ও কাঁদিব তাহাতেই সুখী হইব। বৃক্ষোপরি লিখিব "সুরেণ", যতদিন দাবানলে বৃক্ষ ভস্মসাৎ না হইবে ততদিন, তাহার গাত্রে স্পষ্টাক্ষরে লেখা রহিবে "সুরেণ", আমি দেখিব, আর কাঁদিব, তাহাতেই সুখী হইব। রজনী সমাগমে তাহারই নাম করিয়া সঙ্গীত ধ্বনি অরণ্যে প্রতিধ্বনিত করিব, আমার সুখ ইহাতেও হইবে; তবে আর সংসারে থাকিব কেন? আমি কে? কেহই নই—তবে মরি? না, তাহা হইলে কি হইবে—তাহাতে সুখ হইবে না। সুখ ত অভাগিণীর কিছুতেই হইবে না, তবে কি করিব? গৃহাশ্রয় ত্যাগ করিয়া অরণ্যা-শ্রয় গ্রহণ করিব, বরং তাহাতে কিঞ্চিৎ শান্তি পাইব।"

শৈবলিনী গৃহত্যাগ করিতে কৃত-সংকল্পা হইলেন। উদ্যান হইতে ধীরে ধীরে বাড়ী আসিলেন। ধীরে ধীরে শয়ন প্রকোষ্ঠের দ্বার উন্মোচন করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন, একে একে বহুমূল্য বসন ভুষণ শরীর হইতে উন্মোচন করিয়া শয্যোপরি রাখিয়া দিলেন, সামান্য বসন পরিধান করিলেন। স্নেহময়ী জননীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন;

"জননি! আজ আপনার শৈবলিনী বিদায় হইল,—চির

দিনের তরে বিদায় হইল—জানিনা আজ যে পথ অবলম্বন করিতেছি তাহার পরিণাম কি হইবে? আপনি আমার অদর্শনে কষ্ট পাইবেন, যাহাতে আপনার কষ্ট হইবে তাহা করিতেছি, এ আমার অকৃতজ্ঞতার কার্য্য হইতেছে, তা মা! কি করিব? চিরকাল আমি অন্তরে পুড়িয়া মরিব, মলিন বদনে বাস করিব, তাহাতে কি আপনার কষ্ট হইবে না? অবশ্য হইবে—তবে চলিলাম, বিবেচনা করিবেন, শৈবলিনী মরিয়াছে।

একটু নীরব হইয়া পিতাকে বলিলেন—

"পিতঃ! প্রণয়-জলধিজলে ঝাঁপ দিয়াছিলাম, রত্ন লাভের আশায় ঝাঁপ দিয়া এখন প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাতে প্রাণ যাদশাপন্ন, অসময়ই সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিলাম। সুখ ভাগ্যে ঘটিল না।"

শৈবলিনী এই বলিয়া আপনার পুস্তকগুলি আলমারি বন্ধ করিয়া রাখিলেন, অনেক দিন হইতে একটী শুক পাখীকে পুষিয়া আসিতেছিলেন, আজ তাহাকে স্বাধীনতা দিতে ইচ্ছা হইল। পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীকে পিঞ্জর-মুক্ত করিয়া হস্তে নিলেন, বলিলেন—"যাও আজ হইতে তুমি স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে পারিবে।"

এত কাল পুষিয়া শৈবলিনী তাহাকে তিনটী কথা মাত্র শিখাইতে পারিয়াছিলেন, কাহারও কথা শুনিলে সে একে একে সেই কথা তিনটী বলিত, এখন শৈবলিনীর কথা শুনিয়া বলিল—"সংসার কি?"

শৈবলিনীর অন্তরে এই কথাটী ধরিল, বলিলেন, কিছুই না, কেবল কষ্টের স্থান!"

পাখী। "খাবি না?"

শৈব। এসংসারের খাওয়া দাওয়ার সব ইচ্ছা ফুরাইল আর না।

পাখী! "দূর পাগলী!"

শৈব। আমি পাগলিনী নয় ত কি?

আর শিক্ষা নাই; পাখী বলিল "সংসার কি?"

"তোর কপাল" বলিয়া শৈবলিনী তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন, সে জাতীয় কণ্ঠরবে উড়িয়া গেল।

শৈবলিনী দ্বারদেশে স্পষ্টাক্ষরে লিখিলেন—

"সব সুখ অন্তরিত; আশা লতা বিশুষ্ক ও ধূলায় লুণ্ঠীত, তবে চলিলাম—".

ধীরে ধীরে দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া বাহির হইলেন। রজনীর বিভীষিকাময় মূর্ত্তি তাহাকে ভয় দেখাইতে পারিল না, তিনি চলিলেন, অনেক দূর যাইয়া একবার বাড়ীর দিকে চাহিলেন, দেখিলেন ধবল অট্টালিকা আবার চলিলেন, আবার ফিরিলেন দেখিলেন ঝাউ গাছ, আবার চলিলেন, আবার ফিরিলেন দেখিলেন অনুচ্চ বৃক্ষরাজি, দ্রুতপদে চলিলেন, অনিশ্চিত পথ অবলম্বন করিলেন। কে জানে কি হইবে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

নিরুপায়।

"and found no way in wandering mazes lost."

—MILTON'S P. L.

বিজয়পুর, অদূরেই সুরেন্দ্রনাথের ভবন, সন্ধ্যা হয় নাই এখনও কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। পাঠক! একবার ঐ দিকে দৃষ্টিপাৎ করুন, সৌধোপরি যেন একটী রমণী মূর্ত্তি বলিয়া বোধ হয়। এ সুন্দরী কে? আর কেহই নন, সরলা।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সরলা ছাদে বসিয়া একটী ছবি দেখিতেছেন, রক্তবর্ণ অধরে হাসি খেলা করিতেছে। পাঠক! ইটী রমেশচন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তি, তাই দেখুন সরলা একাগ্রমনা হইয়া দেখিতেছেন ও নিজের আমোদে মাতিয়া নিজেই হাসিতেছেন, বুঝি বাহ্য জগতের আর কোন বস্তু দেখিতে সরলার স্পৃহা নাই। আমি অথবা আপনি হইলে প্রকৃতির মনোহর সান্ধ্যশোভা ফেলিয়া, তুচ্ছ রমেশের ছবি নিয়া বসিয়া থাকিতাম না। সরলে! তোমার বিচার ক্ষমতা নাই, তাই তুমি রমেশের ছবি দেখিতে ব্যস্ত। ঐ দেখ, আকাশ পটে একটী দুইটী করিয়া কেমন সুন্দর সুন্দর তারা ফুটিতেছে, কেমন ঝক্ মক্ করিয়া জ্বলিতেছে, আবার ও দিকে দেখ তোমার উদ্যান মধ্যে চন্দ্ররশ্মি প্রতিফলিত বৃক্ষ পত্র

সকল হেলিয়া দুলিয়া কেমন সুন্দর দেখাইতেছে; এসব দেখিতে কি তোমার মন চায় না? সরলে! তুমি কেবল রমেশকে নিয়াই ব্যতি ব্যস্ত কেন? এই সময় ক্রমে নিশা সতীর ছায়া, এদিকে ও দিকে পড়িল, যথায় সরলা বসিয়াছিলেন, তথায় পড়িল, সচকিতে সরলা উঠিয়া দাড়াইলেন, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ছবি রাখিয়া দিলেন। এক পার্শ্বে দাড়াইয়া কত কি ভাবিতে লাগিলেন॥

সরলা ছাদের একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া কত কি ভাবিতেছেন, তার সংখ্যা নাই। রমেশ আজ দুই দিন হইল, সুরেন্দ্রনাথের অন্বেষণে গিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ বাড়ী হইতে গিয়াছেন, আর কোন সংবাদ নাই, আবার রমেশ তার অনুসন্ধানে গিয়াছেন, তাঁহারও বা কি হয়, তার নিশ্চয়তা নাই, এই সকল ভাবিয়াই সরলা আকুল।

সহসা সিঁড়ির নিম্নদেশে লোক জনের গোলযোগ শুনিয়া উৎকর্ণা হইলেন—যাহা শুনিলেন, তাহাতে সরলার অন্তস্থল কাঁপিয়া উঠিল, এক ব্যক্তি বলিতেছে ;—

"দেখ না, উপরে নাকি, আর যাবে কোথা ?"

অন্য একজন বলিতেছে ;—

"অন্যের বাড়ীতে কি এই ভাবে প্রবেশ করা কর্ত্তব্য ? যদি বা বিপদে পড়ি ?"

"ভীরু! আজ্ঞা পালন কর। আজ বাধা জন্মাইতে দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই, রমেশ ব্যাটা বাড়ী হইতে কোথায় গিয়াছে—আজ একাকিনী।"

"দেখুন, ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইতে হইবে—'অবলা রমণীর প্রতি অত্যাচার !!"

"নিগর্! ইউ চুপ্রও ড্যাম্, ধর্ম্ম বিষয়ক উপদেশ চাই না, যদি মঙ্গল চাও অন্বেষণ কর।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি আর কোন কথা বলিল না। সরলা দারুণ বিস্ময়ের সহিত কোথা যাইবেন, তাহা ভাবিতে লাগিলেন—এই সময় দুইটী লোক আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। যে ব্যক্তি পশ্চাতে আসিয়াছে, তাহাকে চিনিতে পারিলেন না, কিন্তু অগ্রবর্ত্তীকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন—এই ব্যক্তি রামদাস-তনয় নন্দদুলাল।

সরলার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইলেন, নন্দদুলাল অগ্রসর হইয়া বলিল, 'সরলে! আজ ?"

সরলা নিরুত্তরা—কম্পায়মানা।

নন্দ। "কি, চুপ করিয়া রইলে যে? ছি! ভাই, তুমি বড় বে রসিকা, আঃ—আবার কাঁদছ? আমাকে ভয় কি? আমি যে মানুষ।"

সরলা নিরুত্তর।

নন্দ। সরলে! আহা! তোমার কি সৌন্দর্য্য!—তোমার কোমল কর-স্পর্শে সুখ অনুভব করি। এই বলিয়া (হস্ত ধারণ করিল) আহা! আমি স্বর্গে, অথবা মর্ত্তে? বাঃ—বাঃ—পাপিষ্ট নন্দদুলাল ধৈর্য্য লুপ্ত।

সরলা অধোবদনে বলিলেন,—"দাদা! আপনার এই কাজ? হস্ত পরিত্যাগ করুন।"

নন্দ! ছি, আমি তোমাকে কি করিতেছি সে অত

উতলা হইতেছ? আর দেখত, আমি কেমন সুন্দর? তুমি কেবল রমেশকে ভালবাস—আমার এই রূপের সহিত কি তার তুলনা হইতে পারে? কোথায় রাজা রাজবল্লভ রায় আর কোথায় কেষ্টরাম বৈরাগী। ওকি তুমি যে নীচের দিকেই চাহিয়া রহিলে? একবার আমার দিকে চাও সরলে! দেখ, আমি কেমন সুন্দর।

নন্দ দুলালের সঙ্গি স্বগত বলিল;—

"আহা! বাছার আমার কি রূপ রে!! দেখিলে বমি পায়। কপাল খানিত উচু, ভ্রূযুগল ত হাটের বাচারীঘর, নাসিকাটা চেপ্‌টা কেন? চেপ্‌টারও অতি বৃদ্ধ পিতামহের বাবা—তাহাতেও অত্যুক্তি হয় না, দাঁত গুলিত মূলোর বাজার—তায় ছাতা পড়া!! রাধা মাধব। চিবুক খানা লম্বা, হস্ত পদের অঙ্গুলি গুলি মাংস শূন্য, রাম! রাম! মুখ প্রক্ষালন না করিলে আর শুদ্ধ হইব না।

সরলা অধোবদনে বলিলেন;—"দাদা! লজ্জা করে না? আমাকে এইরূপ অসম্বন্ধ কথা কিরূপে বলিতেছেন?"

নন্দ। ছি সরলে! আমি কি তোমার দাদা? আমি যে দাদার বাবার জামাই, বে রসিকার মত কথা বলিও না। এখন আমার কথা শুন, দাসের প্রতি কৃপা দৃষ্টি কর। তোমার জন্য না করিতে পারি এমন কাজ নাই।

সরলা। তবে আমাকে পরিত্যাগ করুন।

বিকট হাস্য করিয়া নন্দ দুলাল বলিল,—হা—হা—হা প্রিয়তমে! প্রাণেশ্বরি! সব পারি, কিন্তু কেবল "তারে-

না-রে — না” এইটী পারি না। দেখ না তোমাকে কত (লাভ্) করি?”

ঘৃণা, লজ্জা, ক্রোধ, এককালে আসিয়া সরলাকে অবি-ভূত করিল। নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত হইল, পরিণত বক্ষস্থল আরও ফুলিয়া উঠিল, অধর প্রান্ত কাঁপিতে লাগিল, বলি-লেন; “কি, এতদূর আস্পর্দ্ধা? পশু! পশুগণের মধ্যেও মাতৃ ভগিনী বিচার দেখা যায়। তুই তাহা হইতেও নিকৃষ্ট! কুলাঙ্গার—নর পিশাচ! হস্ত পরিত্যাগ কর্”, বলিয়া সজোরে নন্দতুলালের প্রতি পদাঘাত করিলেন, নন্দতুলাল কত দূর যাইয়া পড়িয়া গেল।

সরলা দৌড়িয়া পলাইতে যাইলেন—সম্মুখের দরজা বন্ধ, অন্যদিকে যাইলেন, তথায় সিড়ি নাই, হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল।

“আর কোথায় যাইবে”? এই বলিয়া নন্দতুলাল সরলাকে ধৃত করিয়া নিয়া চলিল।

আর লেখনী ধরিতে ইচ্ছা হয় না,উঃ! কি পাশব অত্যা-চার? কার সহ্য হয়? সরলা আজ নৃশংস পাশব বৃত্তি পরা-য়ন নন্দতুলালের উপভোগ্যা রমণী হইতে চলিল, আজ কোথায় সুরেন্দ্র আর কোথায় রমেশ? কেহ জানিল না, সরলা বিপদ পাতিতা নিরাশ্রয়া।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

ইহাতেও কি অন্যায় নয়?

" Ruin seize that, ruthless king,
Confusion at thy banners wait."

—GRAY.

পাঠক! ঐ যে পশ্বাধম নৃশংস নন্দদুলালের সহিত আর একটী দেখিয়াছেন, হয় ত তাহাকে চিনিতে পারেন নাই, ইনি আমাদের ভূত পূর্ব্ব পণ্ডিত মহাশয়। পণ্ডিত মহাশয় গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যথায় পা চলে তথায় চলিয়া আসিলেন। অনেক দিন অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে বিজয়পুর উপস্থিত হইয়া রামদাসের বাড়ী একটী কার্য্য গ্রহণ করিলেন।

নন্দদুলাল রামদাসের আনন্দ দুলাল। রূপ গুণ পিতার অনুরূপ, উভয়েই পাপপঙ্কে নিমগ্ন। কেবল নন্দদুলাল শৈশব কালে ইংরেজী অধ্যায়ন করিয়া সাহেবী মেজাজ ধারণ করিয়াছেন। ইংরেজী শিক্ষার শেষ সীমা ফাষ্টবুক্ অব্ রিডিং, কিন্তু লেপাফা বেশ দুরস্ত। একটু হইলেই ড্যাম্ ড্যাভিল্ বলিয়া গালাগালি করিত, মস্তকে তৈল মাখা অশিক্ষিত বাঙ্গালির অসভ্যতা ভিন্ন আর কিছুই না, কাজে কাজেই ইংরেজী পড়িয়া মস্তকে তৈল মাখাটা শেষ হইল। যদি কোন ব্যক্তি তার মতের বিরুদ্ধ কোন কথা বলিত তবে "অশিক্ষিত 'ফুলের' কথা শুনিতে চাই না", বলিয়া সেস্থান

পরিত্যাগ করিত। বিজয়পুর শুদ্ধ সমস্ত লোক তাহার ভয়ে ম্রিয়মাণ।

অনেক দিন পর্য্যন্ত পাপাশয়ের পাপ দৃষ্টি সরলার উপর পড়িয়াছে, কিন্তু সুযোগ হয় নাই। সম্প্রতি রমেশ অথবা সুরেন্দ্র কেহই বাড়ী নাই, তাই পামর এই গর্হিত কার্য্য করিতে পারিল।

রামদাস তাহার গুণবান নন্দদুলালকে সঙ্গে করিয়া তাকিয়া ঠেসিয়া বসিয়া আছে, পিতা পুত্র উভয়ের মুখই প্রফুল্ল, যেন দিগ্বিজয় করিয়াছে। রামদাস পুত্রকে কতদূর ক্ষমতাশালী বিবেচনা করিতেছে, তার আর ইয়ত্তা নাই, যেহেতু চিরশত্রু সুরেন্দ্রের ভগিনীকে হরণ করিয়া আনয়ন করিয়াছে। কতদূর বীরত্বের কথা! নিঃসম্বলা রমণীকে নিশাকালে বল পূর্ব্বক হরণ করা, শূরত্বের পরিচয়ই বটে!

রামদাস হাসিতেছে, নন্দদুলালও হাসিতেছে, বোধ হয় যেন কাল পাতিলটা অসময় ফুটিয়া গেল, আউস চা'লের কয়েকটা বড় বড় ভাত আসিয়া যেন ছিদ্রমুখে জমা হইল।

এই সময় পণ্ডিত মহাশয় আসিয়া তথায় উপস্থিত হই-লেন। তাহাকে দেখিবা মাত্র রামদাস হাস্য করিয়া বলিল, "কেমন হে, আমার নন্দ উত্তম কাজ করে নাই?"

পণ্ডিত। বলিতে লজ্জা করে না?

রাম। কেন, কেন? ইহাতে অন্যায় কি?

পণ্ডিত। যে ব্যক্তি অন্যায়াচারী তাহাকে অন্যায় বুঝান বড় সহজ নয়।

রাম। কিসে অন্যায় তাহা তোমার বলিতে হইবে।

পণ্ডিত। মহাশয়! রাগ করিলে কোন উপায় নাই, কিন্তু ভাবিয়া দেখুন দেখি, কাজটা কতদূর গর্হিত? উঃ— ইহাকেও আপনারা অন্যায় বিবেচনা করেন না, তবে আমি আর কি বলিব? এ কার্য্য, লোকত ধর্ম্মত বিরুদ্ধ, কেনা বলিবে? মহাত্মা যিশু বলিয়া গিয়াছেন, "[illegible]", আর আমাদের হিন্দুশাস্ত্রেও ত এসব বিষয় নানা উপদেশ দেখা যায়। মহাশয়! আপনার এই নন্দদুলাল যে রমণীর প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন, তিনি আপনার ভ্রাতৃকন্যা; আর এই সুসভ্য মহোদয়ের ভগিনী; জানিলাম আপনাদের অসাধ্য কোন গর্হিত কার্য্যই নাই; আপনাদের আচার ব্যবহার ঠিক অরণ্যচারী পশুর ন্যায়। পণ্ডিত নীরব হইলেন।

নন্দদুলালের শরীরে ইংরেজ শোণিত প্রবাহিত হইল, আর সহ্য হইল না। চক্ষু রাঙ্গাইয়া, "ইউ ড্যাম! ভ্যারি বোল্ড্", বলিয়া পণ্ডিত মহাশয়কে মুষ্ঠাঘাত করিবার উপক্রম করিল। পণ্ডিত মহাশয় সরোষে বলিলেন, "পাপীর অত্যাচার যতদূর সহ্য করিয়াছি, তাহাই যথেষ্ট, আর সহ্য করিব না। দেখ্ হতভাগা! যদি অধিক আস্ফালন করিস্, তবে পদাঘাতে তোর মস্তক চূর্ণ করিব, নীচাশয়ের স্পর্দ্ধা আর সহ্য হয় না; মৃত্যু আমার প্রার্থনীয়, কিন্তু তোর মত পাষণ্ডের বিনাশ সাধন করিয়া মরিতে পারিলে শ্লাঘার বিষয় মনে করি।"

নন্দ দুলালের সম্মুখের পদ পশ্চাতে পড়িল—আরও পশ্চাদ্ পাদ হইয়া বলিল, "পাজি! আমার বাড়ী হইতে চলিয়া যা, তোকে কার্য্যে রাখা হইবে না, আমার কার্য্যকে কে অন্যায় বলিতে পারে?"

রাম। [illegible] দেখ্ তোর বড় আস্পর্দ্ধা! আমাদের সম্মুখেই আমাদিগকে গালাগালি! কি আশ্চর্য্য! আজই আমার বাড়ী পরিত্যাগ কর্। [illegible]

পণ্ডিত। ক্ষমতা [illegible] যে এই পর্য্যন্ত তাহা জানি। তোমার মত পাষণ্ডের বাড়ী থাকিলে পাপ স্পর্শে। আমি এই মুহূর্ত্তেই চলিয়া যাইতেছি; কিন্তু যদি আত্ম হিত কামনা কর, তবে অবলা বালার প্রতি যেন কোনরূপ অত্যাচার না হয়, সেই দেবীর পদদ্বয় ধারণ করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাও, তিনি ক্ষমা করিবেন,—সাবধান পাপি! আমি চলিলাম, অচিরাৎ তোর সর্ব্বনাশ হইবে, তাহা বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিস্। পণ্ডিত মহাশয় প্রস্থান করিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

আঁধারে বিজলি।

"Lost and be wildered in the fruitless search."

—*Addision's-Cato.*

মধুপুর ও বেত্রাবতী গ্রাম এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী সীমায় রমেশচন্দ্র চিন্তিত মনে আসীন। অদ্যাপিও সুরেন্দ্র নাথের

কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই, প্রথমে কাঞ্চীপুরে গিয়াছিলেন, কিন্তু তথায় কোন অনুসন্ধান পাইলেন না, এখন বিষাদিত মনে এখানে চিন্তা করিতেছেন।

রমেশ চিন্তায় মগ্ন এই সময় একটী নবীনা সন্ন্যাসিনী দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। সন্ন্যাসিনীর আলুলায়িত রুক্ষ কেশরাশি কপোলে বক্ষে পড়িয়া রহিয়াছে। নয়নের চঞ্চল কটাক্ষ, স্পষ্টাক্ষরে রমেশের নিকট কোন বিপদের কথা প্রকাশ করিতে লাগিল। রমেশ এক দৃষ্টে সন্ন্যাসিনীকে দেখিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসিনীর চক্ষুদ্বয় পলক হীন, ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস বহিতেছে, বক্ষঃস্থল কম্পায়মান। তিনি উদ্বেগপূর্ণ স্বরে বলিলেন।

“মহাশয়! আপনি যে কেহ হউন না কেন, পরোপকার করিতে কোন দোষ হইবে না, একটী বিপন্ন নিরাশ্রয় যুবককে রক্ষা করুন।”

রমেশ। উপকার! রক্ষা! কাহার ?

সন্ন্যা। “মহাশয়! সেই বিপন্ন ব্যক্তি আমার কেহই নয়, কিন্তু নিরাশ্রয়ের কষ্ট দেখিয়া কার হৃদয় না গলিয়া যায় ? যদি সাধ্য থাকে একটী যুবককে উদ্ধার করুন, তা না হইলে, শীঘ্র যুবকের ছিন্ন দেহ ভূমিতে লুণ্ঠিত হইবে।”

রমেশ। যুবক! নামকি বলুন দেখি ?

সন্ন্যা। যুবকের নাম সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রমেশের চক্ষু স্থির হইল, মনে দারুণ সন্দেহ হইল

বলিলেন, "স্পষ্ট করিয়া বলুন ব্যাপার কি? প্রাণ দিয়াও উপকার করিতে কুণ্ঠিত হইব না।"

সন্ন্যা। মহাশয়! সম্মুখে ভীষণ অরণ্য আছে, তথায় এক সন্ন্যাসী বাস করে, সেই দুরাশয় নাকি করাল বদনীকে সন্তুষ্ট করিবার মানসে সুরেন্দ্রনাথকে বলি প্রদান করিবে, আগামী অমানিশায় এই কার্য্য সম্পন্ন হইবে, মহাশয়! সত্বর হউন আর দুইদিন বিলম্ব হইলেই সর্ব্বনাশ! উঃ! কি হৃদয় বিদারক ব্যাপার!!

সন্ন্যাসিনী নীরব হইলেন।

রমেশ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন—"উঃ— সুরেণ! অতঃপর কি ইহাই ঘটিল?" দেবি! সত্বর পথ প্রদর্শন করান, আর সহ্য হয় না।

এই সময় পার্শ্বস্থ অরণ্য হইতে কে যেন বজ্র গম্ভীর স্বরে বলিল, "উদ্ধত যুবক! ক্ষমতা নাই যে পদ হইতে পদ মাত্র গমন করিতে পার; এই ভীম গদা তোর জীবন এখনি শেষ করিবে।"

রমেশ চমকিত হইয়া উঠিলেন, চতুর্দ্দিক দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না; বলিলেন, "দেবি! কি আশ্চর্য্য!! এই নিবিড় অরণ্যে এই প্রকার উক্তি কিরূপে সম্ভবে?"

সন্ন্যা। সেই দুরাত্মা সন্ন্যাসীর অনুচর হইবে সন্দেহ নাই।

রমেশচন্দ্র উত্তরী দ্বারা কটী বন্ধন করতঃ বলিলেন, "দেবি! পশ্চাত অনুসরণ করুন।"

সন্ন্যা। "ভয় নাই, আমার জন্য ভয় করিতে হইবে না।

রমেশ। রে দুরাশয়! বন মধ্যে লুকাইত থাকিয়া বড় আস্ফালন করিতেছিস? যদি ক্ষমতা থাকে অগ্রসর হইয়া রমেশের বিনাশ সাধন কর।

বলিতে না বলিতে এক দীর্ঘাকার পুরুষ আসিয়া রমেশের সম্মুখে দাঁড়াইল, হস্তে ভীম গদা, বুঝি একাঘাতেই প্রাণ যাইবে। সে ব্যক্তি বলিল, "মরিতে প্রস্তুত হও, আমি প্রতাপশালী রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবী উত্তরাধিকারী নন্দদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের আজ্ঞানুসারে তোর প্রাণ বিনষ্ট করিব। কিছুতেই রক্ষা নাই।"

রমেশ। ওঃ! এতক্ষণে বুঝিলাম, এই সমুদয় কার চক্রান্ত। দুর্ম্মতি! তোর ভয়ে আমার কেশাগ্রও কম্পিত হইবে না, তোর প্রভুকে সংবাদ দে।

এই সময় নন্দদুলাল ও পাঁচ সাত জন লাঠিয়াল বনান্তরাল হইতে আসিয়া বাহির হইল।

রমেশ দেখিয়া অবাক্ হইলেন, ভাবিলেন—"মৃত্যু ত আসন্ন; উঃ! আর বুঝি সুরেন্দ্রনাথের উদ্ধার হইল না। পাপীর পাপ চক্রান্তে এই বার সর্ব্বস্বান্ত হইল, প্রকাশ্যে বলিলেন,

"রে নরাধম! আমাকে বিনষ্ট করিতে আসিয়াছিস্? তা তোর মনোভিলাষ পূর্ণ হউক, কিন্তু ঐ দেখ ঈশ্বরের ন্যায়দণ্ড মস্তকে উত্তোলিত, অচিরাৎ মস্তক চূর্ণ করিবে, এই অনিত্য সংসারে কত দিন? অতি অল্প দিনের জন্যই আসিয়া

ছিস।" এই বলিয়া একজন লাঠিয়ালের হস্ত হইতে এক লাঠি টানিয়া নিয়া বলিলেন,—

"তবে পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান আজই হউক", এই বলিয়া সজোরে নন্দদুলালের মস্তকে মারিলেন। নন্দদুলাল অচেতন হইয়া পড়িয়া গেল।

চতুর্দ্দিক হইতে সর্দ্দারগণ ভীষণতর বেগে রমেশচন্দ্রকে আক্রমণ করিল। রমেশ সাহসে ভর করিয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন।

পাঠক! একবার সন্ন্যাসিনীর দিকে দৃষ্টিপাত করুন। দেখিলে ভয় হয়, কোমল করে এক ছুরিকা রবি-করে প্রতিফলিত হইতেছে। এক দৃষ্টে রমেশের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন।

রমেশ ক্রমে অবশাঙ্গ হইয়া পড়িলেন। হস্ত পদ ক্রমেই শিথিল হইতে লাগিল। চক্ষু স্বকার্য্য সাধনে অসমর্থ হইল, চীৎকার করিয়া বলিলেন,

"হইল না—মরিলাম— সুরেশ! প্রিয়তম!— তুমিও বাঁচিলে না।"

সন্ন্যাসিনী এতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিলেন। কিন্তু এখন আর তাহা পারিলেন না। যে কণ্ঠ হইতে ইতিপূর্ব্বে সুমিষ্ট স্বর নির্গত হইয়াছিল, সেই কণ্ঠে প্রত্যেকের হৃদয় কাঁপাইয়া বলিলেন;—

"অধর্ম্মাচারি দস্যুগণ ক্ষান্ত হও, নতুবা নরহত্যা পাপে হস্তকে কলঙ্কিত করিতে কুণ্ঠিত হইব না, তোমাদের মঙ্গলের জন্য বলিতেছি ক্ষান্ত হও।"

সন্ন্যাসিনীর কথায় কে কর্ণপাত করিবে? কেহই ক্ষান্ত হইল না; তখন "ঈশ্বর সহায় হও", বলিয়া হস্তস্থিত ছুরিকার আঘাতে তিন জন সর্দ্দারের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিলেন, সে তিন জন ধরাশায়ী হইল। যে কয়েক ব্যক্তি অবশিষ্ট ছিল, তাহারা নন্দদুলালের অচেতন দেহ নিয়া দৌড়িয়া পলাইল।

রমেশ মস্তকে হস্ত দিয়া কিয়ৎ কাল মুদ্রিত নেত্রে বসিয়া রহিলেন, তার পর যখন চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, সন্ন্যাসিনী তথায় নাই, চতুর্দ্দিক অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু আর তাহার দেখা পাইলেন না।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

আমি সেই।

"Oh! grief hath changed me, since you saw me last;
And careful hours with time's deformed hand
Have written strange defeatures in my face;
But tell me yet, dost thou not know my voice?"

—*Shakespeare.*

সন্ন্যাসীর গুপ্ত মন্দিরে সুরেন্দ্রনাথের হস্ত পদ লৌহ শৃঙ্খলাবদ্ধ। আজ অমানিশা, আজ তাঁহার ছিন্ন মস্তক করাল বদনীর খর্পরে শোভিত হইবে, এই সকল ভাবিয়া সুরেন্দ্রনাথ অস্থির হইলেন, দুরাচারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা সহজ নয়; অবশ্য মরিতে হইবে। আজ

কত কথা মনে উদিত হইতেছে— কখনও ভাবিতেছেন, "লীলার উদ্ধার সাধন আমা হইতে হইল না", কখনও ভাবিতেছেন, "এ জীবনে সরলাকে আর দেখিলাম না", কখনও ভাবিতেছেন, কখন্ রাত্রি হইবে, কোন্ সময় তাঁহার এই নরক যন্ত্রণার অবসান হইবে। এইরূপ ভাবনা সমীরণে সুরেন্দ্রের হৃদয় দোদুল্যমান।

দেখিতে দেখিতে বেলা অবসান হইল; সূর্য্যদেব যেন সুরেন্দ্র নাথের জীবন কষ্টের শেষ করিবার জন্যই ছায়ার সহিত অস্তাচল গুহা শায়ী হইলেন। রজনীর গাঢ় অন্ধকার আসিয়া সমস্ত বিশ্বসংসারকে একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিল।

সুরেন্দ্রনাথ চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন, সব অন্ধকার। ভাবিলেন, 'সময় আগত, আর অত্যল্পকাল পাপ সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে, কিন্তু উঃ—লীলা! তোমার কোন সংবাদ পাইয়া যদি আজ মরিতে পারিতাম, তবে আমার মৃত্যুও সুখের হইত, তা পারিলাম না!'

এই সময় একখানা ক্ষুদ্রতম দরজা উন্মুক্ত হইল, সন্ন্যাসীর অনুচর গৃহে প্রবেশ করিল। সুরেন্দ্র সেই দিকে নেত্রপাত করিলেন; দেখিলেন, সেই মূর্ত্তি! সেই বীরবল!! বীরবল নিকটস্থ হইয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, "কোথা?"

স্বর শুনিয়া সুরেন্দ্র কাঁপিয়া উঠিলেন, বলিলেন— "এই যে—সত্বর যাহাতে এ কষ্ট হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি, তদুপায় কর, আর সহ্য হয় না।"

বীরবল কোন কথা না বলিয়া তাঁহাকে নিয়া চলিল,

সুরেন্দ্র বিনা বাক্য ব্যয়ে মৃত্যুরাজকে আলিঙ্গন করিবার জন্য তাহার অনুসরণ করিলেন।

সুরেন্দ্র সন্ন্যাসী সদনে আনীত হইল। সন্ন্যাসী একাগ্র মনে দেবী কাত্যায়নীর পূজা করিতেছেন। সম্মুখে প্রচণ্ড হাড়ি কাঠ, যেন সুরেন্দ্রকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত মুখ ব্যাদন করিয়া রহিয়াছে। দেখিয়া সুরেন্দ্র নাথ সিহরিয়া উঠিলেন।

সন্ন্যাসী পূজা সমাপন করিয়া বীরবলের দিকে চাহিলেন। বীরবল বলিল,—"প্রস্তুত।"

"স্নাত?"

"হাঁ।"

"এ দিকে।"

বীরবল সুরেন্দ্র নাথের হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া সন্ন্যাসীর নিকট আনয়ন করিয়া বলিল, "উপবেশন কর।"

বিনা বাক্য ব্যয়ে সুরেন্দ্র নাথ বসিলেন। হৃদয় কাঁপিল, মস্তক ঘূরিল, চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী যথাবিধি পূজা সমাপন করিয়া বলিলেন;—

"বৎস! তোমার ভয় নাই—তুমি নিজকে সৌভাগ্য-বান বলিয়া বিবেচনা করিতে পার, কারণ আজ তোমাকে করালবদনী গ্রহণ করিবেন!"

বীরবল সুরেন্দ্র নাথের হস্ত ধারণ করিয়া হাড়ি কাঠের নিকট আনয়ন করিল। সুরেন্দ্র অধীর হইলেন, এই বুঝি দীপ নিভিল।

সন্ন্যাসী বলিলেন,—

"বিলম্ব কি? সময় উত্তীর্ণ হয়।"

সুরেন্দ্র এক মনে লীলাবতী, রমেশ, সরলা প্রভৃতিকে ভাবিতে ছিলেন, সহসা সন্ন্যাসীর গম্ভীর স্বর তাঁহার কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইল। বাতাভিহত কদলি পত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন।

(আজ্ঞা প্রাপ্ত মাত্র বীরবল সুরেন্দ্রকে হাড়ি কাঠে বদ্ধ করিল।)

সন্ন্যাসী খড়্গ হস্তে দণ্ডায়মান হইয়া দেবীর সম্মুখে কর-যোড়ে বলিতে লাগিলেন ;—

"দেবি! তোমারই আদেশে, আজ এই নির্দ্দোষী যুবকের প্রাণ বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছি, নরহত্যা জনিত পাপ যেন আমাকে স্পর্শ করিতে না পারে।"

(এই বলিয়া ভীষণ খড়্গ উত্তোলন করিলেন—প্রজ্জ্বলিত হোমাগ্নির শিখা তাহাতে প্রতি ফলিত হইয়া উঠিল। ভয়ে সুরেন্দ্রনাথ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া প্রত্যেক মূহুর্ত্তে আঘাতের আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী আঘাত করিলেন, খড়্গ কিসে বাধা প্রাপ্ত হইল। ফিরিয়া চাহিলেন—কিছুই নয়, আবার আঘাতের উপক্রম করিলেন, এবার কে যেন হস্ত হইতে খড়্গ কাড়িয়া লইল। সন্ন্যাসী বীরবলকে বলিলেন ;—)

"দেখ দেখি ব্যাপার কি ?"

বীরবল অগ্রসর হইয়া অমনি ঘোরতর চীৎকার করিয়া বলিল ;—"প্রভো! প্রাণ যায় মরিলাম।"

এই সময় একটী যুবক আসিয়া দৃঢ় ভাবে বীরবলের গ্রীবা চাপিয়া ধরিল। কে যেন সুরেন্দ্র নাথকে হাড়ি কাঠ হইতে

উন্মুক্ত করিল। সুরেন্দ্র অচেতন হইয়া পড়িলেন, বৃদ্ধ সন্ন্যাসী যুবকের এক মুষ্টাঘাতে হতচেতন প্রায় মূর্চ্ছিত, নদের-চাঁদ এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে ছিল, যুবক উঠিয়া তার হস্তদ্বয় দৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ করিলেন। সে ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। যুবক দয়ার্দ্র চিত্তে, হস্ত পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন ;—

"প্রদীপ আনয়ন কর্।"

নদের চাঁদ তাড়াতাড়ি প্রদীপ আনিল। যুবক সুরেন্দ্রনাথকে চেতন করিবার জন্য প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। ক্রমে সুরেন্দ্রনাথ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া, চক্ষুরুন্মীলন করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন ; উদ্ধার কর্ত্তা যুবকের গলদেশে ধারণ করিয়া বলিলেন ;—

"কেও, ভাই রমেশ ? আঃ—বাঁচিলাম।"

রমেশ। আর ভয় নাই, সুরেণ স্থির হও—

এই বলিয়া সন্ন্যাসীর নিকটবর্ত্তী হইলেন। প্রদীপালোকে বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, যেন পরিচিত মূর্ত্তি ; যেন কোন দিন এই বিশাল লোচন, সুপ্রশস্ত ললাট, দর্শন করিয়াছেন। আবার ভাবিলেন—"অসম্ভব"।

সন্ন্যাসী এই সময় চৈতন্য লাভ করিয়া চক্ষু মেলিলেন, রমেশ জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"কি জন্য নর হত্যা পাপে আত্মাকে কলুষিত করিতেছিলে ?"

"ভবানীর আদেশে।"

"ও সব আমি বিশ্বাস করি না।" এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ, তোমার অনেক শাস্তি সহ্য করিতে হইবে, কিন্তু তার পূর্ব্বে তোমার জীবনের বৃত্তান্ত শুনিতে চাই, যদি কোন অংশ গোপন কর, তবেই মৃত্যু।"

সন্ন্যাসী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "সে দুঃখের কাহিনী শুনিলে ফল কি?"

"ফল হউক, আর নাই হউক, বলিতে হইবে।"

"আপনি শুনিতে চান শুনুন, কিন্তু ভাবিয়া ছিলাম না যে আর কথনও আত্ম পরিচয় প্রদান করিতে হইবে। আমার নাম হরিহর মুখোপাধ্যায়। আমি——"

এই পর্য্যন্ত শুনিবা মাত্র রমেশ চমকিয়া উঠিলেন,তাঁহার পদদ্বয় ধারণ করিয়া বলিলেন—

"পিতঃ! আর না, যথেষ্ট হইয়াছে; না জানিয়া আপনাকে অনেক দুর্ব্বাক্য বলিয়াছি, মার্জ্জনা করুন।"

এই বলিয়া রমেশ অশ্রুজলে সন্ন্যাসীর পদদ্বয় সিক্ত করিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসী রমেশের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

রমেশ বলিলেন;—

"পিত! হতভাগ্যকে চিনিতে পারিলেন না? আমি আপনার আশ্রিত রমেশ। যে রমেশ অনেক দিন আপনার পদাশ্রয়ে বাস করিয়াছে, যাহাকে আপনি পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন, যে আশৈশব আপনার অঙ্কে প্রতিপালিত, আমি সেই রমেশ—"

সুরেন্দ্রনাথ অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিলেন।

এই সময় আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত মহাদেবস্বামী উন্মত্তের ন্যায় সেই স্থলে দৌড়িয়া আসিয়া বলিলেন—

"মার, পাপিষ্ঠকে বিনাশ কর, নতুবা আমার মস্তকে খড়্গাঘাত কর, আমার জীবন সর্ব্বস্ব সুরেন্দ্র, ঐ পাপাশয়ের হস্তে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে।"

সুরেন্দ্রনাথ মহাদেব স্বামীর পদদ্বয় ধারণ করিয়া বলিলেন—"পিতঃ! আমি জীবিত আছি, আপনি চিন্তা করিবেন না।"

মহাদেবস্বামী সুরেন্দ্রকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "বৎস! আঃ প্রাণ জুড়াল বাপ! তোকে কত অনুসন্ধান করিয়াছি, পরে এক সন্ন্যাসিনীর নিকট শুনিতে পাইলাম তোর এই অবস্থা। উঃ! ঈশ্বর রক্ষা করিলেন।"

বলিতে বলিতে মহাদেব স্বামী কাঁদিয়া ফেলিলেন, তিনি কথঞ্চিৎ শান্ত হইলে হরিহর মুখোপাধ্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"মহাশয়ের নাম?"

"মহাদেব স্বামী।"

"না মহাশয়, গোপন করিবার আবশ্যক নাই, আ... লাবণ্যবতী গ্রামের——"

মহাদেব স্বামী কতক্ষণ চাহিয়া বলিলেন;—

"কেন? কিসে বুঝিলেন?"

"আপনি সত্য বলুন, পরে শুনিতে পাইবেন।"

"আজ্ঞে হাঁ; আমি লাবণ্যবতী গ্রামের কালীকিঙ্কর।"

"মহাশয়! আমাকে আপনি এখনও চিনিতে পারিতে

ছেন না, এক সময়ে আমি আপনার একজন প্রধান শত্রু ছিলাম।

কালীকিঙ্কর বাবু চিন্তিতমনা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নাম কি ?

আমার নাম হরিহর মুখোপাধ্যায়, সময়ের পরিবর্ত্তনে আমার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাই চিনিতে পারিতে-ছেন না। আমি চির বৈরতা বশতঃ আপনার অমূল্য ধন পুত্র রত্নকে গোপনে হরণ করিয়া আনিয়া মেদিনীপুর বাস করি, সেখানেও আমা হ'তে অনেক পাপাচার সম্পন্ন হই-য়াছে। একদা স্বীয় পাপকার্য্যের আন্দোলন করিতে করিতে, জানিনা কেন, হৃদয় অনুতাপানলে জ্বলিয়া উঠিল; আর পাপ সংসারে থাকিতে এক দণ্ডও ইচ্ছা জন্মিল না, অমনি সপরিবারে গঙ্গাস্নানে যাত্রা করিলাম; কিন্তু দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ পথিমধ্যে প্রবল ঝটিকাক্রান্ত হইয়া দারাপুত্র চির দিনের তরে বিসর্জ্জন দিলাম। আর সংসার সুখ ভাল লাগিলনা, অরণ্য বাস আশ্রয় করিলাম। তীর্থ পর্য্যটনে জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিবার মানসে তীর্থে তীর্থে পর্য্যটন করিতে লাগিলাম। একদিন চন্দ্রনাথের শৈল শিখরে এক জটাজুট ধারী সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইল, দেখিবা মাত্র হৃদয় যেন গলিয়া গেল, অনেক দিন তাঁহার সহিত অবস্থিতি করিয়া, অনেক যোগ সাধনা করিলাম, তার পর এই অরণ্য আশ্রয় করিয়াছি। মহাশয়! আমার জীব-নের আখ্যায়িকা বিবৃত করিলাম, এখন আপনার জীবনের রহস্য আমি শুনিতে ইচ্ছা করি।

কালী। মহাশয়! জীবনের রহস্য পরে বলিব; আমার পুত্র রমেশ কোথায় বলিয়া দিন।

হরি। এইত আপনার সম্মুখেই রমেশ—এই আপনার নয়নের পুতলি, জীবনের ধন। ধরুন, একবার রমেশকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করুন, মহাশয়! আমাকে কি ক্ষমা করিবেন?

কালীকিঙ্কর বাবু রমেশকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া, বদন ঘন ঘন চুম্বন করিতে লাগিলেন। বলিলেন;—

"হরিহর বাবু! আপনি আমার শত্রু নন, পরম মিত্র। আজ আপনার আশ্রম হ'তে আমি যে রত্ন লাভ করিলাম, আপনি আমাকে যে রত্ন দান করিলেন, এর প্রতিদান কি আমা হ'তে সম্ভবে? আজ আমার আনন্দের দিন, উঃ—আজ যদি প্রাণের লীলাবতী উপস্থিত থাকিত, তাহা হইলে আমার সুখের সীমা থাকিত না; হরিহর বাবু! বলিতে কি রমেশের দুঃখ আমার শেল বিদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু সে শেলে নূতন যন্ত্রণা হৃদয়ে কিছুই ছিল না, রমেশকে প্রায় বিস্মৃতি-নীরে ডুবাইয়া ছিলাম, ভাবিয়া ছিলাম, আমার রমেশ সংসারে নাই। লীলাবতীর শোকেই আমি জর্জ্জরীভূত, লীলাকে বড় কষ্টে পালন করিয়াছিলাম, আজ সপ্তাহ যাবৎ কে যেন আমার লীলা রত্ন চুরী করিয়াছে। লীলা! আজ এই সময় তুমি কোথায়? তুমি কোন্ নৃশংসের কর-কবলিত এই আনন্দের দিনে একবার দেখা দেও।"

কালীকিঙ্কর বাবু এই কথা বলিয়া রমেশকে কোলে করিয়াই অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল ভাসাইতে লাগিলেন।

হরিহর অপ্রতিভ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"লীলাবতী! আপনার কন্যা? উঃ! আমি কি নৃশংস! আমি কি পাপাশয়! আমা হ'তে আপনার কি ভয়ানক সর্ব্বনাশ হইতেছিল। মহাশয়! ভ্রমজালে জড়িত হইয়া, কি গর্হিত কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম?

কালী। কেন লীলাবতী কোথায়? আপনি লীলা লীলা করিলেন, তবে কি আমার লীলাবতীকে দেখিয়াছেন?

হরি। মহাশয়! কি বলিব! আপনার লীলাবতীও আমা কর্ত্তৃক অপহৃতা, আমি মোহমদে প্রমত্ত হইয়া লীলাবতী নাম্নী একটী কন্যাকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, এই কন্যার সহিত একত্রে থাকিয়া যোগ সাধনা দ্বারা করালবদনী ভবানীর আদেশ প্রতিপালনে রত হইব। আর এক দিবস অন্তে আপনি সংবাদ পাইলে কি ভয়ানক অবস্থা সংঘটিত হইত!! মহাশয়! আমি নীচাশয়, আমাকে ক্ষমা করুন, আমি নিশ্চয় বুঝিতেছি, আমা কর্ত্তৃক আনীতা কন্যাই আপনার লীলাবতী। আমি তাহাকে অতি যত্নে আমার কুটীরে রাখিয়াছি।

এই কথা শুনিবামাত্র সুরেন্দ্রনাথ একবারে অধীর হইয়া বলিলেন,

"মহাশয়! লীলাবতীকে কোথায় অবরুদ্ধ করিয়াছেন? একবার দয়া করিয়া পথ প্রদর্শন করুন। লীলাবতী দর্শনে হৃদয়ের ভীষণ যন্ত্রণানল নির্ব্বাণ করি।"

হরি। লীলাবতীকে এখনই সর্ব্ব সমক্ষে আনয়ন করিতেছি, এই বলিয়া হরিহর বাবু আশ্রমে প্রবেশ করিলেন, দেখিতে দেখিতে লীলাবতী আসিয়া পিতৃ চরণে অবলুণ্ঠিত হইলেন, আশ্রম আনন্দ কোলাহলে প্রতিধ্বনিত হইল।

কালীকিঙ্কর বাবু সহর্ষে লীলাবতীকে বলিলেন, "লীলা! আজ কি আনন্দের দিন! এই দেখ তোমার রমেশ দাদাকেও আজ এই আশ্রমে লাভ করিয়াছি। তুমি জন্মিয়া কখন রমেশকে দেখ নাই। এই আমার জীবন ধন রমেশ! এত দিনে আমার সুখরবি হৃদয়াকাশে সমুদিত হইল।

এই সময় বীরবল চীৎকার করিয়া বলিল—"উঃ! গুরু-ত-র-দে-ব প-দ-ধু-"

হরিহর মুখোপাধায় দেখিলেন, বীরবলের সময় আগত,—পদদ্বয় তাহার মস্তকে দিলেন। প্রভুপদ মস্তকে নিয়া বীরবল প্রাণ পরিত্যাগ করিল। অনন্ত কালের জন্য বীরবলের প্রাণপাখী পিঞ্জর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

হরিহর। কালিকিঙ্কর বাবু! তবে এখন আপনার জীবনের রহস্য বর্ণন করুন।

কালি। আমার জীবনের রহস্য বিশেষ কি বলিব? আমার জীবনেও অনেক ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়াছি। যে দিবস—যে মুহূর্ত্তে প্রাণের রমেশ রত্নকে হারাইলাম, তাহার অব্যবহিত পরেই, আমার জ্ঞাতি বর্গ আমার সহিত ঘোর শত্রুতাচরণ করিতে আরম্ভ করে। এমন কি আমার বিষয় সম্পত্তি সমস্ত অপহরণ করিয়াও পাপাত্মারা নিরস্ত হয় না। প্রাণপর্য্যন্ত বিনাশ করিতে প্রয়াস পায়। গৃহ দগ্ধ করে,

সুতরাং সেই সময়েই সপরিবারে অরণ্যাশ্রম গ্রহণ করি। অরণ্যবাসী হইয়া দুই বৎসর কাল একরূপ সুখেই কর্ত্তন করিয়াছিলাম, কিন্তু যে দিবস সহধর্ম্মিণী পরলোক যাত্রা করিলেন, সেই দিবস হইতেই আমি অরণ্যাশ্রমে সন্ন্যাসী।

কালিকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায় জীবন-রহস্য ভেদ করিয়া সুরেন্দ্র, রমেশ, লীলাবতী সহ হরিহর মুখোপাধ্যায়ের কুটীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

সকল ফুরাইল।

" Language is too soft to show,
His rage of love ; it prays upon his life
He fines, he sickens he despairs he dies."

——*Addison.*

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে, অমানিশার ঘোর অন্ধকারকে ব্যঙ্গ করিতে করিতে ঊষা সতী আলোক ছড়াইয়া দেখা দিতেছে। এই সময় ভূতপূর্ব্ব সন্ন্যাসীর আশ্রমের দ্বার দেশে কালিকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, হরিহর মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্র, রমেশ এবং লীলাবতী দাঁড়াইয়া কি পরামর্শ করিতেছেন, কালীকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায় বলিতেছেন ;—

"হরিহর বাবু! আমার ইচ্ছা, এখন সকলে মিলিত হইয়া বিজয়পুর যাত্রা করি, এবং তথায় আমোদ আহ্লাদের

সহিত সুরেন্দ্র লীলাবতীর এবং রমেশ সরলার পরিণয় কার্য্য সম্পাদন করি।"

হরি। আমারও তাহাই ইচ্ছা, কিন্তু ভাই, সমাজকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে যে! তাহাতে কি সম্মত আছ?

কালী। কালীকিঙ্কর সমাজকে ভয় করিবে না—আর কি অন্ধের ন্যায়, কণ্টকাবৃত পথে বিচরণ করি?

এই সময় সুরেন্দ্র বলিলেন;—

বিজয়পুর অনেক দূরে—তবে এখনই যাত্রা করা যাউক।

সকলে এক পরামর্শ বদ্ধ হইয়া তখনই বিজয়পুরে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা যাইতেছেন এমন সময় পথি পার্শ্বস্থ অরণ্য হইতে মুমূর্ষু ব্যক্তির কণ্ঠ নিঃসৃত শব্দ শ্রুত হইল।

সুরেন্দ্র নাথ চমকিত হইয়া বলিলেন;—"রমেশ! ঐটী কি কোন মুমূর্ষু ব্যক্তির আর্ত্তনাদ বলিয়া প্রতীতি হয় না?"

রমেশ। তাই যেন বোধ হয়। চল একবার দেখা কর্ত্তব্য।

সুরেন্দ্র নাথ, রমেশ, কালীকিঙ্কর, হরিহর প্রভৃতি সকলেই সেই পথ অনুসরণ করিয়া চলিলেন। তথায় উপনীত হইয়া যে একটী হৃদয় বিদারক ভয়ানক দৃশ্য দর্শন করিলেন, তাহাতে প্রত্যেকের নয়ন আপনা আপনি মুদ্রিত হইল। তাঁহারা দেখিলেন, একটী যৌবনে যোগিনী নবীনা সন্ন্যাসিনীর গলদেশে একখান ছুরিকা বিদ্ধ রহিয়াছে, প্রাণবায়ু দেহ ছাড়িয়া এখনও যায় নাই, কিন্তু সম্পূর্ণ মৃত্যু লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। সন্ন্যাসিনীর আলুলায়িত কেশরাশি ভূমে

কপোলে, বক্ষস্থলে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সমস্তই শোণিতে আর্দ্র, নেত্রদ্বয় অর্দ্ধ নিমীলিত, বদনমণ্ডল বিকৃত ভাবাপন্ন।

এই দৃশ্য দেখিয়া সকলের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। রমেশ বলিলেন—"একি! ইনি যে সেই সন্ন্যাসিনী!"

সুরেন্দ্র আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; সন্ন্যাসিনীর হাত ধরিয়া বলিলেন;—

"উঃ! শৈবলিনি! কি করিলে? কি ভয়ানক দৃশ্য আজ এই নিবিড় অরণ্যে দেখাইলে? শৈবলিনি! তুমি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিলে। পরের জীবন রক্ষা করিয়া কেন নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিলে? কেন আজ এমন পাপ কার্য্যে তোমার ইচ্ছা হইল? হতভাগিনি! কেন আত্মহত্যা পাপে কলুষিতা হইলে? জীবনে এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? উঃ—তোমাকর্ত্তৃক যে এতাদৃশ ভয়ানক দৃশ্য অবলোকন করিব, একবার স্বপ্নেও ভাবি নাই।"

এই সময় কালীকিঙ্কর বলিলেন;—

"কি সর্ব্বনাশ! এই উদারচেতা সন্ন্যাসিনীর সাহার্য্যেই না আমরা সমস্ত বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছি? এই নবীনা তাপসী না আমাদের অনুসন্ধান পথের পথ প্রদর্শিনী? কিন্তু ইহাঁর এ দশা কেন হইল? কেন, এই সুকোমল দেহ আত্মহত্যা পাপে কলুষিত করিল?"

ইহাদের প্রত্যেকের শোকাকুল বচনে সন্ন্যাসিনীর চেতনা হইল। সন্ন্যাসিনী শৈবলিনী চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখিলেন, তাঁহার হৃদয়ের ধন, জীবনের জীবন, প্রাণের প্রাণ সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার সম্মুখে, কিন্তু কথা বলিবার শক্তি নাই,

জিহ্বা অবশ। আঘাতের ভীষণ যন্ত্রণা, তাতে আবার গণ্ড-দেশ বহিয়া শোণিত আবক্ষ প্লাবিত হইতেছে। সন্ন্যাসিনী একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া যেন সুরেন্দ্রনাথের কুশল কামনা করিলেন; ক্রমে তাঁহার ইন্দীবর নেত্রযুগল মুদ্রিত হইয়া আসিল। অনেক চেষ্টায় সুরেন্দ্রের নয়নের সহিত নিজের নয়ন মিশাইয়া বলিলেন ঃ—

"সুরেণ!—চলি—লাম, যে সংসারে—হৃদয়ের আশা, হৃদয়ের ভরসা সমস্ত হৃদয়েই থাকিয়া যায়, সে সংসারে থাকিয়া প্রয়োজন কি? সে সংসার হইতে চলিয়া যাওয়াই আমার ন্যায় হতভাগিনীর কর্ত্তব্য, হৃদয়েশ! কেন তুমি আমাকে দুর্দ্দান্ত দস্যুকর হ'তে রক্ষা করিয়াছিলে? কেন সেই গভীর নিশিতে বিদ্যুদালোকে তোমার মুখ-কমল দর্শন করিয়া ছিলাম? কেন সেই মুহূর্ত্তে সেই দণ্ডে তোমার ভাল বাসা বীজ হৃদয়ে বপন করিয়া ছিলাম? জানিতাম না সেই বীজ কালে বিষবৃক্ষে পরিণত হইবে। সুরেণ! বড় আশা ছিল, তোমার স্বর্গীয় ভালবাসা পাইয়া সংসার পথে সুখে বিচরণ করিব, তাই তোমার চরণে ধরিয়া মনের কথা বলিয়া-ছিলাম; তুমি যেদিন পায় ঠেলিলে—যেদিন তোমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইলাম; সেই দিন হ'তে জীবনের সুখে জলাঞ্জলি দিয়া মৃত্যু কামনা করিয়াই গৃহের বাহির হইয়াছি, কিন্তু অরণ্যবাসিনী হইয়া — তোমাদের — অশুভ — সংবাদ—জানিতে—পাইয়া তাহা প্রতিবিধান—করিবার—নিমিত্ত—এতদিন—এ প্রাণ—দেহে—ছিল, সংকল্প করিয়া—ছিলাম, এ হৃদয়—দিয়াও—তোমার—উপকার—করিব।

অধীনীর—সে—আশা—মিটি—য়াছে, তখন—আর—কি—নিয়া সংসারে—থাকিব? এবং—আরও মনে করিয়াছিলাম—তোমার বিবাহ স্বচক্ষে দেখিয়া মরি; কিন্তু তা আর—পারিলাম না। মৃত্যু যেন আমার এই মর্ম্মান্তিক যাতনা—দেখিয়াই আলিঙ্গন করিল। সুরেণ—উঃ—আর—পারি না—ক্রমশই—অবশ—হইয়া—পড়িতেছি। আর—র—সনায়—কথা—ওঃ—মৃ—ত্যু—সুরে—ণ—এক—বার—এই—শে—ষ——।”

সন্ন্যাসিনী নেত্র মুদ্রিত করিলেন, এখনও যেন মেলিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না, হতভাগিনী যৌবনে যোগিনী শৈবলিনীর জীবনের উপন্যাস এই স্থানেই শেষ হইল। স্বর্গীয় প্রেমের জ্যোতি যেন বিকাশ পাইতে লাগিল।

এই সময় এক উন্মত্ত যুবক দৌড়িয়া সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন। যুবকের হস্তে এক খানা সুশাণিত ছোরা, চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ, বোধ হয় কণ্টকাবৃত অরণ্য মধ্য দিয়া দৌড়িয়া আসিয়াছেন, সর্ব্ব শরীর ক্ষত বিক্ষত শোণিত রঞ্জিত।

সন্ন্যাসিনীর এই দৃশ্য দেখিয়া বজ্রাহতের ন্যায় ধরাবলুণ্ঠিত হইলেন, আর্ত্তনাদ করিতে করিতে বলিলেন;—“শৈবলিনি! রাক্ষসি! মায়াবিনী! কি সর্ব্বনাশ করিলে? হতভাগাকে অকুল সাগরে ভাসাইয়া চলিলে? কল্লে কি? কল্লে কি? উঃ—আর সহ্য হয়না, নিতান্ত অসহ্য—বক্ষ বিদীর্ণ হয়, রে নিষ্ঠুরে! আত্মহত্যা করিলি? আমাকে চিরজীবনের তরে অকুল সাগরে ভাসালে?

শৈবলিনি! যদিও নিরাশার উত্তাপে আমার আশালতা বিশুষ্ক হইতে ছিল, তথাপি দেহ বিটপী হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল না। এক মাত্র তোমারই প্রেমগীত গান করিতে করিতে অরণ্য বাসী হইয়াছিলাম। দিবা রজনী চলিতাম, আর "শৈবাল" "শৈবাল" বলিয়া মধুর তার ধরিতাম, কখন কখন আমার আশার সঞ্চার হইত, ভাবিতাম হয়ত সময়ে একবার দেখা পাইব, সেই আশায় দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া আসিতেছি—তুই যে—আমার সমস্ত আশা লতা ছিন্ন কর্‌বি স্বপ্নেও ভাবি নাই। নিষ্ঠুরে! তোরই জন্য গৃহের বাহির হইয়াছিলাম, তোর প্রেমে বঞ্চিত হইয়াই পথের ভিখারী হইয়াছিলাম, তা তুই যখন চলিলি, তখন আর কি নিয়া থাকিব? এই আমার উপযুক্ত সময়। রে কঠিন প্রাণ! শূন্য দেহে থাকিয়া তোমার কোন ফলই হইবে না। যাও —যাও, যাও। বল্‌ছি—এখনি যাও—কথা শুন—আমার দেহে থাকিতে পারিবে না। তুমিত আমার কঠিন প্রাণ, ঐ দেখ আমার প্রাণের প্রাণ চলিয়া গিয়াছে। এখন আমার দেহে থাকিতে তোমার ক্ষমতা কি? আমি তা থাকিতে দিব না। রে অদৃষ্ট! আর না—এই শেষ—সর্ব্বনাশ, যাও —যাও—কেহ—নিকটে আসিও না, ঐ যে, ঐ, উঃ—কি ভয়ঙ্কর! কি শোচনীয়! কি হৃদয় ভেদী! না—না ঐ নিয়ে গেল, ঐ যায়—ঐ আমার শৈবালকে নিয়া যায়। শৈবাল! তোমার ভয় নাই—আমি আসিতেছি, তোমার ভয় নাই—আমি দেখি্‌কে তোমায় নিয়া যায়—রে পাষণ্ড! পরিত্যাগ কর। শৈবলিনীকে পরিত্যাগ কর! শৈবলিনী!

দাঁড়াও—যেও না—একাকিনী যেও না—বড় বিপদ সঙ্কুল পথ, শৈ—বা—ল।” বলিয়া সজোরে তীক্ষ্ণ ছুরিকা গলে বিদ্ধ করিয়া দিলেন, শোণিত স্রোত ছুটিল, পাগল পড়িয়া গেল।

এই ব্যাপার দেখিয়া কালীকিঙ্কর বাবু বলিলেন;—সর্ব্বনাশ—ধর—ধর।”

উন্মাদ বলিল,—“আর ধরিবার—সময় নাই—চেষ্টা বৃথা—তবে যদি আপনারা—আমার—বন্ধু—হন—তবে বিজয়—পুরের রামদাসের—বাড়ী—একটী—যুবতী—অবরুদ্ধা—তাহাকে—রক্ষা—করিবেন—রাম—দাস—বিষম—অত্যাচারী—প্রশ্রয়—দিবেন—না।”

সুরেন্দ্র সচকিতে উত্তর করিলেন;—“যুবতীর নাম কি? আর আপনিই বা কি করিয়া জানেন?”

পাগল। যুবতীর—নাম—স—রলা—আমি—পাপীর—কাজ—প্রতি—হিংসা—কিন্তু—উঃ—কি—ভীষণ—ঐ—যায়—যায়—প্রাণ—কণ্ঠ—পি—পা—সা—শৈ—ব—লি—নী—প্রাণ—”

পাগলের চক্ষু মুদ্রিত হইল, শৈবলিনীর পার্শ্বে থাকিয়া সংসার মায়া পরিত্যাগ করিল।

হরি। কি আশ্চর্য্য ঘটনা?

সুরেন্দ্র। পাপাত্মার কি অত্যাচার! নিতান্ত অসহ্য, চলুন, সত্বর চলুন, পাপীষ্ঠের যে কতদূর শক্রতার শেষ সীমা, ভাবিয়া পাই না—”

এই বলিয়া তাঁহারা সকলে বিজপুরাভিমুখে দ্রুতপদে যাত্রা করিলেন।

যোগিনী সন্ন্যাসিনীর এবং প্রমত্ত পাগলের মৃত দেহ অরণ্যেই পড়িয়া রহিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

মুক্তি।

"——————এতদিনে বুঝি
কারাগার দ্বার মম, খুলিলা বিধাতা
কৃপায়——————"

মেঃ বধ কাব্য।

দ্বিযামা শর্ব্বরী। প্রকৃতি নিস্তব্ধ, কেবল মাত্র রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্তঃপুরের এক প্রকোষ্ঠে সরলা একাকিনী মলিন বদনে উপবিষ্টা। হস্তে একখানি শাণিত ছুরিকা; সরলা ছুরিকা হস্তে নিয়া বলিতেছেন,—"অস্ত্র! আজ তুমিই আমার সহায়", আবার বলিতেছেন,—"সুশীলে! আজ যদি তোমা কর্ত্তৃক এই ছোরা খানি না পাইতাম, তবে আমার কি উপায় হইত? আর বিলম্ব ক'রলে ফল কি? এখনি কার্য্য সমাধা করি", এই বলিয়া সরলা ছুরিকার তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, এমন সময় দ্বার দেশে মনুষ্য পদ শব্দ। সরলা ছুরিগাছা বসন মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন, নন্দদুলাল আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। সরলা সেই মূর্ত্তি দেখিয়া ভীতা হইলেন, কিঞ্চিৎ পশ্চাতে সরিয়া দাঁড়াইলেন।

নন্দদুলাল আজ আর হস্ত গত শীকার পরিত্যাগ করিবে না, এই স্থির সংকল্প করিয়া আসিয়াছে। তাই বলিল ;—

"সরলে! কেন বৃথা লজ্জা করিয়া আমাকে কষ্ট দেও? লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রস্তাবে সম্মতা হও।"

সরলার মস্তক ঘুরিয়া গেল, বলিলেন ;—

"আমার প্রতি অত্যাচার করিলে, আমার কি ক্ষমতা আছে যে আপনাকে নিবারণ করি? সুতরাং আমাকে ক্ষমা করুন, প্রাণ থাকিতে আপনার প্রস্তাবে সম্মতা হইতে পারিব না।"

নন্দ। সরলে! তবে তুমি মিষ্ট কথার বশবর্ত্তিনী না। তুমি নিশ্চয়ই জান, আমার হস্ত হইতে রক্ষা করে, এমন একটী প্রাণী এই পল্লীতে নাই, তবে কেন আমার ক্রোধ জন্মাও? এখনও বলিতেছি, সম্মতা হও।

আনায়াবদ্ধা হরিণী যেরূপ ব্যাধের প্রতি সকরুণ দৃষ্টি-পাত করে, সরলা নন্দদুলালের প্রতি তদ্রূপ দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া বলিলেন ;—

"আমি হতভাগিনী—চির দুঃখিনী, বার বার বলিতেছি, আমাকে ক্ষমা করুন।

নন্দ। কখনই নয়, তোমার কোন কথাই শুনিতে চাই না।

সরলা বুঝিলেন পাপাত্মার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা বড় কঠিন ব্যাপার, বলিলেন ;—

"দাদা! আপনি কোথায়? এই সময় আমাকে উদ্ধার করুন"

নন্দ বিকট হাস্য করিয়া বলিল ;—

"তোমার দাদা কোথায়? কোথা হইতে আসিয়া তোমাকে উদ্ধার করিবেন?"

সরলা কর-যোড়ে উর্দ্ধনেত্রে বলিলেন ;—

"পিতঃ! সর্ব্বব্যাপি! তুমি আসিয়াই পাপীর হস্ত হ'তে আমাকে রক্ষা কর। আমি নিরাশ্রয়া, এখন তুমিই আমার সহায়।"

নন্দদুলাল এখন উন্মত্ত, বলিল ;—

"জগৎলক্ষ্মীও পূর্ব্বে এই রূপ করিত, এখন ত চরণ তলে লুণ্ঠিতা, তবে আর চিন্তা করি কেন?"

পাপাত্মা অগ্রসর হইল, সরলা কিঞ্চিৎ পশ্চাদে সরিয়া বলিলেন ;—

"দুরাচার! নিবৃত্ত হ—এখনও বলিতেছি নিবৃত্ত হ। আমার দেহ স্পর্শ করিলে নিশ্চয় তোর মহদনিষ্ট ঘটিবে। নিরাশ্রয়া অবলার দেহে কলঙ্কার্পণ, স্বপ্নেও ভাবিস্ না, অথবা স্বপ্নের অমূলক চিন্তা স্বপ্নেই দেখিস্, যদি আমার কোপাগ্নিতে পতঙ্গবৎ ভস্মীভূত হইতে ইচ্ছা না থাকে, তবে এখনও নিবৃত্ত হও, আর যদি মৃত্যুই বাঞ্ছনীয় হয়, তবে অগ্রসর হইয়া, সৌহার্দ্র ভাবে মৃত্যু রাজকে আলিঙ্গন কর, নরাধম! পশ্বাচারি! এই ভুজ যুগল রমণী সুলভ কোমল হইলেও পাপীর সমুচিত দণ্ড বিধান করিতে লৌহবৎ, কি তদপেক্ষা কঠিন হয়, অবলা জাতীর হৃদয় সহজে দ্রবীভূত হইলেও, তোর ন্যায় পাপীষ্ঠের দণ্ডবিধান করিতে কখনও দ্রবীভূত হইবে না। অতএব সাবধান। মৌখিক যতদূর

দুর্ব্বাক্য বলিয়াছিস; তজ্জন্য ক্ষমা করিলাম, আর এক পদ অগ্রসর হইলেই মৃত্যু।”

সরলা কাল ভুজঙ্গিনীর ন্যায় রোষে কাঁপিতে লাগিলেন। নন্দদুলালকে ভস্মীভূত করিবার নিমিত্তই যেন তাঁহার চক্ষুদ্বয় হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। ক্ষণকালের জন্য নন্দ গম্ভীর হইয়া দাঁড়াইল, আবার কি ভাবিয়া অগ্রসর হইল।

সরলা। ক্ষান্ত হও পাপী!

নন্দদুলাল শুনিল না, অগ্রসর হইল।

সরলা। ক্ষান্ত হও, বারংবার বলিতেছি, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।

নন্দদুলাল আরও একপদ অগ্রসর হইল, ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিতে উদ্যত।

সরলা অনন্যোপায় হইয়া বিপদ ভঞ্জন মধুসূদনকে সাক্ষী করিয়া বসন মধ্য হইতে সুশাণিত ছোরা বাহির করিলেন। ক্ষীণালোকে ছুরিকা ঝলসিয়া উঠিল। নন্দদুলালকে বলিলেন;—

“নর পিশাচ! এই সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা, এখনি তোর অভিলাষ পূর্ণ করিবে।”

নন্দদুলাল হস্ত প্রসারণ করিয়া সজোরে ছুরিকা টানিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল।

সরলা পাগলিনীর ন্যায়, অশ্রুজল সম্বরণ করিতে করিতে বলিলেন;—

“এ সময় রমেশ! কোথায় রহিলে? দাদা! তোমার

প্রাণের সরলা, আজ পাপাত্মা নন্দদুলালের করে কি বিষম বিপদে পতিতা,—প্রাণ যে যায়!"

"সরলে ভয় নাই।"

বহির্দ্দেশ হইতে এই শব্দ শ্রুত হইল, অমনি সরলা ভাবিলেন, "তবে কি বিধাতা আমাকে বিপদ মুক্ত করিতে আসিলেন।"

ধকাৎ-ধক্ করিয়া দরজায় পদাঘাৎ পড়িল। সুরেন্দ্র ও রমেশ গৃহে প্রবেশ করিয়া নন্দদুলালকে ধৃত করিলেন। নন্দদুলাল দারুণ প্রহারে অচেতন হইয়া পড়িল। সেই নিভৃত স্থানে কেহই পাপীর সহায় হইল না।

সুরেন্দ্র সরলার হস্ত ধরিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রমেশ পশ্চাতে চলিতে লাগিলেন।

নন্দদুলাল সেই স্থানেই পড়িয়া রহিল। ধন্য স্বর্গীয় পণ্ডিত মহাশয়!!!

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

অবলার বল।

"সাজিলা দানব বালা, হৈমবতী যথা
নাশিতে মহিষাসুরে ঘোরতর রণে
কিম্বা শুম্ভ নিশুম্ভ, উন্মাদ বীর-মদে"

মেঃ বধ কাব্য।

সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে, সুরেন্দ্রনাথ ও রমেশ সৌধোপরি বসিয়া কত কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। আজ যেন দুজনার নিকট সমস্ত জগৎসংসার স্বর্গীয় শান্তি রসাস্পদ বলিয়া উপলব্ধি হইতেছে, দুজনে কত কথা বলিতেছেন, কত হাসি হাসিতেছেন, তাহার সীমা নাই—তাহার অসংখ্যা নাই, ক্রমে রজনী বাড়িতে লাগিল, আকাশ এক একটী করিয়া নক্ষত্রে ভরিয়া গেল।

রমেশ জিজ্ঞাসা করিলেন:—

"পুলিষে কি সংবাদ দেওয়া হইয়াছে?"

সুরেন্দ্র। হাঁ, কল্য ইনস্পেক্টার্ আসিবে।

রমেশ। কাল আসিলেই হয়, পাপাত্মাদিগকে যদি সহজে গ্রেপ্তার করিয়া দেওয়া যায়, তবেই মঙ্গল। এই খুনি মোকদ্দমায় নিশ্চয় গুরুতর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

সুরেন্দ্র। মোকর্দ্দমার যেরূপ অনুবন্ধ, পিতা পুত্রের

দ্বীপান্তর খুব সম্ভব। এমন কি নন্দদুলালের ফাঁসি হওয়াও বিচিত্র নয়।

দুজনার মধ্যে এইরূপ নানা কথা চলিতেছে; রজনী প্রায় প্রহরোত্তীর্ণ হইয়া গেল, রমেশ এবং সুরেন্দ্র ছাদ হইতে অবতরণ করিলেন; আহারাদি করিয়া সকলেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত, প্রাণী জগতে কোথাও কোন সাড়া শব্দ নাই। এই নিশীথ সময় সুরেন্দ্রনাথের আলয়ে সহসা প্রায় ৫০।৬০ জন মনুষ্যের চীৎকারধ্বনি উত্থিত হইল, লাঠির ঠক্ ঠক্ শব্দ শুনিয়া সুরেন্দ্র ও রমেশ ভাবিলেন, নিশ্চয়ই রামদাসের চক্রান্ত। সুরেন্দ্রের দুইটী বিশ্বস্ত চাকর ছিল, তন্মধ্যে একটী হিন্দুস্থানী এবং অপরটী বাঙ্গালী,দুইটীই তেজে ও বল বীর্য্যে স্ফীত, সুরেন্দ্রের নিকট আসিয়া আদেশের প্রার্থনা করিল। সুরেন্দ্র দুইটী বন্দুক তাহাদের হস্তে দিয়া বলিলেন, "অদ্য আমাদের প্রাণ তোমাদের দুজনার হস্তে ন্যস্ত।"

এই কথা বলিতে না বলিতেই রামদাসের লাঠিয়ালবর্গ দালানের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিল। ভীম পদাঘাতে কপাট এবং সারাশী প্রায় ভগ্নোদ্যত। দ্বারদেশে সুরেন্দ্রের পক্ষ হইতে দুইটী মাত্র লোক দণ্ডায়মান, উপর্য্যুপরি লাঠি তাহাদিগের দিকে ধাবিত হইতেছে,এমন সময় গুড়ুম গুড়ুম শব্দে একত্রে দুইটী বন্দুক ধ্বনিত হইল। তথাপি দস্যুগণ প্রত্যাবর্ত্তন করিল না। পশ্চাদিকস্থ একটী দরজা ভগ্ন করিয়া দুইটী দস্যু অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে উদ্যোগী হইল। রমেশ এবং সুরেন্দ্র বহির্দ্দেশে; কত লাঠি তাহাদের দুজনার শিরে পড়িতেছে। দালানাভ্যন্তরে দুইটী মাত্র অবলা। সহসা

দস্যুদিগের ঈদৃশ আচরণ দর্শন করিয়া সরলা এবং লীলাবতী স্ব স্ব কোমলাঙ্গ লৌহবৎ কঠিন করিলেন। সুকোমল হস্তে উন্মুক্ত কৃপাণ লইয়া ভগ্ন দ্বারদেশে দাঁড়াইলেন।

এ দিকে দ্বারে যত দস্যু আসিতেছে, সকলেই দুইটী বীরাঙ্গণার রণ কৌশলে নিধন প্রাপ্ত হইতেছে। রামদাস পশ্চাতে থাকিয়া অনুমতি করিতেছে, অমনি এক একটী লাঠিয়াল প্রবেশ করিতেছে। সরলা ও লীলাবতী অলক্ষ্য ভাবে প্রত্যেকের মুণ্ড ছেদন করিতেছেন এবং ধরাশায়ী লাঠিয়ালগণ দাসী কর্তৃক অলক্ষ্য ভাবে স্থানান্তরিত হইতেছে।

পাপাত্মা রামাদাস এই সকল চাতুরীর বিন্দু বিসর্গও বুঝিতেছে না। তার বিশ্বাস সকলেই গৃহে প্রবেশ করিয়া ধনাবলুণ্ঠন করিতেছে। কিন্তু পাপীর আশা দুরাশা।

এক দিগে দুইটী অবলা অলক্ষ্যভাবে কৃপাণ হস্তে দ্বারদেশে দণ্ডায়মানা; অপর দিকে সুরেন্দ্র রমেশ দুইটী অনুচর সহ বন্দুক হস্তে দ্বার দেশে স্থিত। কার সাধ্য সহসা গৃহে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয়। ক্রমে রজনী বাড়িতে লাগিল, আকাশের নক্ষত্র এক একটী করিয়া বিদায় লইতেছে। সেই সঙ্গে২ যেন রামদাসের অনুচর বর্গও অনন্ত কালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিতেছে। অবশেষে সুরেন্দ্রের বিশ্বস্ত হিন্দুস্থানী অনুচরটী ধরাশায়ী হইল; কিন্তু পাপাত্মা রামদাসের আর একটী লাঠিয়ালও জীবিত রহিল না। এখনও রামদাসের বিশ্বাস তার অনুচরবর্গ গৃহের অভ্যন্তরে স্বকার্য্য সাধনে রত। লুব্ধ আশার আশ্বাসে ভগ্ন দ্বার দিয়া যেই গৃহে প্রবেশ করিতে

উদ্যোগী হইল, অমনি দ্বারদেশে রক্ত প্লাবিত দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া দাড়াইল। এই সময় অভ্যন্তর হইতে একটী রমণী কণ্ঠ নিসৃত হইল ;—

"আর কি দেখিতেছ ? যদি অনুচর বর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে অগ্রসর হও—নতুবা—পলায়ন কর।"

রামদাস আর অগ্রবর্ত্তী হইল না, পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়া ভয়সঙ্কুল চিত্তে, হাপাইতে হাপাইতে পুত্রের হস্ত ধারণ করিয়া কম্পিত স্বরে বলিল ;—

"বা—প ! ন—ন্দ ! অ—আ—য় ! বা—পু—কি—দে—খ ?—"এই বলিয়া দৌড়িয়া পলাইল।

সুরেন্দ্র ও রমেশ গৃহে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না, দেখিলেন সরলা ও লীলাবতী নিষ্কোষিত-অসি-করা দ্বারদেশে দণ্ডায়মানা, শোণিতে সর্ব্ব শরীর আর্দ্র। পাগলিনীর বেশ।

রমেশ লীলাবতীর হস্তধারণ করিয়া বলিলেন, "ভগিনি ! আজ তোমরাই আমাদের প্রাণ দাত্রী।" এই বলিয়া দীপালোকে সেই স্থানের ভীষণ দৃশ্য দর্শন করিতে লাগিলেন।

এদিকে হরিহর মুখোপাধ্যায়, পুলিসে সংবাদ দিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছেন। এখনও প্রত্যাগমন করেন নাই, দেখিতে দেখিতে রজনী প্রভাত হইল। অরণ্যবাসী বিহগ বিহগী একতানে কল কল ধ্বনি করিয়া উপস্থিত বিপদের বিষয় বলিয়া দিতে লাগিল। সূর্য্যদেব আরক্তিম লোচনে পূর্ব্বাকাশে দেখা দিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

পাপের শাস্তি।

"Every sin carries its own punishment."

অদ্য প্রতিপদ। অমানিশা উষা সতীর আগমন পাইয়া পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছে; শৈল রাজির পাদ স্পর্শ করিয়া শন্ শন্ করিয়া সমীরণ কাননে, কুটীরে, মুক্ত-গবাক্ষে, বিলাসিনীর বিলাস কুঞ্জে উকি ঝুঁকি মারিয়া বিচরণ করিতেছে। ধর্ম্মচেতা মানবগণ গাত্রোত্থান করিয়া উষাগমে বিভু গুণ গানে হৃদয়ের তৃপ্তিসাধন করিতেছে; পাপী পাপের দুর্ব্বিসহ চিন্তানলে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে। আজ আমাদের পাপাত্মা রামদাস এবং নন্দদুলালের জীবনের কি ভয়ানক দিন, পাপীরা পিতা পুত্রে কারাগারে আবদ্ধ। সুরেন্দ্রের আত্মরক্ষার মোকদ্দমায় এবং পূর্ব্বোত্থাপিত খুনি মোকদ্দমার বিচারে রামদাসের দ্বীপান্তর এবং নন্দদুলালের ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাইবার যে হুকুম হইয়াছে, আজ সেই ফাঁসির দিন। আজ পাপীর সমস্ত পাপ কার্য্য সাধনেচ্ছা বিদূরিত হইবার দিন। নন্দদুলাল ফাঁসি কাষ্ঠে আরোহণ করিবার পোষাক পরিয়াছে; আজ আর সে দাম্ভিকের কথা নাই, আজ আর সে গর্ব্ব নাই। ভারতেশ্বরী সমস্ত গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে যেন ফাঁসি কাষ্ঠের রজ্জু লম্বিত করিয়া রাখিয়াছেন।

আজ নন্দদুলালের ফাঁসি হইবে, পুত্রের ফাঁসি অন্তে রামদাস দ্বীপান্তর প্রেরিত হইবে। আজ পাপীর কি দুর্দ্দশা!

আজ পাপীর কি মনোগত ভাব! তা এই সংসারে নিকৃষ্টতম পাপীদিগেরও অজ্ঞাত।

বধ্যভূমে ফাঁসি কাষ্ঠ দণ্ডায়মান, লম্বিত রজ্জু মুখ ব্যাদন করিয়া নন্দদুলালকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত আহ্লাদে একটু একটু দুলিতেছে। দুই পার্শ্বে দর্শকমণ্ডলী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পাপীর দুর্দ্দশা দর্শন করিবার নিমিত্ত সকলেরই মুখ প্রফুল্ল।

দেখিতে দেখিতে কারাগারের দ্বারদেশে গোলযোগ হইয়া উঠিল, পুলিস রুল হস্তে এপাশে ওপাশে ঘুরিতে ঘুরিতে দর্শকমণ্ডলীর মধ্য দিয়া একটু পথ পরিষ্কার করিয়া দিল। রক্ষক বেষ্টিত শৃঙ্খলাবদ্ধ নন্দদুলাল আসিয়া বধ্যভূমে দাঁড়াইল। জহ্লাদ, নন্দদুলালকে ফাঁসি কাষ্ঠোপরি উঠাইয়া, গলদেশে রজ্জু পরাইয়া দিল, পদনিম্নস্থ একখানি তক্তা সড়িয়া পড়িল। পাপী নন্দদুলাল, একবার মাত্র একটু অস্পষ্ট শব্দ করিল, বিগতপ্রাণ দেহ ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিতে লাগিল। পাপীর পাপ জীবন শেষ হইল।

এই সময় এক পাগলিনী দর্শকমণ্ডলীর মধ্য হইতে আসিয়া, নন্দদুলালের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, "আঁট কুড়ের ব্যাটা! যেমনি কাজ তেমনি তার প্রতিফল!! আজ তোর তেজ গর্ব্ব, তোর বিলাসিতা কোথায়? আজ তোর পরনারী হরণ, পর স্বত্বাবলুণ্ঠন প্রভৃতি পাপ কর্ম্ম কোথায়? আর কোথাই বা তোর সুখ সেব্য বিলাস-ভবন? আজ পরি দুঃখ বিমোচনকারিণী ন্যায়বতী মহারাণীর ন্যায় বিচারে তোর সব উৎসন্ন হইয়াছে—পৃথিবীর পাপভার মুক্ত হই-

য়াছে। পাপি! আমি সেই জগৎলক্ষ্মী, যাহাকে তুই কত প্রলোভন দেখাইয়া, কতরূপে প্রতারণা করিয়া বশবর্ত্তিনী করিয়া ছিলি, যাহাকে তুই কয়েক দিন বড় সমাদরে রাখিয়া অবশেষে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলি না, যার দুর্দ্দশার শেষ সীমা পর্য্যন্ত দেখিয়াও তোর দয়া হইত না। আমি সেই জগৎলক্ষ্মী। পাপিষ্ঠ! আমার তুই কি সর্ব্বনাশ করিতে বাকী রাখিয়াছিস্? স্ত্রীলোকের সাররত্ন সতীত্ব ধন, তুই ছলে, বলে, কৌশলে তাহা হরণ করিয়াছিস্। কুহকজাল বিস্তার করিয়া তুই আমাকে পথের ভিখারিণী সাজাইয়াছিস্, ইহা কি বিস্মৃত হইব? হৃদয়ের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে স্তরে স্তরে লেখা আছে, "নন্দদুলাল আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে"। এখন তার প্রতিফল প্রদান করিব। এই জগৎলক্ষ্মী চলিল," এই বলিয়া পাগলিনী চলিয়া গেল।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

আদর্শ সতী।

"————যাঁর হাতে সঁপিলা দাসীরে
পিতা মাতা, চলিনু লো আজি তাঁর সাথে
পতি বিনা অবলার কি গতি জগতে?

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

আজ রামদাসের বাড়ীর কি শোচনীয় অবস্থা, যে যাহা পাইতেছে, অবাধে সে তাহা গ্রহণ করিতেছে। কেহ কাহাকেও বাধা দিবার নাই, কেহ বলিবার নাই, "কর কি?"

সকলেই শত্রু, সকলেই ইচ্ছানুরূপ দ্রব্য লুণ্ঠন করিতেছে। আর কিছুই বাকী নাই, টাকা, কড়ি, জিনিষপত্র, যে যাহা পাইল, সে তাহা নিজের বলিয়া গ্রহণ করিল, কেবল কয়েক খানা শূণ্য গৃহ অবশিষ্ট পড়িয়া রহিল।

এই সময় নন্দদুলালের সহধর্ম্মিণী সুকুমারী পাগলিনীর ন্যায় দৌড়িয়া বৈঠকখানায় আগমন করিলেন। নয়ন জলে বক্ষ প্লাবিত। বলিলেন;—

"এই যে সব শূন্য!! উঃ—কি সর্ব্বনাশ হ'লো? আর যে সহ্য হয় না, পাপিয়সী কি ইহা দেখিবার নিমিত্তই জীবিতা ছিল? প্রিয়তম! তোমায় পূর্ব্ব হইতেই আমি নিষেধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি তাহা গ্রাহ্যও কর নাই, বরং ওসব কথা বলিলে পদাঘাতে সম্মুখ হইতে বিদূরিত করিয়াছ—জীবন সর্ব্বস্ব! হতভাগিনীর জীবন ধন! তুমি কোথা? আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল?—উঃ—হৃদয় যে বিদীর্ণ হয়, শতধা বিদীর্ণ হয়—নাথ! আর কি ধন নিয়া জীবন ধারণ করিব? প্রাণ যায় যে! রে নিষ্ঠুর বিধাতঃ! কেন আমার প্রাণ এত কঠিন প্রস্তরে সৃজন করিলে? কেন এই অশুভ বার্ত্তা শুনিবার পূর্ব্বে আমার মৃত্যু সংঘটিত করিলে না?—না, তুমি তাহা করিবে না, তুমি নিষ্ঠুর—মৃত্যুরাজ! হৃদয়ে অধিষ্ঠান হও—সুকুমারী তোমাকে আহ্বান করিতেছে, সব জ্বালা যন্ত্রণার শেষ কর। রে কঠিন প্রাণ! তুই কি এই কঠিন পাষাণে সৃজিত? ধন্য তুই—কিন্তু আমি দেখিতেছি কি প্রকারে আমার দেহে বর্ত্তমান থাকিতে সমর্থ হও। জীবিত নাথ! হা প্রিয়তম!—হা প্রাণাধিক—হা—জী—"—" গলে

ছুরিকা বিদ্ধ হইল, পতি পরায়ণা সতী স্বামী শোকে অধীরা হইয়া, স্বহস্তে সব কষ্ট, সব যন্ত্রণার শেষ করিয়া দিলেন।

নন্দদুলালের জননী দৌড়িয়া আসিয়া দেখিল পুত্র বধূ প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তখন নিজেও মরিতে ইচ্ছা করিল।

"বৌ মা! দাড়াও, আমিও আসিতেছি বাপ রে! নন্দদুলাল! তোর জননীকে তুই অনাথিনী কর্‌লি রে! আর আমি কি নিয়া জীবন ধারণ করিব? স্বামিন্! এ দাসীকে পরিত্যাগ করিয়া দ্বীপান্তরিত হইলে; আমি সর্ব্বনাশী কি ক'রে একাকিনী বাঁচিব? না তবে মরি।"

এই বলিয়া রামদাসের গৃহিণী, পুত্রবধূ যে ছুরিকা দ্বারা আত্মহত্যা করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করিল, গলদেশে স্থাপন করিয়া, একটু যৎসামান্য টিপিয়া দিয়াই,

"বাপরে! ওমা! বেদনা পাইবে! এ আমি পারিব না অ্যাঁ তবে কি হইবে? একি! রক্ত পড়ে যে! তাজা রক্ত! না কাজ নাই," এই বলিয়া সে স্থান হইতে দৌড়িয়া পলায়ন করিল।

"হা—হা—হা, মাগীর আমার কি সতীপানা! কি পুত্র স্নেহ গা? অন্তরালে, থাকিয়া সব টের পেয়েছি—স্বচক্ষে দেখিয়াছি; সকলে কি মরিতে পারে?"

এই বলিয়া বিকট হাস্য করিয়া জগৎলক্ষ্মী অন্তরাল হইতে আসিয়া বাহির হইল—সুকুমারীর নিকট বর্ত্তিনী হইয়া বলিল, "আহা! সোণার চাঁদ বৌ,এর এত কষ্ট!!—" আবার অন্য দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়াই দেখিতে পাইল, সম্মুখে, নন্দদুলালের প্রতিমূর্ত্তি,অমনি "বাঃ—বা—বেশ হয়েছে,"এই

বলিয়া প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইল—একটী, দুইটী, তিনটী, শতটি, সহস্রটী অসংখ্য চপটাঘাত সেই প্রতিমূর্ত্তির উপর পড়িতে লাগিল। অবশেষে,—উপর্য্যুপরি কয়েকটী পদাঘাত সেই প্রতিমূর্ত্তির উপর পড়িল—মৃণ্ময়মূর্ত্তি,কতকক্ষণ ঠিক্ থাকিবে? ভগ্ন হইল।

আর অপেক্ষা না করিয়া জগৎলক্ষ্মী গৃহে অগ্নি প্রদান করিয়া আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইল—যখন হুস্ হুস্ করিয়া অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, তখন করতালি দিয়া বলিল, "বেশ! বেশ! বেশ!"

তারপর কোন্ দিকে চলিয়া গেল, কেহ তাহা টের পাইল না, তাহাকে আর বিজয়পুরে দেখিতেও পাওয়া গেল না।

উপসংহার।

সুখময় শরত ঋতু সমাগমে শুক্লাম্ব বা পৌর্ণমাসী তিথিতে শুভ লগ্নে, সুরেন্দ্র লীলা, রমেশ সরলা, উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া দাম্পত্য সুখে সুখী হইলেন।

দিন দিন শুক্ল শশধরের ন্যায়, প্রণয়ী প্রণয়িনীর প্রণয় লতা বাড়িতে লাগিল।

সমাজ বিপ্লব দিন দিন প্রবলতর হইতে চলিল। গ্রামে সমাজ সমাজ করিয়া কয়েক মাস আন্দোলন স্রোত প্রবল বেগে বহিতে লালিল। গ্রামস্থ বৃদ্ধ সম্প্রদায়ই এ স্রোতের অমাবস্যা। সুরেন্দ্র রমেশ এই সময় বিষম সমস্যায় পড়িলেন; কিন্তু জ্ঞানের বিমল জ্যোতিঃ বিকাশে গ্রামস্থ নব্য সম্প্রদায়, সকলেই এই বিবাহে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে

লাগিলেন। সমাজ লিপ্সু কুসংস্কার পরায়ণ বৃদ্ধ সম্প্রদায়ের দিন দিন হ্রাসতা পাইয়া নব্য সম্প্রদায়ই প্রবল হইয়া উঠিল, কাহারও আপত্তি রহিল না।

হরিহর ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞ হইয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আবার অরণ্যবাসী হইলেন।

কালীকিঙ্কর লীলাবতী ও রমেশের পুত্র কন্যা নিয়া পরম সুখে কয়েক বৎসর বাস করিলেন। পরিশেষে কাল কবলে কবলিত হইয়া সংসারের কৃত কার্য্যের নিকাশ দাখিল করিতে স্বর্গধামে চলিলেন।

বিশ্বপতি বিশ্ব নিয়ন্তার সৃজিত জগৎসংসারে, পুণ্যের জয়, পাপের পরাজয়, অনুদিন ফিরিতেছে ঘুরিতেছে। পৈশাচিক বৃত্তি চরিতার্থ করিয়া আশু যতই কেন সুখের অচল শিরে উঠুক না, দয়াময়ের মঙ্গলেচ্ছায় যে দিনই হউক পাপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, কার সাধ্য বাধা দেয়?

আমাদের প্রধান নায়ক সুরেন্দ্র ও রমেশ, নায়িকা সরলা লীলাবতী, সংসারের এত ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়াও আজ সুখের অচল শিরে আরূঢ়। ধর্ম্মই মনুষ্য জীবনের সার পদার্থ। মনুষ্য ধর্ম্মবলে যত বলীয়ান হইতে পারে এত বলীয়ান হওয়া কিছুতেই সম্ভবে না। সম্পদে বিপদে দয়াময়ের দয়াল নাম, হৃদয়ে স্বর্ণাক্ষরে খোদিত পাষাণ সম থাকিলে, নামের বলে সকল বিঘ্ন সকল বাধা কাটিয়া যায়।

"যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ"

সমাপ্ত।